পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 233 Tuesday, 23 July, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২৩৩ সংখ্যা ✱ ৭ শ্রাবণ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২৩ জুলাই, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

বাজেটের আগে বিরোধীদের নরমে-গরমে বার্তা মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ আজ থেকে সংসদে শুরু হচ্ছে বর্ষাকালীন অধিবেশন। মঙ্গলবার ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা হবে। এদিকে এই অধিবেশনে নিট পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস থেকে শুরু করে কানওয়ার যাত্রাপথে সব খাবারের দোকানে মালিকের নাম প্রদর্শনের নির্দেশিকা নিয়ে তোলপাড় হতে পারে সংসদ। আর বিরোধীদের সেই আক্রমণের আগেই পালটা আক্রমণ শানিয়ে বসলেন নরেন্দ্র মোদি। আজ অধিবেশনের শুরুতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মোদি বিরোধী দলগুলিকে একহাত নিলেন। আজ সংসদ অধিবেশন শুরুর আগে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ''এটা গর্বের বিষয় যে ৬০ বছর পর একই সরকার তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসেছে এবং তৃতীয়বারের মতো প্রথম বাজেট পেশ করতে চলেছে...

'কিছু দল নিজেদের ব্যর্থতা লুকোতে সংসদকে ব্যবহার করে'

আমি তাই দেশের জনগণকে নিশ্চয়তা দিতে চাই। আমাদের লক্ষ্য সেই নিশ্চয়তাকে বাস্তবে পরিণত করা। এই বাজেট অমৃত কালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজেট। আজকের বাজেট আমাদের মেয়াদের পরবর্তী ৫ বছরের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করবে। এই বাজেট আমাদের 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নের একটি শক্তিশালী ভিত্তি হয়ে উঠবে।'' এরপর মোদি বিরোধীদের তোপ দেগে বলেন, ''কিছু দল নিজেদের ব্যর্থতা লুকোতে সংসদের সময়কালের ব্যবহার করেন।'' এই আবহে সব দলের প্রতি মোদির বার্তা, আগামী পাঁচ বছর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যেন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়। মোদি বলেন, ''আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই দেশের ১৪০ কোটি মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নির্বাচিত সরকারের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আড়াই ঘণ্টা ধরে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দেশের মানুষ দলের জন্য নয় দেশের জন্য পাঠিয়েছে। এই সংসদ দেশের জন্য, দলের জন্য নয়।'' এরপর ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে মোদি বলেন, ''প্রত্যেক নাগরিকের জন্য এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে ভারত বৃহৎ অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল দেশ। গত ৩ বছরে, আমরা ৮ শতাংশ অব্যাহত প্রবৃদ্ধির সাথে এগিয়ে যাচ্ছি।'' এই আবহে এই আসন্ন বাজেট সেশন ভারতীয় ভবিষ্যতের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে দাবি করেন নরেন্দ্র মোদি। এই পরিস্থিতিতে সব পক্ষকেই সহযোগিতার আহ্বান জানান তিনি। এদিকে আগামিকাল, মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই নিয়ে টানা সপ্তমবার বাজেট পেশ করতে চলেছেন তিনি। অর্থমন্ত্রী হিসাবে সর্বাধিকবার বাজেট পেশ করবেন তিনি। তার আগে, আজ দেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষাপত্র সহ একাধিক বিল পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী। দুপুর আড়াইটে নাগাদ সংসদের লোকসভায় এই সমীক্ষা পেশ করা হবে। এতে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি, জিডিপি, কর্মসংস্থান, মূল্যবৃদ্ধি ও বাজেট ঘাটতি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য থাকবে।

সায়ন্তিকা, রেয়াতের শপথ অসাংবিধানিক বলছেন রাজ্যপাল!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে হয়েছিল দুই বিধানসভা উপনির্বাচন। তৃণমূলের দুই প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেন সরকার জয়ী হয়েছিলেন। তবে তাঁদের শপথ নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়। রাজ্যের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। শেষে রাজ্যপাল বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারকে শপথবাক্য পাঠ করানোর নির্দেশ দিলেও বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন। সেই শপথকে এখন অসাংবিধানিক বলছে রাজভবন। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেন সরকারের শপথগ্রহণের দায়িত্ব বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারকে দিয়েছিল রাজভবন। কিন্তু সেই নির্দেশ মানা হয়নি। এই বিষয় নিয়ে বিধানসভাকে পাল্টা চিঠিও লিখেছিল রাজভবন। জানতে চাওয়া হয়, এই

জরিমানা হবে দুজনের

বিষয়টি সত্যি কিনা। এখন শপথ ইস্যুতে দুই বিধায়ককে ফের একবার চিঠি পাঠিয়েছে রাজভবন। বলা হয়েছে, তাঁরা যে শপথ নিয়েছেন তা সংবিধান বিরোধী। তাই তাঁরা যদি বিধানসভার অধিবেশনে অংশ নেন তাহলে দিন প্রতি ৫০০ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। রাজভবনের তরফে এই চিঠি পাওয়ার পরই বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন দুই বিধায়ক। এই বিষয়ে সায়ন্তিকা জানিয়েছেন, ''রাজ্যপাল নতুন কিছু বলেননি। শপথ নিয়ে প্রথম থেকেই তাঁর আপত্তি ছিল। এখন তিনি বলছেন আমাদের শপথপাঠ অসাংবিধানিকভাবে হয়েছে। তবে বিধানসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে আমরা এই নিয়ে আলোচনা করেছি। নিয়ম অনুযায়ী সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'' অন্যদিকে, রেয়াত হোসেন সরকারের বক্তব্য, ''চিঠি নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। এটা রাজভবন এবং বিধানসভার ব্যাপার। বিধানসভায় সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার, তিনি যা নির্দেশ দেবেন সেই অনুযায়ী কাজ করব।'' তবে ৫০০ টাকা করে জরিমানা করার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তাঁরা। যদিও সায়ন্তিকারা বলেছেন, বিধানসভার অধিবেশনে যেমন অংশ নিচ্ছেন, তেমনই নেবেন।

রাজভবন চিঠির সদুত্তর দেয়নি!

বিধানসভার রীতি মেনে আজই চার বিধায়কের শপথ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ মঙ্গলবার বিধানসভাতেই হবে নবনির্বাচিত চার বিধায়কের শপথগ্রহণ। সোমবার বিএ কমিটির বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকেই এই শপথগ্রহণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নিট কেলেঙ্কারি নিয়ে মঙ্গলবারই রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাশাপাশি আগামী বৃহস্পতিবার ন্যায় সংহিতা নিয়েও প্রস্তাব আনা হবে। সেদিন দেড় ঘণ্টা ও শুক্রবার দেড় ঘণ্টা বরাদ্দ করা হয়েছে ন্যায় সংহিতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। দুই বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী প্রার্থী

সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেন সরকারের শপথ নিয়ে রাজ্য-রাজভবন সংঘাত হয়েছে। তাই পরবর্তী ক্ষেত্রে চার উপনির্বাচনের প্রার্থীদের শপথগ্রহণ নিয়ে যাতে একইরকম জটিলতা সৃষ্টি না হয় তার জন্য আগেই রাজভবনে চিঠি দিয়েছিল বিধানসভা। যদিও রাজভবনের তরফে একটি পাল্টা চিঠি আসায় ফের জটিলতার পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবে এর মধ্যেই জানা গেল, মঙ্গলবারই নব নির্বাচিত চার বিধায়কের শপথগ্রহণ হবে বিধানসভায়। গত বৃহস্পতিবার রাজভবনের তরফে বিধানসভায় একটি চিঠি আসে। তারপর মনে করা হয়েছিল, এই শপথগ্রহণ নিয়ে আবার জটিলতা তৈরি হবে। কিন্তু সেই চিঠিতে বিধায়কদের শপথগ্রহণ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বরঞ্চ, দুটি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়েছিল। এক, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রেয়াত হোসেন সরকারের শপথগ্রহণের দায়িত্ব বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারকে দেওয়া সত্ত্বেও সত্যিই কি বিধানসভার স্পিকার তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন? দুই, বিধানসভার অধিবেশন 'মুলতবি' না করে কেন বার বার 'স্থগিত' করা হচ্ছে। সোমবার বিধানসভার তরফে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রাজভবনে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল তার কোনও সদুত্তর এখনও আসেনি। তাই কোনও রকম অপেক্ষা না করে মঙ্গলবারই চার বিধায়কের শপথগ্রহণ করানো হবে।

সংসদে সায়নী-মিতালির যুগলবন্দিতে সরগরম, প্রথম বক্তব্যেই রেল-মেট্রো নিয়ে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ একুশে জুলাইয়ে শহিদ সমাবেশের মঞ্চে বক্তব্য রাখতে দেখা যায়নি তাঁদের। কিন্তু আজ নয়াদিল্লিতে পা রেখেই বাংলার রেল প্রকল্পের দাবিতে সোচ্চার হলেন তাঁরা। সংসদে আজ, সোমবার প্রথম বক্তব্য রাখতে গিয়ে কবি সুভাষ-বারুইপুর মেট্রোর কাজ গত ১৩ বছরে একদম না এগোনোয় সরব হন তিনি। হ্যাঁ, তিনি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সায়নী ঘোষ। তাঁর পাশাপাশি আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ প্রশ্ন করেন, আরামবাগ-বিষ্ণুপুর রেলপথ সম্প্রসারণ থমকে থাকা নিয়ে। সায়নী এবং মিতালি দু'জনেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রথম জিতেছেন। দু'জনেই নিজেদের সংসদীয় কেন্দ্রের সমস্যা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। যার মূল বিষয় মেট্রো ও রেল। আজ, সোমবার লোকসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছে। আগামীকাল বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তাই মঙ্গলবার দেশের মানুষ সেদিকে তাকিয়ে থাকবেন। কী পেলেন আর কী পেলেন না তার হিসাব করবেন সকলে। তার প্রাক্কালে আজ লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। সেখানেই সায়নী ঘোষ বলেন, ''২০১১-১২ অর্থবর্ষের রেল বাজেটে কবি সুভাষ থেকে বারুইপুর পর্যন্ত মেট্রো সম্প্রসারণ অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। ২০১৭ সালের মধ্যে আদিগঙ্গার উপরে মেট্রো ট্র্যাক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে বলে প্রস্তাব ছিল। তাও হয়নি।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীনই মেট্রো সম্প্রসারণে একগুচ্ছ পরিকল্পনা বাজেটে করেছিলেন। এখন বাংলায় মেট্রো এবং রেলের যেসব কাজ দেখা যাচ্ছে এবং নতুন করে হচ্ছে সেগুলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকার সময়ই করা হয়েছিল। এখন শুধু ফিতে কাটা হচ্ছে। এমন দাবি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিজেও করেছেন বারবার। যাদবপুরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিযোগ করেন, রেল বোর্ড প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেয়নি। কলকাতা থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে থাকা বারুইপুর এখন বৃহত্তর কলকাতার অংশ। আর এখানে লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। লোকাল ট্রেনেই বিপুল পরিমাণ মানুষকে কলকাতায় আসতে হয়। তাই মেট্রো সম্প্রসারণ হলে মানুষের উপকার হবে। সেটাই এবার তুলে ধরলেন সায়নী ঘোষ। রেলের কাজ নিয়ে সংসদে সুর চড়ান আরামবাগের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মিতালি বাগ। তাঁর বক্তব্য, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আরামবাগ-বিষ্ণুপুর রেল সম্প্রসারণের বিষয়ে বরাদ্দ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই কাজ গত ১৩ বছরে কিছুই হয়নি।'' আরামবাগের পর গোঘাট পর্যন্ত ট্রেন চললেও সেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে। জমি সংক্রান্ত জট রয়েছে। গোঘাটের ভবাদিঘি এখন চর্চিত বিষয়। মিতালির দাবি, দ্রুত জমি জট কাটিয়ে রেলপথ সম্প্রসারণ করা হোক। সংসদে এদিন ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকার দাবিও তুলেছেন মিতালি। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রকে পদক্ষেপ করতে বলেছেন আরামবাগের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ।

তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে ধুন্ধুমার পানিহাটিতে, খড়দহ থানা ঘেরাও

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়েছেন একদিন আগেই। অথচ সোমবারই তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘর্ষ প্রকাশ্যে। তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে পানিহাটিতে ধুন্ধুমার। মার, পাল্টা মার, যুব তৃণমূল নেতার অফিসে অবাধে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল। প্রতিবাদে থানা ঘেরাওয়ের ঘটনাও ঘটল সোমবার। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে দলনেত্রীর দেওয়া বার্তা কি তবে বিফলে গেল, উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ, রবিবার রাতে তৃণমূল কর্মী রানা পালকে বেধড়ক মারধর করা হয়। রানার দাবি, রবিবার ঘোলায় বন্ধুর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরছিলেন। একটি গাড়ি তাদের এমনভাবে চাপতে থাকে, তাঁরা পড়ে যান। রানার দাবি,

সেই গাড়িতে পরিতোষ দাস ছিলেন। এই পরিতোষ বুবাই মল্লিক নামে এক যুব তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তিনিই রানাকে জোর করে গাড়িতে তুলে পানিহাটিতে নিয়ে যান, মারধর করেন বলে অভিযোগ। সোমবার সকালে থানায় বিষয়টি জানান বলে দাবি করেন রানা। এদিকে এই ঘটনাকে সামনে রেখে এলাকার যুব তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিকের অফিসে ভাঙচুর চালানো হয় বলে পাল্টা অভিযোগ ওঠে। তাতে আবার নাম জড়ায় রানাদের। বুবাই মল্লিক অভিযোগ করেন, তাঁদের পার্টি অফিস খুলতে বাধা দেওয়া হয়। তিনি বলেন, দলের একাংশ তাঁকে কাজও করতে দিচ্ছে না। তবে রানা তা মানতে নারাজ। তাঁর দাবি, ভাল ছেলেদের উপর আক্রমণ করায় সাধারণ মানুষ রেগে যান। ওখানে পার্টি অফিস নেই, একটা দোকান আছে। বুবাই মল্লিকের সেই দোকানে অসামাজিক কাজকর্ম চলত। সেটাই সাধারণ মানুষ ভেঙে দেন। রবিবারই ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''আমরা যত জিতব, তত আমাদের দায়িত্ব বাড়বে। এখানে বিত্তবান চাই না, বিবেকবান চাই।'' তারপর দিনই পানিহাটিতে কেন এমন ছবি? পানিহাটি শহর তৃণমূলের সভাপতি তথা চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলেন, ''এরা সমাজবিরোধী। এরা কোনও দল করে না। বুবাই মল্লিক আমাদের দল করত। দীর্ঘদিন ওকে দলের কোনও কাজে দেখি না। আর কেউ দল করে মানে তো অন্যায় করা নয়। তেমনটা হলে মানুষ তো প্রতিবাদ করবেই।'' এদিকে বুবাই মল্লিক বলছেন, তাঁকে শাসানো হয়। তাঁকে ভোটে কাজ করতে দেওয়া হয়নি। নানাভাবে শাসানো হয়েছে। এদিন শুনলাম অফিসও ভেঙে দিয়েছে। এ নিয়ে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, ''মমতাদির এই কথাটা বলাই উচিত না যে মারামারি করবে না। তৃণমূল যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে তৃণমূল বলে তো মনেই হবে না।''

ধর্মঘট শুরু হতেই বাজারে চড়চড় করে বাড়ছে আলুর দাম, আলোচনার রাস্তা খুঁজছে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে টান পড়তে পারে আলুর জোগানে। বাড়তে পারে দামও। অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। যার জেরে আমজনতার মাথায় হাত। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আলুর দাম কমাতে ক্রমাগত সরকারি চাপে জেরবার তাঁরা। ভিনরাজ্যে রপ্তানিতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। এসবের প্রতিবাদেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের ডাক দিলেন আলু ব্যবসায়ী সমিতি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সপ্তমে চড়েছে আলুর দাম। রাজ্য সরকারের একাধিক নির্দেশিকা জারি, কড়া পদক্ষেপের পরও খুব বেশি লাভ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ নির্দেশ ছিল, রাজ্যের চাহিদা পূরণ ও দাম নিয়ন্ত্রণ না হওয়া পর্যন্ত ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানি চলবে না। রপ্তানি বন্ধে কড়া নজর রাখতে বিভিন্ন সীমানায় কড়া পাহারা বসেছে। যা নিয়ে ঘোর আপত্তি আলু ব্যবসায়ীদের। বাঁকুড়ার জয়পুরের এক বেসরকারি হোটেলে

বৈঠকে বসেছিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। সেখানেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আলু ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিদ্যুত্বরণ প্রতিহার জানান, রাজ্য সরকার রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ফলে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। তাঁর দাবি, হিমঘরের সামনে প্রতি কুইন্টাল আলু বিক্রি হচ্ছে ২৩০০ টাকায়। সেই হিসেবে এক কেজি আলুর দাম দাঁড়ায় ২৩ টাকা। অথচ খোলা বাজারে আলু বিকোচ্ছে ৩৫ টাকা কেজি দরে। হিমঘর থেকে বেরনোর পর বাজারে কীভাবে আলুর দাম বেড়ে যাচ্ছে, তা রাজ্য সরকারের দেখা উচিত বলে দাবি করেছেন আলু ব্যবসায়ীরা। বিদ্যুত্বরণ প্রতিহার আরও জানান, এবার আলু চাষের মরশুমে বৃষ্টি হয়। যার ফলে প্রথম দফার ফলন নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার চাষের সময় ফলন কম হয়েছে। ফলে জোগানে ঘাটতি রয়েছে। এর মধ্যে ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট ঘোষণা করায় বাজারে জোগানে টান পড়বে। মঙ্গলবার থেকে এর প্রভাব পড়তে চলেছে বাজারে। বাড়তে পারে দাম। যার জেরে আগামি মধ্যবিত্তের মাথায় হাত।

নীতি আয়োগের বৈঠকের আগেই হতে পারে মমতা-মোদি সাক্ষাৎ সূত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ নীতি আয়োগের বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে যোগ দিতে আগামী ২৫ জুলাই দিল্লি যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭ তারিখ নীতি আয়োগের বৈঠক। তার আগের দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন মমতা। সূত্রের খবর, বৈঠকের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দু'জনের বৈঠক হলে রাজ্যের কী কী দাবিদাওয়া মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের টাকা কেন্দ্র আটকে রেখেছে বলে অনেকদিন ধরেই সরব রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এই নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তারা লাগাতার সরব হয়েছে। একশো দিনের টাকা, আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না বলে রাজ্যের শাসকদলের অভিযোগ। গত বছর অক্টোবরের শুরুতে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে দিল্লি আন্দোলন করে তৃণমূল। তার নেতৃত্ব দেন রাজ্যের শাসকদলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্র একশো দিনের টাকা আটকে রেখেছে অভিযোগ তুলে লোকসভার আগে রাজ্যে ৫০ দিনের কাজ শুরুর ঘোষণা করেন মমতা। এমনকি, আবাস যোজনার টাকাও রাজ্য দেবে বলে জানান। রবিবার ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে সেকথা ফের জানান মমতা। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগের মধ্যেই ২৫ জুলাই দিল্লি যাচ্ছেন মমতা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লি যাচ্ছেন, তখন সংসদে বাদল অধিবেশন চলছে। ২৬ জুলাই, শুক্রবার মোদির সঙ্গে মমতার বৈঠক হতে পারে বলে সূত্রের খবর। সেই বৈঠকে মমতা কোন কোন ইস্যু প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরবেন, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

জিডিপি বৃদ্ধি হতে পারে ৬.৫-৭ শতাংশ হারে, বাজেটের আগে অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ আজ সংসদে অর্থনৈতিক সমীক্ষা পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। আগামিকাল তিনি বাজেট পেশ করতে চলেছেন। এটি তাঁর সপ্তম বাজেট বক্তৃতা হতে চলেছে। তার আগে দেশের বর্তমানে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করতে এবং গত অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করতেই সংসদে পেশ হয়েছে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩-২৪। এই রিপোর্ট আদতে দেশের অর্থনীতির একটি রিপোর্ট কার্ড। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরনের নেতৃত্বে অর্থনীতিবিদদের একটি দল এই অর্থনৈতিক সমীক্ষাটি তৈরি করছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় কর্মসংস্থান, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির মতো ইস্যুতে পরিসংখ্যানগত তথ্য তুলে ধরে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে দাবি করা হয়েছে, ভারতের অর্থনীতি আপাতত স্থিতিশীল অবস্থায় আছে। এদিকে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে চাকির চাহিদা মেটাতে অ কৃষি ক্ষেত্রে ২০৩০ সাল পর্যন্ত টানা বার্ষিক ৭৮.৫ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে দেশে। এছাড়া চলতি অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ থেকে ৭ শতাংশ থাকতে পারে বলেও দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে। সংসদে পেশ হওয়া অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। ভূ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখেও ভারতীয় অর্থনীতি স্থিতিশীলতা প্রদর্শন করছে। কোভিড-পরবর্তী সময়ে ভারতীয় অর্থনীতি আগের অবস্থায় ফিরতে পেরেছে নীতিনির্ধারকদের জন্য। এই আবহে দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও, উচ্চ প্রবৃদ্ধির আকাঙ্খা সহ একটি দেশের জন্য পরিবর্তনই একমাত্র ধ্রুবক। কোভিডের পরে ভারতীয় অর্থনীতির এই ঘুরে দাঁড়ানো বজায় রাখার জন্য ঘরোয়া ফ্রন্টে ভারী হেভিলিফটিং করতে হবে। কারণ বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং জলবায়ুর মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানো বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে।'' অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলছে যে পরিষেবা খাত একটি প্রধান কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী সেক্টর। তবে নির্মাণ খাত সম্প্রতি বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে কর্মসংস্থানের দিক থেকে। ঋণ খেলাপির জেরে উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থানের হার কমেছে গত এক দশকে। তবে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় এও বলা হয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে পুনরায় উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থানের হার কিছুটা উর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে। এদিকে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে চাকির চাহিদা মেটাতে অ-কৃষি ক্ষেত্রে ২০৩০ সাল পর্যন্ত টানা বার্ষিক ৭৮.৫ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে দেশে। এদিকে অর্থনৈতিক সমীক্ষায় জানানো হয়, গত ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভারতে মূল্যস্ফীতির গড় হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সেই মূল্যস্ফীতির গড় হার কমে ৫.৪ শতাংশ হয়েছে। এদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ থেকে ৭ শতাংশ থাকতে পারে বলে জানানো হয়েছে অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্টে।

নীতীশের দাবি মানল না কেন্দ্র, খোঁচা দিল আরজেডি

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ এনডিএ জোটে রয়েছে তারা। কেন্দ্রে শাসক জোটের অন্যতম শরিক। সেই নীতীশ কুমারের দল জেডিইউয়ের দাবি খারিজ করল কেন্দ্রীয় সরকার। বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল জেডিইউ। তা সম্ভব নয় বলে সোমবার সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই জানিয়ে দিল কেন্দ্র। এদিন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি লিখিত জবাবে জানান, বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্র তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর পরই নীতীশ কুমারকে কটাক্ষ করেছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডি। গত ২৯ জুন জেডিইউয়ের জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শুরু হয়, মোদি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতেই কি এই প্রস্তাব পাশ করেছে জেডিইউ? কারণ, কেন্দ্রে এনডিএ-র গুরুত্বপূর্ণ শরিক জেডিইউ। নীতীশের দল ও চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি-র সমর্থনের উপর মোদি সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকে তাকিয়ে ছিল রাজনৈতিক মহল। সোমবার সংসদে জেডিইউ সাংসদ রামপ্রীত মণ্ডল অর্থমন্ত্রকের কাছে জানতে চান, আর্থিক উন্নতি ও শিল্পায়নের জন্য বিহার ও অন্যান্য পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া নিয়ে সরকার কি কোনও পরিকল্পনা করেছে? লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরি জানান, বিহারকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, ''অতীতে কয়েকটি রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার অনুমোদন করেছিল ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল। বেশ কয়েকটি দিক বিবেচনা করে এই মর্যাদা দেওয়া হত। পাহাড়ি ও দুর্গম ভূখণ্ড, জনঘনত্ব কম এবং জনজাতির সংখ্যা, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সীমান্ত এলাকা, আর্থিক এবং পরিকাঠামোগত ভাবে পিছিয়ে- এইসব দিক বিবেচনা করে রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত।'' এরপর ২০১২ সালের ইন্টার মিনিস্টেরিয়াল গ্রুপের রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন পঙ্কজ চৌধুরি। তিনি বলেন,

''বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার দাবি নিয়ে ২০১২ সালের ৩০ মার্চ রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন ইন্টার মিনিস্টেরিয়াল গ্রুপ। সেইসময় তারা জানিয়েছিল, যেসব যোগ্যতার নিরিখে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়া যায়, সেসব বিবেচনা করে বিহারকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়।'' কেন্দ্রীয় সরকার জেডিইউয়ের দাবি খারিজ করার পরই সরব হয়েছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল আরজেডি। নীতীশ কুমারকে কটাক্ষ করে এক্স হ্যান্ডলে আরজেডির তরফে বলা হয়, ''কেন্দ্রে ক্ষমতার ফল উপভোগ করুন নীতীশ কুমার এবং জেডিইউ নেতারা। আর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা নিয়ে তাঁদের নাটক জারি রাখুক।'' সংবিধানে কোনও রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু, ১৯৬৯ সালে পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালে এনডিসি-র বৈঠকে ডিআর গড়গিল কমিটি রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রীয় সাহায্য নিয়ে একটি ফর্মুলার প্রস্তাব রাখেন। তার আগে পর্যন্ত স্কিম অনুসারে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করত কেন্দ্র। ১৯৬৯ সালে গড়গিল ফর্মুলা অনুমোদন করে এনডিসি। এবং কয়েকটি রাজ্যকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়া হয়। অসম, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যগুলি বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা পায়। বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা পাওয়া রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কাছ থেকে নানা আর্থিক সুবিধা পায়। কর ছাড় পায়। দীর্ঘদিন ধরেই বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে সরব জেডিইউ। বিহারে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে এখন তারা ক্ষমতায় রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিহারের ৪০ টি আসনের মধ্যে জেডিইউ পেয়েছে ১২টি আসন। বিজেপি জিতেছে ১২টি আসনে। অন্যদিকে আরজেডি পেয়েছে ৪টি আসন। কংগ্রেস ৩টি আসনে জিতেছে। গত ৮ জুন নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন। জেডিইউ নেতৃত্ব তারপর থেকেই বিহারকে বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে জোরদার সওয়াল শুরু করেন। এমনকি, গত ২৯ জুন দলের জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকেও এই নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করে। সরকারি সূত্র বলছে, ২০১৪-১৫ আর্থিক বছর পর্যন্ত ১১টি রাজ্য বিশেষ ক্যাটেগরির মর্যাদা পেয়েছে। তারা নানা সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু, ২০১৪ সালে প্ল্যানিং কমিশন বিলোপ করে নীতি আয়োগ গঠনের পর গড়গিল ফর্মুলা মেনে বরাদ্দ বন্ধ করা হয়। তার জায়গায় সব রাজ্যের বরাদ্দ বাড়ানো হয়। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে আর কোনও রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। কারণ, সংবিধান এই বিশেষ মর্যাদা অনুমোদন করে না।

বাংলাই দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করবেঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ বাংলাই দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করবে। জোর দিয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত রবিবার একুশে জুলাইয়ের শহীদ সমাবেশে বক্তৃতায় মমতা বলেছেন, ' বাংলার অস্তিত্ব রক্ষা করব। বাংলাই দেশের অস্তিত্ব রক্ষা করবে।'' দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, 'অন্যায় করলে আমি দলের কাউকে ছাড়ি না। গ্রেফতার করি। অন্যায় করবেন না, অন্যায় সহ্য করবেন না। আমি পরিষ্কার বলছি, মা-বোনেদের সম্মান দেবেন।''মমতা তৃণমূলের সকল বিধায়ক, কাউন্সিলর, সাংসদ, নেতা-নেত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'যেন কারও বিরুদ্ধে দল কোনও অভিযোগ না পায়। অভিযোগ পেলে দল উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। আমি চাই আপনারা গরিব থাকুন। তার মানে ঘরে যা আছে, সেটা খেয়ে বেঁচে থাকুন। লোভ করার দরকার নেই।'' ধর্মতলার মঞ্চ থেকে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তৃণমূলনেত্রী। তিনি বলেন, ' আন্দোলনে পারে না। আমার কাছে ১০ লক্ষ সরকারি চাকরি তৈরি আছে। কিন্তু আমি কিছু করতে গেলে আদালতে ছোটে তারা। কখনও বলছে ২৬ হাজারের চাকরি খাই, কখনও বলছে ৪২ হাজারের চাকরি খাই, কখনও বলছে ওবিসি উঠিয়ে দাও। উঠবে না। আমরা আইনি লড়াই করছি, করে যাব।''

পেপার ফাঁসে রেকর্ড করবে এই সরকার, লোকসভায় তোপ আখিলেশের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ নিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সোমবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে অখিলেশ যাদব বলেছেন, পেপার ফাঁসে রেকর্ড করবে এই সরকার। সোমবার

সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়ার পর লোকসভায় নিট ইস্যুতে সরব হন বিরোধীরা। কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন অখিলেশ যাদব ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।অখিলেশ এদিন বলেছেন, এই সরকার পেপার ফাঁসের রেকর্ড তৈরি করবে, এমন কিছু কেন্দ্র আছে যেখানে ২ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে। যতদিন এই মন্ত্রী (শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান) থাকবেন, ছাত্ররা ন্যায়বিচার পাবে না। এদিকে, বিরোধীদের অভিযোগ নস্যা করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, গত ৭ বছরে পেপার ফাঁসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাম প্রত্যাহার বাইডেনের, সমর্থন জানালেন কমলাকে

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই ঃ জো বাইডেন আগামী নভেম্বরে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচন থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি রবিবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় এমনটা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্মান। ডেমোক্রেটিক পার্টি ও দেশের স্বার্থে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাকি মেয়াদ তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যয় করাই তাঁর অগ্রাধিকার।চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে তার সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন। ডেমোক্রেটিক দলের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করেছেন এবং একজন অসাধারণ সহকর্মী হিসেবে একসঙ্গে কাজ করার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ২৮ জুন বিতর্কের পর, প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে যাওয়ার জন্য জো বাইডেনের উপর চাপ ক্রমশ বাড়ছিল। বর্তমানে কোভিড-এ আক্রান্ত হওয়ায় তিনি নিজের বাড়িতে আইসোলেশনে আছেন।

সর্বদল বৈঠকে এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব এএপি, আরও নানা বিষয় উত্থাপন

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ সংসদের বাজেট অধিবেশন। তার আগে গত রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সর্বদলীয় বৈঠকে এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব হল আম আদমি পার্টি (এএপি)। এছাড়াও আরও নানা ইস্যু উত্থাপন করেছে। সর্বদলীয় বৈঠক শেষে সঞ্জয় সিং বলেছেন, সর্বদলীয় বৈঠকে অনেকগুলি বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, বিশেষত বিরোধী নেতাদের উপর তদন্ত সংস্থাগুলির অপব্যবহার, যার সবচেয়ে বড় শিকার এএপি। আমি বাজেটের বিষয়ে দিল্লি এবং পঞ্জাবের সমস্যাও উত্থাপন করেছি। বাজেট আসতে চলেছে তবে আমি তার আগেই বাজেট ফাঁস করতে পারি এবং দিল্লির ক্ষেত্রে, আমি বলতে পারি যে দিল্লি ৩৫০ কোটি টাকার বেশি পাবে না।সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, একটি আদেশ জারি করা হয়েছে যে নেমপ্লেট বসাতে হবে, এটি দলিত, অনগ্রসর আদিবাসী এবং অন্যান্যদের ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা। এরাই বৈষম্যে বিশ্বাসী মানুষ। তারা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাম মন্দির উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানাননি...এই সিদ্ধান্ত দলিত, অনগ্রসর জাতি, সংখ্যালঘু, আদিবাসীদের বিরুদ্ধে।

আরএসএস-এর কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন সরকারি কর্মীরা, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে খুশি সঙ্ঘ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর কার্যক্রমে সরকারি কর্মীদের অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ১৯৬৬ সালের নভেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীবর্গ, জন অভিযোগ এবং পেনসন সংক্রান্ত দফতরের তরফে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে।নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে খুশি ব্যক্ত করেছে সঙ্ঘ। আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) গত ৯৯ বছর ধরে দেশের পুনর্গঠনে এবং সমাজের সেবায় নিযুক্ত রয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা, ঐক্য-অখণ্ডতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে আরএসএস-এর অবদানের কারণে দেশের বিভিন্ন ধরনের নেতৃত্ব সময়ে সময়ে আরএসএস-এর ভূমিকার প্রশংসা করেছে। তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে, তকালীন সরকার অন্যায়ভাবে সরকারি কর্মচারীদের আরএসএস-এর মতো গঠনমূলক সংগঠনের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে নিষেধ করেছিল। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত যথাযথ এবং তা ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে।এদিকে, এক পোস্টে সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ৫৮ বছর আগে অসাংবিধানিক একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল যার অবসান হল মোদী সরকারের হাত ধরে। হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের মতো কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যেই এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে।

বিদেশীদের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে এক্তিয়ার-বিহীন মন্তব্য মমতার, তোপ তথাগতের

কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ বিদেশীদের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে এক্তিয়ার-বিহীন মন্তব্য করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোাপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দফতর এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করকে যুক্ত করে এই বার্তা দিয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বাংলাদেশের মানুষ দরজায় কড়া নাড়লে আশ্রয় দেবো বলে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন মমতা। এর প্রেক্ষিতে এক্স বার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, বাংলাদেশীরা আমাদের দরজায় কড়া নাড়লে আমরা তাদের আশ্রয় দেব, বলেছেন মমতা। আমাদের সংবিধানের ৭ম তফসিলের অধীনে বিদেশীদের স্বীকৃতি দেওয়া তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে নেই। অনুগ্রহ করে বিএসএফের নজরদারি কঠোর করুন, কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধদের প্রবেশে বাধা দেবেন না।অপর এক্স বার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি ও হিন্দিভাষী হিন্দু যে বিপদের সম্মুখীন সে বিষয়ে তাদের অবহিত করা দরকার। শুধু ভোটে জেতার জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য। বাংলাদেশের অস্থিরতা এই বিপদকে আরও বাড়িয়েছে।

আরব সাগরে জলোচ্ছ্বাস, সতর্কতা জারি

মুম্বই, ২২ জুলাই ঃ একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের একাধিক এলাকায়। মুম্বইতে নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জল বাড়ছে আরব সাগরে। সোমবার সমুদ্রের পাড়ে যাতে কেউ না যান, সে বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। উত্তাল হতে পারে আরব সাগর। জলোচ্ছ্বাসের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে আবহাওয়া দফতরের তরফে।উল্লেখ্য, ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই। মুম্বইয়ের বেশ কিছু জায়গা জলের তলায়। বিভিন্ন নিচু এলাকার মানুষদের সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। জল নিকাশি যাতে সচল থাকে সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে আগামী কয়েকদিন মুম্বইয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সকল নাগরিকরা যেন ঘরে থাকে। বিনা প্রয়োজনে কেউ যেন বাইরে না বের হয়। খাবার এবং ওষুধ মজুত রাখার নিদানও দেওয়া হয়েছে। আরব সাগরের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে।

গত ৭ বছরে পেপার ফাঁসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নিঃধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃনিট-ইউজি পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে সোমবার সংসদে সরব হলেন বিরোধীরা। বিরোধীদের একগুচ্ছ প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, গত ৭ বছরে পেপার ফাঁসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সোমবার অধিবেশন শুরু হতেই নিট পরীক্ষায় অনিয়ম ইস্যুতে সরব হন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব।বিরোধীদের অভিযোগ নস্যা করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, গত ৭ বছরে পেপার ফাঁসের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই নিট বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে বলতে পারি, এনটিএ-এর পরে ২৪০টিরও বেশি পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।

ফের বিলাসবহুল গাড়ির দৌরাত্ম্য

মুম্বই, ২২ জুলাই ঃ সোমবার সকালে মুম্বইয়ের রাস্তায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিক্সায় ধাক্কা মারে বিলাসবহুল 'অডি' গাড়ি। আহত অটো চালক এবং দুই যাত্রী। জানা গেছে, তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে একটি অটো। ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের মুলুন্দ এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময় তীব্রগতিতে ছিল গাড়িটি। দুর্ঘটনার পর চালক পলাতক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকমাসের মধ্যে মহারাষ্ট্রে একাধিক বিলাসবহুল গাড়ির দৌরাত্ম্য দেখা গেছে।

জমি বিবাদ, অম্বালায় পরিবারের ৫ জনকে হত্যা প্রাক্তন জওয়ানের

অম্বালা, ২২ জুলাই ঃ জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে মা-সহ পরিবারের পাঁচ সদস্যকে খুন করল এক অবসরপ্রাপ্ত জওয়ান। ঘটনাটি ঘটেছে অম্বালায়। জমি নিয়ে বিবাদের জেরে এই খুন বলে জানা গিয়েছে।সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই প্রাক্তন জওয়ান নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এরপর আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই অবসরপ্রাপ্ত সেনার বিরুদ্ধে। জানা গেছে, পরিবারের নিহত সদস্যরা হলেন ওই প্রাক্তন সেনার মা, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানরা। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দু'জন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের চণ্ডীগড়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শ্রীনগরের রাজবাঘে দোতলা বাড়িতে আগুন

শ্রীনগর, ২২ জুলাই ঃজম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে ভয়াবহ আগুন লাগল একটি দোতলা বাড়িতে। সোমবার সকালে শ্রীনগরের রাজবাঘে একটি দোতলা বাড়িতে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন।

ব্রজমণ্ডল যাত্রা উপলক্ষ্যে নুহতে কড়া নিরাপত্তা, মোবাইল ইন্টারনেট স্তব্ধ

নুহ, ২২ জুলাই ঃব্রজমণ্ডল জলাভিষেক যাত্রা উপলক্ষ্যে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে হরিয়ানার নুহ-কে। এছাড়া যাত্রাকে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে গত রবিবার সন্ধ্যা থেকে নুহ জেলায় ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট ও বাল্ক মেসেজ পরিষেবা। স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব অনুরাগ রাস্তোগী জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট যাত্রাকে কেন্দ্র করে নুহতে বিক্ষোভের পাশাপাশি সম্পত্তি নষ্ট করা ও শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই রবিবার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ইন্টারনেট ও বাল্ক মেসেজ পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।উল্লেখ্য, সাম্প্রদায়িক অশান্তির জেরে গতবছর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সাক্ষী হয়েছিল হরিয়ানার নুহ। তাই এবার আগে থেকেই সতর্ক রয়েছে প্রশাসন। পুলিশ সুপার বিজয় প্রতাপ সোমবার সকালে বলেছেন, পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে, নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াড ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতকরা এবং ৬৪ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১২ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ০৪ মিনিট এবং অস্ত ৬ টা ২০মিনিট ।

রাশিফল

মেষরাশিঃ অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। স্ত্রীর কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সুযোগ আসবে। দ্বিচক্রযানের চালকরা খুব সাবধানে গাড়ি চালাবেন।

বৃষ রাশিঃলটারিতে কিছু অর্থ হাতে আসতে পারে। তবে লোভের বশবর্তী হয়ে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করবেন না। পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।

মিথুনঃনিজের শরীরের প্রতি যত্নবান হোন। বয়ঃসন্ধির সন্তানকে বকাবকি করবেন না। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন।

কর্কট রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। কাজকর্মে ভাগ্যের আনুকূল্য পেতে পারেন।

সিংহ রাশিঃ কতিপয় জাতক-জাতিকার উচ্চস্থান থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। শিল্পী ও কলাকুশলীদের নতুন কাজের যোগাযোগ হতে পারে।

কন্যা রাশিঃ বিদেশে কর্মরত সন্তানের খবর না পাওয়ার ফলে মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি।

তুলারাশিঃ কর্মপ্রার্থীরা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় ভালো ফল আশা করতে পারেন। যে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। লৌহ, কাগজ ও ওষুধ ব্যবসায়ীদের বাড়তি মুনাফা লাভের সম্ভাবনা। অপ্রিয় সত্য বলে অপরের বিরাগভাজন হবেন না।

বৃশ্চিক রাশি ঃ পিতা-মাতার কাছ থেকে দূরে থাকলেও তাঁদের খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না।

ধনু রাশি ঃ চাকরিজীবীরা সপ্তাহের মাঝামাঝি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন।চাষিভাইদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য শস্যবিমা করিয়ে নেওয়া উচিত। শ্রমিক-মালিক বিবাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে চাকরির স্থায়িত্ব নষ্ট হতে পারে।

মকর রাশিঃ সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে কোনও ভালো খবর আসতে পারে। বয়স্করা পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। ব্যবসায় ভালো ফল আশা করতে পারেন।

কুম্ভ রাশি ঃবিন্ধুবান্ধবের ক্ষেত্রে কথাবার্তায় সংযম বজায় থাকলে অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। রাজনীতির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে মুনাফায় **মীন রাশিঃ** আপনার বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে- কোনো ফয়সালা করার আগে একটি সাম্যজ্ঞস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখুন। এটি আরেকটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন দিন এবং অপ্রত্যাশিতলাভআগে থেকেই দেখা যাচ্ছে।

চাইল্ড লাইনের হস্তক্ষেপে কাঞ্চনমালা এলাকার অনাথ রাজদীপ স্থান পেল সরকারি হোমে

আগরতলা, ২২ জুলাই ঃ অবশেষে চাইল্ড লাইনের হস্তক্ষেপে কাঞ্চনমালা এলাকার অনাথ রাজদীপ স্থান পেল সরকারি হোমে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে স্বস্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।জন্মের পর থেকে তার জীবনে কোনও সুখ না আসায়,দাদু হরিপদ গোস্বামী নাতিকে কষ্ট করে রাখতেন। গোলাঘাটি বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত কাঞ্চনমালার জন্টু পাল এবং মৌসুমী গোস্বামীর একমাত্র সন্তান রাজদীপ। মৌসুমী গোস্বামী সন্তান জন্ম দেওয়ার পর থেকেই একই এলাকার দুই নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাবা হরিপদ গোস্বামীর বাড়িতে চলে যান একমাত্র শিশু সন্তানকে নিয়ে। জন্টু পাল কোনওদিন তার স্ত্রী এবং সন্তানের ভালোমন্দের খোঁজখবর নেয়নি।এদিকে ছোট্ট রাজদীপ মা মৌসুমী এবং দাদু হরিপদ গোস্বামীর কাছে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এরই মধ্যে গত বছর-দুয়েক আগে মৌসুমী গোস্বামী কোনও এক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। অসহায় হয়ে পড়ে ছোট্ট রাজদীপ। রাজদীপকে তখন বুকে টেনে নেন তার দাদু হরিপদ গোস্বামী। হরিপদ গোস্বামীর বর্তমানে বয়স ৭২ বছর। তিনি একজন দিনমজুর। বৃদ্ধ শরীর নিয়ে.তিনি সব সময় কাজও করতে পারেন না। তিনিও এখন দুই ছেলের ওপর ভরসা করে আছেন।কিন্তু নাতি রাজদীপ পালকে কীভাবে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন তা নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন হরিপদ। কিছুদিন আগে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে হরিপদ গোস্বামী নাতি রাজদীপ পালের অসহায়ত্বের কাহিনি তুলে ধরেছিলেন। সেই সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। শেষে সংবাদের জেরে কিছুদিন দেরি হলেও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা শুক্রবার কাঞ্চনমালাস্থিত হরিপদ গোস্বামীর বাড়িতে যান। ছোট্ট রাজদীপ পালের ভবিষ্য গড়ার লক্ষ্যে দাদু হরিপদ গোস্বামী চাইল্ড লাইনের কর্মীদের হাতে তুলে দেন তাকে।এদিকে চাইল্ড লাইনের কর্মীরাও হরিপদ গোস্বামীকে আশ্বাস দিয়েছেন, রাজদীপ পাল যতদিন পর্যন্ত সাবালক না-হবে ততদিন সরকার শিশুটির সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করবে। হরিপদ গোস্বামী আবারও সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁর আদরের নাতি রাজদীপের পড়াশোনা সহ সমস্ত দায়-দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।এদিন সাংবাদিকদের কাছে এই তথ্য দিতে গিয়ে হরিপদ গোস্বামীর দুই চোখ দিয়ে বেদনার জল গড়িয়ে পড়ছিল।

আস্থাভোটে জিতলেন কে পি শর্মা ওলি, পেয়েছেন ১৮৮টি ভোট

কাঠমান্ডু, ২২ জুলাই ঃনেপালের কে পি শর্মা ওলি সরকার রবিবার সে দেশের প্রতিনিধিসভায় আস্থা ভোটে জয়লাভ করেছেন। ২৬৩ জন সদস্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে ওলির সপক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৮৮ জন। তাঁর বিরুদ্ধে পড়েছে ৭৪ টি ভোট। জয়ের জন্য ১৩৮ টি ভোটের প্রয়োজন ছিল। ভোটদানে বিরত থাকেন একজন আইনপ্রণেতা। নেপালী কংগ্রেস এবং সিপিএন-ইউএমএলের ১৬৬ জন সদস্য আইনসভায় রয়েছেন। সেদেশের সংবিধান অনুযায়ী, নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগের ৩০ দিনের মধ্যে সংসদে আস্থা ভোটে অংশ নিতে হয়। ৭২ বছর বয়সী এই কমিউনিস্ট নেতা গত সোমবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

থারকান্দিতে ছাত্র-প্রহার কাণ্ডের দ্বিতীয় দিন দফায় দফায় উত্তেজনা

পাথারকান্দি (অসম), ২২জুলাই ঃ পাথারকান্দির কমরুল হক সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের তিন শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র শুভ্রাংশু সিনহাকে মারধরের ঘটনায় আজ দ্বিতীয় দিনও টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনার পর গত শনিবার অভিযুক্ত তিন শিক্ষকের মধ্যে পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করলেও বাকিরা এখনও অধরা।এ নিয়ে আজ রবিবার সকাল থেকে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবককুল। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ তাঁরা পাথারকান্দি তিনোখালে অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বাকি অভিযুক্ত শিক্ষকদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। হঠাৎ করে জাতীয় সা।ক অবরোধের ফলে সা।কের দুপাশে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন লেগে যায়। যাত্রী দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে।এ খবর পেয়ে অবরোধস্থলে ছুটে যান সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক আধিকারিক সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাঁদের সঙ্গে খানিক বাকবিতণ্ডা হয় অবরোধকারীদের। বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত কোনওভাবেই অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানিয়ে দেন তাঁরা।পরিস্থিতি যাতে অন্য মো। না নেয়, তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সশস্ত্র পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী নামানো হয়। পরে অবরোধকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করে তাঁদের দাবি পূরণের আশ্বাস দিলে বেলা আনুমানিক দুটো নাগাদ জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত হয়।এদিকে একইভাবে গত শনিবার ধৃত শিক্ষক জহিরুল ইসলামকে মুক্তি্র দাবিতে একদল ছাত্র পাথারকান্দি থানা চত্বরে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু তাদের দাবি ধোপে টেঁকেনি।প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার পাথারকাঃিদ কমরুল হক সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের বাণিজ্য শাখার প্রথম বর্ষের ছাত্র শুভ্রাংশু সিনহাকে তিন শিক্ষক মিলে বেধ।ক মারপিট করেছেন বলে অভিযোগ। এতে পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে। গুরুতর আহত ছাত্রটি বর্তমানে গুয়াহাটিতে চিকিৎসাধীন।এদিকে এ ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে তা নজরে পড়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক (ডিজিপি) জিপি সিঙের। তাঁর নির্দেশে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার ময়দানে নামেন। পুলিশ তদন্তে নেমে অভিযুক্ত তিন শিক্ষকের মধ্যে জহিরুল ইসলাম নামের ইংরেজি বিষয় শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তাঁকে জেরা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সরকার যে কোনও আলোচনার জন্য প্রস্তুতঃ অর্জুন রাম মেঘওয়াল

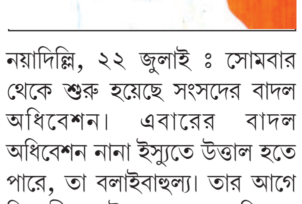

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের বাদল অধিবেশন। এবারের বাদল অধিবেশন নানা ইস্যুতে উত্তাল হতে পারে, তা বলাইবাহুল্য। তার আগে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানালেন, সরকার যে কোনও আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন,সংসদ অধিবেশনে, সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী, অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, গতকাল সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিরোধীরা নিজেদের সমস্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন। আমরা তা নোট করেছি। সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত, ঠিক যেমন রাজনাথ সিং গত রবিবার বলেছিলেন, সদনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চসলানো সবার দায়িত্ব।

ক্রিপটো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা দরকার

নয়াদিল্লি,২২ জুলাইঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরূপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত

প্রশাসনের বাধা, গন্ডাছড়ায় না গিয়ে ফিরে গেলেন বিরোধী নেতারা

ধলাই (ত্রিপুরা), ২২ জুলাই ঃ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ক্ষতিপূরণ ও বর্তমান অবস্থার বাস্তব চিত্র জানতে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গন্ডাছড়া যাচ্ছিলেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের বাধায়.গন্তব্যে না পৌঁছেই ফিরে যেতে হয়েছে কংগ্রেসি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ, সিপিআইএম-এর জিতেন্দ্র চৌধুরীদের। সোমবার ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কেমন আছে, কেমন চলছে সরকারি ত্রাণ ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ নিতে রওয়ানা হয়েছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজ্য সভাপতি আশিসকুমার সাহা এবং বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। সঙ্গে ছিলেন আগরতলার কয়েকজন সাংবাদিক। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন মহকুমা সদর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে বাবুসাই পাড়ায় সুদীপবাবুদের আটকে দেয়। বহু কৌশল করে, নরমে-গরমে চেষ্টা করেও কাজ হয়নি। ফিরে যান কংগ্রেসের নেতারা।অন্যদিকে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআইএম বিধায়ক

সুরাটে ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন

সুরাট, ২২ জুলাই ঃবর্ষার ভরা মরশুমে সারাদেশেই চলছে প্রবল বৃষ্টি। যার জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। গুজরাটের সুরাটে সোমবার ভারী বৃষ্টির জেরে অনেক জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে। জমা জলে যানবাহন আটকে পড়ায় যানজটের সৃষ্টি হয় বহু এলাকায়।প্রসঙ্গত,

যেভাবেই হোক প্যারিসে সোনা জিততেই হবে, দৃঢ়প্রত্যয় নীরজ চোপড়ার

গ্লোরিয়া (তুরস্ক), ২২ জুলাই ঃগত রবিবার, ২১ জুলাই সেই ঐতিহাসিক দিন।ঐদিনে দিনে টোকিও অলিম্পিক থেকে নীরজ চোপড়া ভারতকে সোনা এনে দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক দিনটা ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের আজও মনে আছে। টোকিওর সেই দিনটা কি আবার ফিরে আসবে প্যারিসে? তুরস্কের গ্লোরিয়ায় এখন অলিম্পিকের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত নীরজ। তার ফাঁকেই সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেছেন, '

আমি ফেভারিট ছিলাম না। তাই চাপ কম ছিল। কিন্তু এবার আমি ফেভারিটের এক নম্বর তালিকায়। চ্যাম্পিয়নের তকমা ধরে রাখার লড়াই। তাই চাপটা বেশি। সেটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ থাকবে। এবার প্যারিস আমার লক্ষ্য একটাই যেভাবেই হোক সোনা ধরে রাখা।'

বাতিল মৈত্রী এক্সপ্রেসের ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ শর্ত মেনে ফেরত দেওয়া হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ সংরক্ষণ বিরোধী আঃেদালন নিয়ে তুমুল অশান্তি ছড়িয়েছে বাংলাদেশে। এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতির মাঝেই কিছুদিন বাতিল করা হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সংযোগকারী ট্রেন। সেই বাতিল হওয়া ট্রেনগুলির টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়া হবে বলে জানানো হল রেলের তরফে। সোমবার রেলসূত্রে জানা গিয়েছে এ ব্যাপারে যে শর্তগুলো মানা হবে, সেগুলো হলো-

১. কলকাতা শহরের সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউঃটার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউঃ টারগুলিতেই করা হবে।

২. হারানো টিকিটের জন্য কোনও টাকা ফেরত দেওয়া হবে না।

৩. বিদেশি পর্যটকদের কাউঃটারে পিআরএসের কার্যক্রমের সময়ের মধ্যেই টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে পরিচালনগত কারণে কলকাতা ও ঢাকার মধ্যে চলা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। ১৩১০৮ কলকাতা - ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস, ১৩১০৭ ঢাকা - কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং ১৩১০৯ কলকাতা - ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কিছু তারিখে একটি করে ট্রিপ বাতিল থাকবে। ১৩১০৮ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা স্টেশন থেকে ২২ জুলাই ছাড়ার কথা ছিল। ১৩১০৭ ঢাকা- কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে ২৩ জুলাই ছাড়ার কথা ছিল। ১৩১০৯ কলকাতা -ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস কলকাতা স্টেশন থেকে ২৩ জুলাই ছাড়ার কথা ছিল- এগুলি বাতিল থাকবে।১৯৭২ সালে বাংলাদেশের তকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিবর রহমান সরকারি চাকরিতে মুক্তি যোদ্ধাদের পরিবারের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করেন। ২০১৮ সালে আঃেদালন শুরু হওয়ার পর এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা খারিজ করে দেয় বর্তমান শেখ হাসিনা সরকার। ২০২১ সালে হাসিনা সরকারের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন কয়েক জন। গত ৫ জুন হাসিনা সরকারের সিদ্ধান্তকে 'অবৈধ' অ্যাখ্যা দিয়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ফের কার্যকরের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তারপর থেকেই রোষের আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে নারীর সংরক্ষণে অপ্রতুলতা নিয়ে ক্ষোভ তসলিমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ বাংলাদেশে কাজে নারীর সংরক্ষণ উঠে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি লিখেছেন, যদি কোটা সংস্কার করতে গিয়ে কাউকে লাথি মারতে হয়, তাহলে নারীকে লাথি মারলে সবচেয়ে সুবিধে। নারী তো অবলা, কিছু বলবে না। ইতিহাসের শুরু থেকে মুখ বুজে নির্যাতন সইছে কে? নারী। নারীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভরতা, এবং স্বাধীনতা থেকে শতাব্দির পর শতাব্দি বঞ্চিত করা হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে। হচ্ছে নারীর লিঙ্গদোষের কারণে। নারীর লিঙ্গ পারফেক্ট নয়, নারীর লিঙ্গ অসম্পূর্ণ। পুরুষেরা নানা রকম কমেডি করেছে এই লিঙ্গ নিয়ে। বাংলাদেশের কোটাসংস্কার আন্দোলনে নারীর সমানাধিকারে বিশ্বাস করার লোক প্রায় ছিলই না বলতে গেলে। ধার্মিক এবং ধর্মান্ধ লোকের আধিক্য ছিল দৃষ্টিকটুরকম। তারা তো নিশ্চয়ই কেউ চায়নি নারীকোটা। এমনকী কিছু মগজধোলাই হওয়া পুরুষতন্ত্রবিশ্বাসী নারীও নারীকোটার বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে। দ্বিতীয় লিঙ্গের জন্য শূন্য হলেও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য এবার ১ বরাদ্দ করা হয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গের

লোকেরা তো আবার অবলা নয়, তাদের গলার জোর আর পেশির জোর দ্বিতীয় লিঙ্গের চেয়ে কিছুটা হলেও বেশি। প্রতিক্রিয়ায় সুকান্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, মুক্তি যোদ্ধাদের সন্তান ও নাতিরা ৫০ বছর ধরে সুবিধা নিয়েছে। বরং সরকারী চাকরিতে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া নারীদের ১০ ও অন্যান্য ৫(প্রতিবন্দী ও তৃতীয় লিঙ্গ) সংরক্ষণ হলে ঠিক ছিল। যদি সুপ্রিম কোর্টের রায়তে ছাত্র-ছাত্রীরা সন্তুষ্ট থাকে তাহলে কিছু বলার নেই। মেয়েদের বোরখার অন্ধকারে না রেখে শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধে দেওয়া খুব জরুরি। অমৃতস্য সাগরিকা লিখেছেন, নারীর স্বপক্ষে কথা বলাও এখন বৃথা, আমার এটাই মনে হয়। তাদের পুরুষতান্ত্রিকতার শেষ নাই, ফসলের ক্ষেত হয়ে থাক, দরকার নাই কিছু বলার পদবী উল্লেখ না করা অনিন্দ্য নামে এক ব্যক্তি লিখেছেন, দেশ যাচ্ছে আফগানিস্তান, কিসের কোটা, কিসের নারী! হাসান্নাল আবদুল্লা লিখেছেন, তসলিমাদি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের বলতে শুনেছি যে তারা কোটা চায় না কারণ তাতে নাকি পুরুষেরা পিছিয়ে পাবে!! হা হা হা!! তবে মুক্তিযোদ্ধা ৫-এ স্পষ্ট করা নেই নারী না পুরুষ। আশা করি সেখানে কিছু নারী যুক্ত হবেন।

পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে জলের পুনরাবৃত্ত হওয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ মেট্রো রেলওয়ে হল ' লাইফলাইন' যা সকলকে দ্রুত, মসৃণ এবং ঝামেলামুক্ত যাত্রা প্রদান করে। মেট্রো চত্বরে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বদা সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়। রেমালের সময়, যা ২৭.০৫.২০২৪ তারিখে কলকাতায় আঘাত হেনেছিল, দুর্ভাগ্যবশত পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশন এবং পার্শ্ববর্তী টানেল জলমগ্ন হয়ে মেট্রো পরিষেবাগুলিকে প্রভাবিত করেছিল। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জল নিষ্কাশনের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিয়েছে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক পরিষেবাগুলি আবার চালু করেছে। কেএমসি আধিকারিকদের সাথে সঠিক তদন্তে পরে জানা গেছে যে কেএমসি এর ভূগর্ভস্থ ইট নর্দমা, যেটি শতাব্দী প্রাচীন, তাতে ছিদ্র রয়েছে এবং এটিও পলি হয়ে গেছে। ম্যানহোলের প্রাচীরেও গর্ত রয়েছে যার ফলে স্টেশনে জল ঢুকে যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য এই গর্তগুলো প্লাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টানেলের প্রাচীর থেকে ছিদ্র আটকাতে, মেট্রো রেলওয়ে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে গ্রাউটিং শুরু করেছে। ২৮.০৫.২০২৪ থেকে ১৫.০৭.২০২৪ পর্যন্ত, ডায়াফ্রাম ওয়ালের ভিতরে ৬৪৫ ব্যাগ সিমেন্ট ইনজেকশন করা হয়েছে।

জয়নগরে পোশাক কারখানায় আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২২ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের আগুন লাগলো একটি পোশাক কারখানায়। সোমবার ভোররাতে আগুন লাগে জয়নগর থানার জয়নগর-১ ব্লকের বামনগাছি অঞ্চলের দলুয়াখাকী গ্রামের লস্কর পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোররাত তিনটে নাগাদ রহমাতুল্লাহ লস্করের কারখানায় আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডে লক্ষাধিক টাকার সেলাই মেশিন ও তৈরি থাকা প্যান্ট -সহ একাধিক জিনিসপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে স্থানীয়রা এসে কোনওক্রমে আগুন আয়ত্তে আনে। ঠিক কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই এলাকায় পৌঁছেছেন বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকরা।

ফের ভাঙনের মুখে কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকা, আতঙ্কে স্থানীয়রা

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ২২ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম তীর্থ ক্ষেত্র ও পর্যটন কেঃদ্র গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির আশ্রম সংলগ্ন এলাকা রবিবারের পর সোমবারও তীব্র ভাঙনের মুখে। এক থেকে পাঁচ নম্বর স্নান ঘাটের কংক্রিটের রাস্তা, গাছ, অস্থায়ী দোকান, বিদ্যুতের খুঁটি, সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। বড়বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে সমুদ্রতটে। অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতরের কর্মীরা সোমবার সকাল থেকে মাইকিং করে পুন্যার্থীদের এক থেকে পাঁচ নম্বর স্নানঘাটে সাগরে নামতে নিষেধ করছেন। কপিল মুনির আশ্রম থেকে কয়েকশো মিটার দূরে ভয়াবহ এই ভাঙনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন দোকানদার থেকে পুন্যার্থী সকলেই।

দেশের প্রথম পুকুর ভিওকি সুইমিং পুলের মধ্যে দিয়ে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হলো কুলতলিতে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২২ জুলাই ঃ ভারতবর্ষে প্রথম পুকুরভিত্তিক সুইমিং পুলে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ শিবির চালু হলো সোমবার। সু ন্দরবনের গ্রামাঞ্চলে জলে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম। আর সেই শিশু মৃত্যুর হার কমাতে এবার এগিয়ে এলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু। তাদেরই উদ্যোগে সিনি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সু ন্দরবনের প্রত্যন্ত কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ কোস্টাল থানার বৈকঃঠপুরে পুকুর ভিত্তিক সুইমিং পুলে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হলো। শহরে সাঁতার শেখার ব্যবস্থা থাকলেও গ্রামে সেই ব্যবস্থার খুবই অভাব আর এই ভাবনা চিন্তাকে মাথায় নিয়ে ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে এবার সু ন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিশুদের পুকুরে সুইমিং পুলের মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হলো। সু ন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় জলে ডুবে শিশু মৃত্যু বেড়ে চলেছে। সোমবার কুলতলির মৈপীঠ কোস্টাল থানার বৈকুন্ঠ পুর শিশু সেবা কেন্দ্রে ও ভুবনেশ্বরীতে সিনির ব্যবস্থাপনায় ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হুর উদ্যোগে দুটি পুকুর ভিওকি সুইমিং পুলের উদ্বোধন করা হয়।এদিনের এই শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হুর সদস্য ডাঃ বি মোহাম্মদ আসিল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষে ডাঃ মানস প্রতীম রায়, সিনির মৈপীঠ শাখার প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সমীর নারায়ণ চৌধুরী,দ্য জর্জ ইনস্টিটিউট গ্লোবাল হেলথ এর সদস্য ডঃ জগনুর, বারুইপুর মহকুমা স্বাস্থ্য ও আধিকারীক ডাঃ ইন্দ্রনীল মিত্র,কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অবন্তিকা মন্ডল, সিনির রাজ্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক সুজয় রায় সহ আরো অনেকে। এ দিন এ প্রসঙ্গে সুজয় রায় বলেন, আগামী দিনে সু ন্দরবনের প্রতিটা ব্লকে এমনই কর্মসূচি পালন করা হবে। সুন্দরবনের পুকুরে জলে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি পালন করার পাশাপাশি পুকুরে সুইমিং পুলের মধ্যে দিয়ে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।এরই পাশাপাশি মৈপীঠের এই কেন্দ্র থেকে কবচ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের পড়াশোনা ও শেখানো হচছে।এই সাঁতার প্রশিক্ষণ ২১ দিনের ক্লাসের মধ্যে দিয়ে এক একটি গ্রুপে ৬ -৮ জন শিশুকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।এদিন দুটি কেন্দ্রেই এই প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হলো। তাছাড়া এদিন ভুবনেশ্বরীতে শিশু মৃত্যু কমাতে সচেতনতা মূলক একটি পদযাত্রা ও বের হয়। যাতে শিশুরা, শিশুদের মায়েরা সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা অংশ নেন।

পরিকাঠামোর মান বৃদ্ধিতে ইন্টারনেট পরিষেবার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ আয়ূষ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে সরকারি ক্লিনিকে আয়ূষ চিকিৎসার জন্যে বাধ্যতামূলক ভাবে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট পরিষেবা দিয়ে পরিকাঠামোর মান বৃদ্ধি করতে হবে বলে রাজ্য সরকার সব জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। অনেক ক্লিনিকে পরিকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় সরকারি স্বীকৃত আয়ূষ চিকিৎসকরা কাজ করতে পারছেন না বলে অভিযোগ আসায় আয়ূষ কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে ক্লিনিকগুলিতে ইন্টারনেট ব্যবস্থা যুক্ত না করায় তাঁরা আয়ূষ পোর্টালের সুবিধা পাবেন না বলে জানিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এই পোর্টালের মাধ্যমে চিকিৎসকরা গ্রামীন এলাকার রোগীদের অনলাইনে পরামর্শ দিতে পারেন।

বাড়ি ফেরার পথে হুগলিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ট্র্যাফিক কনস্টেবলের

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জুলাই ঃ কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ঘটল দুর্ঘটনা। হুগলির পোলবায় মৃত্যু হল এক ট্র্যাফিক কনস্টেবলের। মৃতের নাম কৃষ্ণচঃদ্র মালিক (৫৫)। চন্দননগর পুলিশে কমিশনারেটের ট্র্যাফিক বিভাগে কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন কৃষ্ণ। রবিবার তাঁর ডিউটি ছিল উত্তরপাড়ায়। রাত ১০টা নাগাদ দিল্লি রোড ধরে উত্তরপাড়া থেকে দাদপুরে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। পুলিশ জানিয়েছে, পোলবা থানা এলাকার সুগন্ধায় গোটু ফুটবল মাঠের কাছে তাঁর বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ওই পুলিশ কর্মীকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

আপাতত বর্ষণ চলছে দক্ষিণবঙ্গে, বেশি হবে উপকূলের জেলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ ফের স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল মহানগরী, সোমবার সকালে বৃষ্টিতে ভিজেছে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলি। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। তবে আপাতত মহানগরী তিলোত্তমায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি হবে বিক্ষিপ্তভাবে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে আগামী ২৪ ঘন্টা। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব বর্ধমানে। উত্তরবঙ্গও আপাতত বৃষ্টিতে ভিজবে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙে বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

বাংলাদেশে আটকে থাকা পড়ুয়াদের মধ্যে হরিহরপাড়ার ১ পড়ুয়া ঘরে ফিরলেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ বাংলাদেশে আটকে থাকা পড়ুয়াদের মধ্যে হরিহরপাড়ার ১ পড়ুয়া ঘরে ফিরলেন। স্বভাবতই স্বস্তিতে পড়ুয়া ও তার পরিবারের লোকেরা। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ জানালো ওই পড়ুযার বাবা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনেক ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়েন। অনেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প।াশোনা করেন। কোটা নীতির বিরোধীতায় বেশ কিছু দিন ধরে উত্তপ্ত রয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা। নানা রকম সূত্রে নিহতের সংখ্যা নানা রকম শোনা যাচ্ছে। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আটকে প।ছিলেন দেশের অনেক পড়ুয়া। বাড়ি ফিরতে না পারায় উকণ্ঠায় ছিলেন পড়ুয়া ও তাঁদের পরিবারের লোকেরা। হরিহরপাড়া বাজার এলাকার বাসিন্দা নাসিম হাসান বিশ্বাস ঢাকার মিরপুরে ডেল্টা মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ডাক্তারি পড়ুয়া।ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষে আটকে পড়েন তার মতো বহু পড়ুয়া। রবিবার রাতে বাড়ি ফিরেছেন নাসিম হাসান বিশ্বাস। বাড়ি ফেরার পর পরিবারের লোকেদের সামনে দুর্বিষহ কয়েকটি দিনের অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন। নাসিম জানান গত ১৮ তারিখ দুপুরে তাদের কলেজে হামলা চালায় এক দল আন্দোলনকারী। হামলাকারীদের হাতে খুন হন ডেল্টা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালের এক কর্মী। ভাংচুর চালানো হয় হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেডিক্যাল কলেজে হামলার সময় হস্টেলেই ছিলেন পড়ুয়ারা। অবশেষে বাড়ি ফিরতে পেরে খুশি পড়ুয়াসহ পড়ুযার পরিবারের লোকজনেরা।

চাঁপদানী পৌর প্রধানের জন্মদিনে প্রাইমারি স্কুলের শিশুদের হাতে গাছ ও শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া হলো

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জুলাই ঃ চাঁপদানী পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজ কুমার গুপ্তার উদ্যোগে পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রার ৫৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে চাঁপদানী বিশফিরি প্রাইমারি স্কুলের শিশুদের গাছ ও শিক্ষা সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়। পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা বলেন হিন্দি, বাংলা, উর্দু তিনটি ভাষায় এখানে পাঠদান হয়। প্রারম্ভিক পর্যাযে পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রাকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয, এবং স্মারক সহকারে স্কুলের পক্ষ থেকে এবং শিক্ষা জগতের বিশিষ্টজনেরা বরণ করে নেন। এরপর প্রদীপ প্রজ্জলন বেলুন ফাঁটিয়ে জন্মদিনের শুভ সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানী পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় কুমার, কাউন্সিলর শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা মিশ্রা, ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজ কুমার গুপ্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাহুল রায়, চাঁপদানী পৌরসভার কাউন্সিলররা সহ বিশিষ্টজনেরা। এই উপলক্ষে চাঁপদানী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডেও পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রার জন্মদিন পালন করা হয়। বিভিন্ন স্থানে কেক কেটে ফুলের মালা পরিয়ে মিষ্টির প্যাকেট বিতরণ করা হয়। স্কুলের সকল বাচ্চাদের হাতে গাছের টব , শিক্ষা সামগ্রী, বই , খাতা, পেন, পেন্সিল তুলে দেওয়া হয়। পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা বলেন শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী ও গাছের চারা দিতে পেরে ভালো লাগছে। দেখা গেল গাছের চারা, মিষ্টির প্যাকেট, শিক্ষা সামগ্রী পেয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা খুব খুশি। এছাড়াও ৫৩ জন দু ঃস্থ মানুষকে বস্ত্র, মিষ্টির প্যাকেট এবং কেক দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সুরজ কুমার গুপ্তা। এছাড়া ঐ দিন পথ চলতি সাধারণ মানুষের মুখে তুলে দেওয়া হয় কেক ও মিষ্টি, সাথে গাছের চারা। সুরজ কুমার গুপ্তা বলেন করোনা কালে সুরেশ মিশ্রা নীরবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রতিদিন খাবারের প্যাকেটসহ পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরতের ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা কোন ভাবেই প্রচারের আলোয় নিয়ে আসেননি। আমরাও তার পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম তাই ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও মানুষের ভালোবাসায় তার শতায়ু কামনা করছি।

যাদবপুরে ভর্তি শুরু, মিলছে না হস্টেল-ওয়ার্ডেনের খোঁজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ সোমবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি শুরু হল। তার আগে হস্টেলগুলিতে একজন করে অধ্যাপককে ওয়ার্ডেন হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় ইসি-তে। কিন্তু কে নেবেন সেই দায়িত্ব? র‍্যাগিং ঠেকাতে হস্টেল-ওয়ার্ডেনের খোঁজে রীতিমতো বেগ পাচ্ছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, অনেকেই এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন। বিজ্ঞান ও কলা শাখায় প্রস্তাব দেওয়া হয়, অ্যান্টি র‍্যাগিং স্কোয়াড এবং কমিটির বাইরেও অপেক্ষাকৃত জুনিয়র যে শিক্ষকদের সঙ্গে পড়ুয়াদের সম্পর্ক ভালো, তাঁদের ফোন নম্বর নবাগত ছাত্রছাত্রীদের কাছে দেওয়ার। যাতে বিপদে আপদে এই অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু তাতেও অনেক শিক্ষক রাজি হননি। শিক্ষকদের এই অনীহা ভাবনায় রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। কর্তৃপক্ষের তরফে ওয়ার্ডেন হওয়ার প্রস্তাব গিয়েছিল, এমন শিক্ষকের কথায়, ' এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছি, সেটা বোঝা যাবে গত বছর র‍্যাগিংয়ের জেরে ছাত্রমৃত্যুর পর তৈরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়লেই।'

প্রতিবন্ধী শ্যালিকাকে ধর্ষণের দায়ে চুঁচুড়ায় গ্রেফতার জামাইবাবু

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জুলাই ঃ প্রতিবন্ধী শ্যালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল জামাইবাবুর বিরুদ্ধে। শ্যালকের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। হুগলির মগরা থানা এলাকার ঘটনা এটি। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত যুবক আদতে বিহারের বাসিন্দা। বছর চার ধরে হুগলির চকবাঁশবেড়িয়া এলাকায় থাকেন। ওই এলাকাতেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি। অভিযুক্ত দিনমজুরের কাজ করেন। অভিযোগ, রবিবার রাতে তিনি মত্ত অবস্থায় শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে প্রতিবন্ধী শ্যালিকার সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। সোমবার নির্যাতিতা পরিবারের লোকজনকে জানান যে, তাঁকে ধর্ষণ করেছেন জামাইবাবু। এর পর অভিযুক্তের শ্যালক মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। শ্যালক চান, জামাইবাবু কড়া শাস্তি দিক পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, মদ্যপান করে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে অভিযুক্ত শ্যালিকাকে ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তার তদন্ত চলছে।

ওভারহেড তার ছিঁড়ে টানা প্রায় ২ ঘন্টা ব্যাহত ট্রেন পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ ওভারহেড তার ছিঁড়ে টানা প্রায় ২ ঘন্টা ব্যাহত হলো ট্রেন পরিষেবা। দুপুরের পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় হাওড়া আমতা লাইনে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিন সকালে দেখা যায় রেললাইনে ছিঁড়ে ঝুলছে ওভারহেড তার। বিদ্যুৎবাহী পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে সেখানে। ওই সময় লেবেল ক্রসিং পেরোতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান এক বাইক আরোহী। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়া আমতা শাখার ডাঁসী ও কোনা স্টেশনের মাঝে ওই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ তার ছিঁড়ে ঝুলে ছিল রেললাইনে। অফিস টাইমে বেলা ১১টা নাগাদ তার ছিঁড়ে যাওয়ায় টানা প্রায় ২ ঘন্টা ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের। বন্ধ করে রাখা হয় লেবেল ক্রসিং। বন্ধ ছিল হাওড়া আমতা শাখার ট্রেন চলাচল। পরে মেরামতের পর ওই লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। এদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সৌরভ মালিক বলেন, ঘটনার সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই সময় গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলাম। রেল লাইনে ওঠার পরেই তার ছিঁড়ে পড়ে যায়। বোমা ফাটার মতো শব্দ হয়। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। এখানে রেলের গাফিলতি আছে। ওই সময় স্টেশন ধরে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা আসছিল। ওদেরও আমি সতর্ক করি। তারপর ওরা সরে যায়। তখনও সেখানে বিদ্যুৎ ছিল। এখানে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতেই পারত। সতর্ক করে দেওয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় তারা। রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে আসার পর বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেয়। দু'দিকের লোক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় ঘন্টাখানেক পর রেলের পক্ষ থেকে লোক আসে। এই প্রথমবার নয়, বারে বারে এমন ঘটনা ঘটছে। এদিকে, এই ঘটনা নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক ওমপ্রকাশ চরণ জানান, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ হাওড়া আমতা লাইনে ডাঁসী স্টেশনের কাছে ওভারহেড তার ছিঁড়ে বিপত্তি ঘটে। মেরামতের পর দুপুর ১-০৫ মিনিট নাগাদ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে, কোনও ট্রেন বাতিল হয়নি।

আনন্দপুর থেকে গ্রেফতার বাংলাদেশের দুই নাগরিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাই ঃ কলকাতার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের আনন্দপুর থেকে গ্রেফতার হল বাংলাদেশের দুই নাগরিক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেআইনি ভাবে বাংলাদেশ থেকে এ দেশে এসেছিলেন তাঁরা। সূত্রের খবর, রবিবার আনন্দপুরের ভৌমিক মার্বেলের কাছে চার জনকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। চার জনকে একটি গাড়ি-সহ আটক করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দু'জন বাংলাদেশি। বাকি দু'জন নদিয়ার বাসিন্দা। পুলিশ মনে করছে, অপরাধের ছক কষছিলেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম মিজান শেখ, রুবেল শেখ, সবুজ কুণ্ডু, রাহুল শেখ। ৩৮ বছরের মিজান এবং ২৭ বছরের রুবেল বাংলাদেশের রাজবাড়ির বাসিন্দা। সবুজ এবং ২৭ বছরের রাহুল নদিয়ার নাকাশিপাড়ার বাসিন্দা। ধৃত চার জন নিজের পরিচয় দিলেও বাংলাদেশের দুই নাগরিক কোনও বৈধ পরিচয়পত্র দিতে পারেননি। তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, বেআইনি ভাবে বাংলাদেশ থেকে এ দেশে প্রবেশ করেছেন। আনন্দপুর থানার পুলিশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মামলা দায়ের করেছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত সুকান্তপাড়ায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন চার জন। দীপক মাঝি নামে এক ব্যক্তির থেকে ওই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন অরিজিৎ দাস। তিনিই অভিযুক্ত চার জনকে ওই ভাড়াবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

দুটি ব্যাগ ভর্তি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় ২ ব্যক্তি গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ জুলাই ঃ দুটি ব্যাগ ভর্তি গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় ২ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল জগাছা থানার পুলিশ। রবিবার রাতে হাওড়া সিটি পুলিশের জগাছা থানা কোনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে নাকা চেকিং এর সময় একটি স্কোডা গাড়ি চেকিং করার সময় তা থেকে ২টি নাইলনের ব্যাগ ভর্তি গাঁজা উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক পরিমাণ প্রায় ৪০ কেজির মতো। পুলিশি অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আইনে মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে জগাছা থানার পুলিশ। গাড়ির চালক সহ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অবৈধ এই গাঁজা পাচারের ব্যবসায় তাদের সঙ্গে আরও কারা জড়িয়ে আছে তাও খতিয়ে দেখছে হাওড়া সিটি পুলিশের জগাছা থানা।

ব্যারাকপুরে বৃক্ষরোপণ উৎসব উদ্বোধনে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর , ২২ জুলাই ঃ সোমবার বিকেলে মুড়াগাছা ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে বৃক্ষরোপণ উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।মন্ত্রী বলেন প্রকৃতির দূষণ বাড়ছে। উষ্ণায়ন হচ্ছে। ভবিষ্যত সুরক্ষিত নয়। পৃথিবী জুড়ে প্রভাব পড়ছে।প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ জরুরী।ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন আমরা কোন না কোন পরিবারের অভিভাবক। আমাদের সন্তানদের যে ভাবে আমরা ভালো রাখি লালন পালন করি ঠিক সেই রকম ভাবে ছোট চারাগাছ কে বড় করতে পারি আমাদের সন্তানেরা ভবিষ্যতে ভালো এবং সুরক্ষিত থাকবে। আজ আমরা উপস্থিত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সদস্যরা সহ প্রধান উপপ্রধান রা শপথ নেব সমগ্র ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির ছয় টি পঞ্চায়েত এলাকায় দু হাজার চারাগাছ রোপনের লক্ষ মাত্রা নেব। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ বিডিও, জয়েন্ট বিডিও, বন্দিপুর, পাতুলিয়া, বিলকান্দা ১, বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও জেলা পরিষদের সদস্যা প্রমুখ। মন্ত্রী এদিন বিডিও অফিসে এলাকায় কিছু ফল ও ফুলের গাছ রোপন করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুভ সূচনা করেন ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৭ শ্রাবণ, ১৪৩১

আন্তর্জাতিক দাবা দিবস

১৯২০-এর দশকের শেষের দিকে এবং ৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে, মীর সুলতান খান দাবা জগতে ঝড় তুলেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে, সুলতান ১৯২৯, ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালে মর্যাদাপূর্ণ ব্রিটিশ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ' ' সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড়' এবং ' প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার' বলা হলেও সুলতান খানের অসাধারণ গল্পটি অনেকাংশে কালের গহ্বরে তলিয়ে গেছে। ১৯০৩ সালে অবিভক্ত ভারতের খুশাব জেলার মিঠা তিওয়ানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সুলতান। তিনি জমিদারদের পরিবার থেকে এসেছিলেন এবং পারিবারিক পরম্পরায় দাবা খেলা ছিল অত্যন্ত প্রচলিত। ফলতঃ সুলতানও ছোটবেলায় ভাইদের সাথে নিয়মিত দাবা খেলতেন। কিশোর বয়সেই, সুলতান নিকটবর্তী সারগোধা শহরে জমিদার এবং অন্যান্য দাবা উৎসাহীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা শুরু করেন।

সম্পাদকীয়

১৯২১ সালের মধ্যে, তিনি অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে সেরা বলে বিবেচিত হন। তাঁর দুর্দান্ত প্রতিভা ধনী জমিদার স্যার উমর টিওয়ানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্যার উমর এই যুবকের দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি প্রতিভাবান সুলতানের কাছে একটি প্রস্তাব করেছিলেন। একটি উপবৃত্তি, বোর্ড এবং বাসস্থানের বিনিময়ে, সুলতানকে অনুরোধ করা হয়েছিল কালরা গ্রামে স্যার উমরের এস্টেটে একটি দাবা দল গঠন করার জন্য। স্যার উমরের এস্টেটে প্রশিক্ষণ নিয়ে, সুলতান ১৯২৮ সালের সর্বভারতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়েছিলেন যেটি তিনি নয়টি খেলায় মাত্র অর্ধেক পয়েন্ট নেমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সাথে জিতেছিলেন। পরের বছর, স্যার উমর সুলতানকে লন্ডনে নিয়ে যান, যেখানে পরবর্তীকালে তাকে ইম্পেরিয়াল চেস ক্লাবের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানেই তিনি পাশ্চাত্যের দাবা খেলা শিখেছিলেন, যে খেলার ভারতীয় ফর্ম থেকে যথেষ্ট ভিন্ন নিয়ম ছিল। সুলতান ১৯২৯, ১৯৩২ এবং ১৯৩৪ সালে তিনবার ব্রিটিশ দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো, তিনি ইংরেজি পড়তে, লিখতে, বলতে বা বুঝতে পারতেন না। এর অর্থ হল যে, তিনি দাবার প্রচলিত নীতিগুলিতে পারদর্শী ছিলেন না, যদিও তাঁর সমস্ত বিরোধীরা সেগুলি জানত।এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, তিনি বিশ্বের সেরা দাবা খেলতে সক্ষম হন। তাঁকে প্রায়শই 'আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়াড়' হিসাবে উল্লেখ করা হয়, কারণ তিনি তাঁর পদক্ষেপগুলি তৈরি করতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করেছিলেন।

সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন সৌমিত্র

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমহার্স্ট স্ট্রীট সিটি কলেজে, সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রথম সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় অপুর সংসার ছবিতে অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে তিনি মৃণাল সেন, তপন সিংহ, অজয় করের মত পরিচালকদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। সিনেমা ছাড়াও তিনি বহু নাটক, যাত্রা, এবং টিভি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। অভিনয় ছাড়া তিনি নাটক ও কবিতা লিখেছেন, নাটক পরিচালনা করেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আদি বাড়ি ছিল অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কাছে কয়া গ্রামে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতামহের আমল থেকে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে থাকতে শুরু করেন। সৌমিত্রর পিসিমা তারা দেবীর সঙ্গে 'স্যার' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। সৌমিত্রর পিতৃদেব কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন এবং প্রতি সপ্তাহান্তে বাড়ি আসতেন। সৌমিত্র পঞ্চম

সম্পাদকীয়

শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন কৃষ্ণনগরের সেন্ট জন্স বিদ্যালয়ে। তারপর পিতৃদেবের চাকরি বদলের কারণে সৌমিত্রর বিদ্যালয়ও বদল হতে থাকে এবং উনি বিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করেন হাওড়া জিলা স্কুল থেকে। তারপর কলকাতার সিটি কলেজ থেকে প্রথমে আইএসসি এবং পরে বিএ অনার্স (বাংলা) পাস করার পর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ অফ আর্টস-এ দু-বছর পড়াশোনা করেন। কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে পড়ার সময় নাট্যব্যক্তিত্ব শিশির কুমার ভাদুড়ীর সাথে যোগাযোগ ঘটে তার। তখন থেকে অভিনয়কে জীবনের প্রধান লক্ষ্য করে নেবার কথা দেখেছিলেন। ভাদুড়ির অভিনয় সৌমিত্রকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কর্মজীবন শুরু হয় আকাশবাণীর ঘোষক হিসেবে। পাশাপাশি থিয়েটারে অভিনয় এবং ছবিতে অডিশন দিচ্ছিলেন। ১৯৫৭ সালে পরিচালক কার্তিক বসুর নীলাচলে মহাপ্রভু ছবিতে অডিশন দিলেও জায়গা পান নি, তার বদলে সুযোগ পেয়েছিলেন অসীমকুমার। সৌমিত্র সুদীর্ঘ ষাট বছরের চলচ্চিত্রজীবনে তিনশোরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা সত্যজি রায়ের পরিচালনায় প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন প্রমুখ অভিনেত্রীর প্রথম কাজও তার বিপরীতে ছিল। ১৯৬০ সালে তপন সিংহের পরিচালনায় ক্ষুধিত পাষাণ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। পরের বছর আবার কাজ সত্যজিতের সঙ্গে। তিন কন্যা-র ' অপর্ণা সেনের বিপরীতে তিনি অমূল্য চরিত্রে অভিনয় করেন। তপন সিংহের ঝিন্দের বন্দি চলচ্চিত্রে খলনাযকের চরিত্রে উত্তম কুমারের সাথে অভিনয় করেন তিনি।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

'যদ্যপি নির্দোষ তুমি কারে তব ভয়?' তোমার চরিত্রে বা মনে দোষ শিক। না গা।লেই হ'ল। তোমার চলনটা যেন এমন হয়, যাতে তোমার সম্বন্ধে দুর্নাম রটলেও লোকে বিশ্বাস না করে। অবশ্য, কোন ষ।যন্ত্র হ'লে তার নিরাকরণ যাতে হয়, তা' কিন্তু কুশল-কৌশলী হ'য়ে করাই লাগে। আমি যদি আরও কঠোর হ'তে পারতাম তাহলে তোদের পক্ষে ভাল হ'ত। কাঠিয়াবাবার গুরু তাকে কত শাসন করতেন। তিনি তার মাজায় মোটা লতা বেঁধে দিয়েছিলেন যাতে রাত্রে ঘুমোতে না পারে এবং নাম করতে বাধ্য হয়। উঠতে গালি, বসতে গালি, কখনও বা প্রহার। একদিন তাকে পাহা। থেকে ঠেলে নীচে ফেলে দিলেন। সে তখন কষ্টের চোটে একটা ছোরা নিজের হাতে নিয়ে গিয়ে গুরুকে দিয়ে বলল-'আমাকে বরং মেরে ফেলেন। আমাকে নিয়ে আপনার এত কষ্ট হয়, এইটাই আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ।' গুরু তখন তাকে বললেন 'দো শের এক বনমে নাহি রহতা'। এবং তাকে নির্জনে অন্যত্র সাধন-ভজন করতে বললেন। সে তখন তাই করে।

শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমৃত বাণী

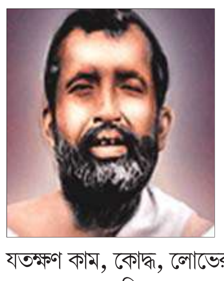

যতক্ষন তোমার সঙ্গে বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা আর এই ভাবনাই হল তোমার দু ঃখ কষ্ট মোহ মায়ার কারণ..আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা, সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়েতো এক জনের কাছেই তো যাবে তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন তাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসো, জীবনে শান্তি পেতে মনের মযলা গুলো ধুযে.ফেলতে হবে যে বাবা, মনে যতক্ষণ কাম, কোদ্ধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাস। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তি ও আছে, এই সংসারে নয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনা কে মুক্ত করবে নয় তুমি সংসারের বন্ধনে বন্দী হবে। তোমার মন কে ভেদা ভেদ শূন্য করতে শেখ তবেই তুমিও যে কোন কাজের মধ্যেই ভক্তি রস খুজে পাবে।ইশ্বর সর্বত্র বিরাজমান তবে তার বর্হিপ্রকাশ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক, তাই মানুষকে ইশ্বর হিসাবে সেবা কর এবং মনের ভেদ কে দূরে সরাও।

কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেম সৌন্দর্যে অপরূপ স্রষ্টা হলেও তিনি প্রবলভাবে বিজ্ঞানমনস্ক

কৌশিক দাস

কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রেম সৌন্দর্যে অপরূপ স্রষ্টা হলেও তিনি প্রবলভাবে বিজ্ঞানমনস্ক। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বুঝেছিলেন অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা জাগাতে বিজ্ঞানের চেতনার বিকল্প নেই। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন সমাজের অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞানবোধের অভাবটি বুঝতে পারেন না, কিন্তু এ নিদারুণ এক দৈন্য। এই দৈন্য কাজের ক্ষেত্রে আমাদের পিছিয়ে রেখেছে। এ দৈন্য মানুষকে নিরীহ করে রেখেছে যা তাকে নানা নির্যাতন ভোগে বাধ্য করে রাখে। রবীন্দ্রনাথের গোটা জীবনকর্মই মানুষের কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায়ে ধাবিত। তবে এই কবি মনীষী কীভাবে এবং কোন ভাবনায় নিজের চেতনায় বিজ্ঞানের ভিত গড়েছিলেন? সেটা বুঝে নিতে আমাদের তাকাতে হবে তার শৈশব জীবনচর্চার দিকে। জীবন সাধক রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ' বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিলো না'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) জীবনকাল উনিশ বিশ শতকে সমভাবে বিস্তৃত ছিল। উনিশের শেষ ভাগে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে রবীন্দ্রনাথ বেঁচে ছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটে যায়। স্টিম ইঞ্জিন ব্যাপকভাবে চালু হলে পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচতে শুরু করে, সভ্যতার বিকাশ দ্রুততর হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঠিক আগেই ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ জীববিদ্যার ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়ে বসে। প্রায় একই সময়ে রসায়ন বিদ্যায় নানা আবিষ্কার, বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার, জীবাণুতত্ত্বসহ নানা উদ্ভাবন মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক রূপান্তর ঘটাতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করার পর শৈশবেই সব নব উদ্ভাবনের কথা জানতে পারলেন। আমরা তো জানিই যে শিশু রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের মনোযোগী ছাত্র না হয়ে উঠতে পারলেও ঠাকুরবাড়ির পাঠশালায় গৃহশিক্ষকদের রুটিন পাঠের হাত থেকে নিস্তার ছিলো না তার। গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যায় পাঠ নিতে হতো ঠাকুরবাড়ির কিশোর বালকদের। আর সাহিত্যে পাঠ নিতে হতো মেঘনাদবধকাব্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ তার 'জীবনস্মৃতি' আমাদের জানিয়েছেন, কঙ্কাল খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানবদেহের খুঁটিনাটি শেখাতেন এক পণ্ডিত। আর মানবদেহের বৈজ্ঞানিক পাঠ নিতে মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগে লাশকাটার আদ্যোপান্তও দেখতে যেতে হতো ঠাকুরবাড়ির কিশোর বালকদের। অল্প বয়সে বিজ্ঞানের এসব চর্চায় রবীন্দ্রনাথের কিশোর মন বিরূপ হয়ে ওঠেনি বরং সে সবে বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহের যোগ হয়েছিল তা আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের কথা থেকেই। কবি জানাচ্ছেন, সপ্তাহে একদিন রবিবার 'সীতানাথ দত্ত (ঘোষ) মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। যে রবিবার সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।' (জীবনস্মৃতি, পৃ-৪১)

আমরা আরো জানতে পারি, পিতার সঙ্গে যখন ডালহৌসি পাহাড়ে বেড়াতে যেতেন সেটা নিছক পাহাড় দর্শন পর্ব থাকতো না পাহাড়ে বেড়ানোর প্রতিটি সন্ধ্যা অবলীলায় জ্যোতির্বিদ্যার প্র্যাক্টিকাল সেশন হয়ে উঠত। জ্যোতির্বিদ মহর্ষি দেবেন ঠাকুর পুত্রকে পাহাড়ের চূড়া থেকে সন্ধ্যাবেলায় দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে নক্ষত্রমণ্ডলীর গ্রহ-নক্ষত্রদের চিনিয়ে দিতেন। জ্যোতির্বিদ্যার পাশাপাশি পিতার কাছ থেকে বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারগুলোর বিষয়েও পাঠ নিতেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। পিতার কাছ থেকে পাওয়া ধারণা নিয়েই তিনি লিখেছিলেন প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' (১৮৭৩) বারো বছর বয়সে। এই লেখাই পরিবারে বিজ্ঞানের লেখক হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেঃদ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানঃদিনী দেবী ঠাকুরবা।ি থেকে শিশু কিশোরদের জন্য 'বালক' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ সে পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে শিশু কিশোর উপযোগী লেখা দেবার জন্য নিয়মিত লেখক হিসাবে মনোনিত হন। 'বালক' পত্রিকায় বালক কবি প্রায় প্রতি সংখ্যায় লিখেছেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ' নামে পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ সাধনায় প্রাণিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে বেশ অনেকগুলো লেখা দিয়েছিলেন। নতুন ইংরেজি শিক্ষিতজনেরা তখন বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় কিছু কিছু লিখতে শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাদের সে সব রচনা পড়েও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিছুকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জোর্তিবিজ্ঞানের আগ্রহ প্রাণবিজ্ঞানে সঞ্চারিত হয়েছিল। বিশ শতকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক এক প্রবন্ধ লিখে বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্রকে চমকে দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহবশেই তিনি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সাহচার্য পেয়েছিলেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের গবেষণার বিষয় নিয়ে ' রবীন্দ্রনাথ ' কি সজীব?' এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যেটি ১৯০১ ছাপা হয়েছিল। সেটি পড়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু বিস্মিত হয়েছিলেন আর তিনি তার সেই বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে ,'তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে।' রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হতে চাননি বটে কিন্তু আজীবন বিজ্ঞানচর্চাকে গুরুত্ব দিয়েছেন বিজ্ঞানের লোকহিত প্রায়োগিক দিকটি মাথায় রেখেই। তিনি যর্থাথই মনে করতেন বিজ্ঞানের হাত ধরেই পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতি তিনি নিবি। পর্যবেক্ষণে রাখতেন। তিনি যখন ১৯২৬ সালে ইউরোপের পথে বেরুলেন, গেলেন জার্মানিতে আইনস্টাইনের সাথে দেখা করতে। আইনস্টাইন তখন তার আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব প্রকাশ করে বিজ্ঞানের জগতে আলো।ন তুলেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ আইনস্টাইনের কাছে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কথা জানতে পারলেন। ফিরে এসে তিনি অনুজ সত্যেন বোসকে খুঁজে বের করলেন এবং তার সাথে বিজ্ঞানচর্চায় যুক্ত হলেন। ৪ বছর পর ১৯৩০ এ আবার তিনি জার্মানিতে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময়ই বেতারযন্ত্র, আকাশ বিজয়, তেজস্ক্রিয়তা, পরমাণুর গ।ন, ইলেকট্রন-প্রোটন, দু'ধরণের তড়িকণা, কোয়ান্টামবাদ, জ্যোতিষ্কলোকের রহস্য, জীবাণুতত্ত্ব, বংশগতিবিদ্যা-এসব বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন রবীন্দ্রনাথের মনেও প্রবলভাবে দোলা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার গোটা জীবনের বিজ্ঞান ভাবনাকে পরিণত বয়সে এসে গ্রন্থিত করার কথা ভাবেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো তিনি ১৯৩৭-এ ' নামে যে প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশ করেন সেটি মূলত বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। তাহলে কি ভারতের বাইরের বিশ্বকে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের জগৎ বলেই জ্ঞান করেছিলেন? আজকের অধুনা বিশ্ব মানেই বিজ্ঞান সৃষ্ট সভ্যতা সে নিরিখেই সম্ভবত কিশোর রবির চিত্তে অমন প্রণোদনা। ' গ্রন্থের প্রবন্ধের সূচিটি দেখলেই হতবাক হতে হয়। পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগ, গ্রহলোক, ভূলোক-সহজ বাংলায় বিজ্ঞানের অমন কঠিন বিষয়গুলোর পরিচিতি দিয়েছেন 'বিশ্বপরিচয়' নামের গ্রন্থে। রবীন্দ্র অনুধ্যানে আরো বিস্ময় জাগে যে, জীবনের শেষ পর্বে কবি নাকি বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ আর নবপ্রাকৃত তত্ত্বে অভিভূত ছিলেন। কবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নেওয়া শিক্ষিতজনের অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্ম হিসেবেই মনে করতেন। প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাদপদ ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠী জোট বেঁধে আজ দেশের জন্য বড় অপশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে নানা উপলক্ষে, যে কোনো আয়োজনে এক বিজ্ঞানপ্রেমী রবীন্দ্রনাথকে উন্মোচন আজ জরুরি হয়ে পড়েছে।

২০২৫-এর পদ্ম সম্মান মনোনয়নের জন্য ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুপারিশ করা যাবে

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই ঃ ২০২৫-এর সাধারণতন্ত্র দিবসে যাঁরা পদ্ম সম্মানে ভূষিত হবেন, তাঁদের বাছাই করার প্রক্রিয়া পয়লা মে থেকে শুরু হয়েছে। পদ্ম সম্মানের জন্য মনোনয়ন সুপারিশ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পোর্টাল https:awards.gov.in-এ মনোনয়ন সুপারিশ জমা দেওয়া যাবে। ১৯৫৪ সালে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতি বছর সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পদ্ম সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। সাহিত্য, কলা, শিক্ষা, ক্রীড়া জগৎ, চিকিৎসা, সমাজসেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জনপরিষেবা, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁরা নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেন, তাঁদের এই সম্মান প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, পেশা ও লিঙ্গ বিবেচনা করা হয় না। তবে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নাম সুপারিশ করা যায় না। যদিও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত চিকিসক এবং বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনও বিধিনিষেধ নেই। সরকার পদ্ম সম্মানকে 'জনসাধারণ পদ্ম'তে রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই, দেশের সকল নাগরিককে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা কোনও ব্যক্তির নাম পদ্ম সম্মানের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। এমনকি, চাইলে নিজের নামও সুপারিশ করা যাবে। মহিলা, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর নাগরিক, তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীর নাগরিক, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁরা কোনও বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁদের নাম সুপারিশ করা যেতে পারে। এছাড়াও, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে সমাজ সেবা করেন, তাঁদেরও এই সম্মানের জন্য সুপারিশ করা যায়। এর জন্য উপরিল্লিখিত পোর্টালটিতে ৮০০ শব্দের মধ্যে একটি আবেদন লিখে পাঠাতে হবে। এই চিঠিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ওয়েবসাইট https:mha.gov.in অথবা পদ্ম সম্মানের জন্য বিশেষ পোর্টাল https:padmaa wards.gov.in-এ মনোনয়নসুপারিশ জমা দেওয়া যাবে। কিভাবে সুপারিশ জমা দেওয়া যাবে তা জানতে https: pad-maawards. gov.inAbout Awards.aspx -এই ওয়েবসাইট-টিতে ক্লিক করুন।

থিয়েটার পাড়ার উন্মাদনা আটের দশকেই কমে এসেছিল

সমর মুখার্জির হাত ধরেই সারকারিনাতে 'সম্রাট ও সুন্দরী'র ' কুইন' মিস শেফালি হয়ে উঠেছিলেন ' মিস শেফালি। ১৯৭৮-এর ১৭ ডিসেম্বর প্রথম শো থেকে শুরু করে ৩০ জুন ১৯৮২- একটানা সাড়ে তিন বছর ধরে এক হাজার রজনী চলার পর 'সম্রাট ও সুন্দরী' তুলে নেওয়া হল। নতুন নাট্যপ্রযোজনার বিজ্ঞাপন বেরোলো-' আর এবারও অভিনয়ে প্রধান আকর্ষণ সেই মিস শেফালি। তখনও বিশ্বরূপা থেকে প্রায় ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে, ৭৬১ বিধান সরণির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল রঙমহল থিয়েটার, যেখানে একদা এশিয়ার প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চটি তৈরি করেছিলেন বাঙালি মঞ্চবিজ্ঞানী সতু সেন। সারকারিনা ছেড়ে সমর মুখার্জি এবার রঙমহলে এলেন, সঙ্গে করে নিয়ে এলেন শেফালিকে। এবার সেই রঙমহলেই শুরু হল শেফালির অভিনয়ের নতুন পর্ব। ১০ জুন ১৯৮৪- তে 'অশ্লীল' দিয়ে শুরু করে মিস শেফালি একের পর এক করলেন 'অভিশপ্তা', 'রক্ত নদীর ধারা' এবং 'রাত ভোর বৃষ্টি'। ক্রমে প্রতাপ, মিনার্ভা, সারকারিনা, ক্লেম ব্রাউন, রামমোহন-- উত্তর কলকাতার প্রায় প্রতিটা মঞ্চ দ্রুত নর্তকী-সম্বলিত যৌন-বিনোদনমূলক নাট্যব্যবসায় ঢুকে যাবে। এই যৌন-বিনোদনমূলক তথাকথিত 'অশ্লীল'তা ও অপসংস্কৃতির নাট্যজগতে খুব উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছিল সায়ক নাট্যদল নির্মিত মঞ্চ বিজন থিয়েটার এবং গণেশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রঙ্গনা। রঙ্গনা গড়ে উঠেছিল ১৯৭৪-এ, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট-এর উপরেই-- এপিসি রোড থেকে রাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে ঢুকেই বাঁ-দিকে ১৫৩২এ প্লটে। এই মঞ্চেই অজিতেশের নান্দীকার ব্যাবসায়িক ভিত্তিতে নাট্যপ্রযোজনা করে সত্তরের বছরগুলিতে দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছিল। গোটা উত্তর কলকাতার প্রায় সমস্ত হল যখন মিস-দের নৃত্য সম্বলিত নাট্যপ্রযোজনা করে টিকে থাকার অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতায় মেতেছিল, তখন গণেশ মুখার্জি তাঁর রঙ্গনায় একের পর এক সুস্থ নাট্যচর্চা উপহার দিয়ে গেছেন। এই মঞ্চেই দেবনারায়ণ গুপ্ত ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় আটের দশকে অভিনয় হয়েছিল 'জয় মা কালী বোর্ডিং', 'অঘটন', 'সুন্দরী লো সু ন্দরী', 'দম্পতি' প্রভৃতি বিখ্যাত সব মঞ্চসফল নাটক। বিশ্বরূপা থেকে এপিসি রোডের দিকে কয়েক পা এগোলেই রঙ্গনার ঠিক উল্টোদিকে, ৫৫ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট-এর উপর অবস্থিত বিজন থিযেটার। বিশ্বরূপা সারকারিনার রমরমার দিনেই ১৯৭৯ এ সায়ক নাট্যদলের চেষ্টায় গড়ে ওঠে বিজন থিয়েটার। এখানেই একদা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রযোজিত হয়েছিল শেখর চট্টোপাধ্যায়ের থিয়েটার ইউনিট-এর 'জজ সাহেব' ও 'শ্রীমতী ভয়ংকরী'। এরপর আটের দশকে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়-এর 'মাস থিযেটার'-এর 'বিলকিস বেগম' ছিল বিজন থিয়েটারের সবথেকে জনপ্রিয় প্রযোজনা। তবে এই মঞ্চে কিন্তু ব্যবসায়িক থিয়েটারের পাশাপাশি গ্রুপ থিয়েটারের অভিনয়ই হয়েছে বেশি। উওর কলকাতার থিয়েটার পাড়ার সেই উন্মাদনা আটের দশকেই কমে এসেছিল। গত শতাব্দীর শেষ বছরগুলিতে একের পর এক মঞ্চের ঝাঁপ বন্ধ হতে থাকে। কোনো এক রহস্যময় ও অজ্ঞাত কারণে ১৯৯১ এ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘটক বিদায়' চলাকালীন মধ্যরাত্রিতে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয় স্টার। ২০০১-এ একইরকম রহস্যময় কারণে মধ্যরাতে আগুন লাগে প্রথমে রঙমহল এবং তার কয়েকমাস পর বিশ্বরূপায়। সেইসব মধ্যরাত্রিতে কারা যেন চারদিকের রাস্তা অবরোধ করে রাখতেন, যাতে ফায়ার ব্রিগেড না ঢুকতে পরে। অন্তত ঢোকার আগে যেন নিশ্চিতে সবটুকু পুড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

খুনের রহস্য ভেদ করেন সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী-রূপী উত্তমকুমার

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ উত্তমের জীবনের কিছুটা নিয়েই তিনি তৈরি করেছিলেন তাঁর ছবি। সত্যজিতের ভাবনা শুনে এক কথায় রাজি হয়েছিলেন উত্তমকুমার। কেবলমাত্র পরিচালককে ভরসা করে নায়কসুলভ সমস্ত আচরণ সরিয়ে স্বাভাবিক অভিনয় করেছিলেন। সেই সময় সদ্য বসন্ত থেকে ভুগে উঠেছেন। মুখে বেশ দাগ। তার পরেও সত্যজিতের কথা মেনে এক ফোঁটাও মেক আপ করেননি তিনি। বাকিটা ইতিহাস। পরিচালক নিজে স্বীকার করেছেন, ' তাড়াতাড়ি চরিত্রে ঢুকে যেতে পারতেন। চরিত্র হয়ে উঠতেন। তার আগে খুঁটিনাটি আলোচনাও সেরে নিতেন। ছবিতে এমন অনেক দৃশ্য আছে যেটা উত্তমে মাথা খাটিয়ে বের করেছিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখতাম ওঁর সহজাত অভিনয় প্রতিভা।''মহানায়কের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সত্যজিত রায় উপলব্ধি করেছিলেন, দুই শিল্পীর আন্তরিক প্রচেষ্টা এক তারকা-অভিনেতার জন্ম দিয়েছিল। নায়ক'-এ উত্তমকুমার শ্রেষ্ঠ কেন? ছবির টাইটেলস্ অর্থাৎ পরিচয়লিপি থেকেই ধরা যাক। ক্যামেরায় ধরা উত্তমকুমারের চুলে ইউ কে ছাঁট। তারপর দেখা যাচ্ছে নায়ক অরিন্দমে অর্থাৎ উত্তমকুমার জামার মাপ দিচ্ছেন দর্জির কাছে। কখনও জুতোর ফিতে বাঁধছেন। প্রযোজককে বসিয়ে রেখে নায়কোচিত অহংকার প্রকাশ করে নিজের ছবি ফ্লপ করার জন্য দর্শকদের গালিগালাজ করা ইত্যাদি নানা দৃশ্যে সুপারস্টার- সুলভ আচার-আচরণ, ভাব- ভঙ্গি, হাঁটাচলা, কথা বলার মধ্যে ফুটে উঠেছে পুরোপুরি গ্ল্যামার হিরোর সম্পূর্ণ ইউরোপীয় আভিজাত্যের মুখোমুখি হতে দেখা গেল। স্যুট-টাই পরে একেবারে ইউরোপিয়ান অ্যাক্টরের মতো লেগেছে তাঁকে। মনে হয়েছে বাংলা নয়, বিদেশি ছবি দেখছি। এছাড়া অরিন্দমের স্বপ্নদৃশ্য,

স্টাইল। ওঁর সাইলেন্ট রিঅ্যাকশনও ছিল দেখার মতো। পুরস্কার নিতে কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার পথে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে অরিন্দমের মানসিক দ্বন্দ্বের সময় মদ্যপ হয়ে নিজের কামরায় ঢোকার পর এক একটি মুহূর্তে উত্তমকুমারের অভিনয় কত সংযত, কত পরিমিত। একটুও বাড়াবাড়ি করেননি তিনি। এত ম্যাচিওরড, সেনসিটিভ পারফরমেন্স একমাত্র বিশ্বমাপের অভিনেতার সঙ্গে তুলনীয় এই প্রথম উত্তমকুমারকে শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে উত্তমকুমারের ইন্টারভিউ পর্ব ইত্যাদি দৃশ্যগুলো তো আছেই। গোটা ছবিতেই উত্তমকুমারের নায়কোচিত অভিনয় ভোলার নয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে দু'ধরনের শিল্পীরা আছেন। একদল ইমোশনাল অর্থাৎ আবেগপ্রবণ, আর একদল ইন্টেলেকচুয়াল অর্থাৎ চিদবৃত্তির। মস্তিষ্ক- সমৃদ্ধ অভিনয়ের ফলে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাবে কৃত্রিম লাগে। কিন্তু আবেগপ্রবণ শিল্পীরা হৃদয় দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে অভিনয় করেন বলেই প্রাণবন্ত হয়। উত্তমকুমার ছিলেন হৃদবৃত্তির অভিনেতা। সত্যজি রায়ের 'চিড়িয়াখানা'(১৯৬৭) ছবিতেও অভিনয় করেন উত্তমকুমার। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা ব্যোমকেশের ভূমিকায় দুধর্ষ অভিনয় করেন উত্তমকুমার। এই ছবিতে অভিনয় করে তিনি ভারত সরকারের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার 'ভরত' পান। সেইসঙ্গে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবির যৌথভাবে অভিনয়ের জন্য।

'চিড়িয়াখানা'-য় অভিনয় প্রয়োগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের পরিচয় রেখেছেন উত্তমকুমার।সত্যজি- ঘরানায় তিনি নিজেকে প্রবেশ করেছেন নিপুণভাবে। একটিমাত্র ছবি 'নায়ক'-এ অভিনয় করার পর এই দ্বিতীয় ছবিতে সত্যজি-স্কুলিং গ্রহণ করার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। কী পরিমিত অভিনয়। বিশেষ করে সত্যান্বেষণের সময় ছদ্মবেশী জাপানি ফটোগ্রাফারের ভূমিকায় উত্তমকুমারের অভিনয় পুরোপুরি বিদেশি চরিত্রের মতোই লেগেছে। এমনই নিখুঁত ছিল তাঁর ভাবভঙ্গি, চলাফেরা, আর কথা বলার ভঙ্গি। অসাধারণ! গোয়েন্দাসুলভ চেহারা না হয়েও তাঁকে মানিয়েছে সুন্দর। গোয়েন্দা কাহিনীর আইডিয়াটি দারুন। অবসরপ্রাপ্ত সেশন জজ নিশানাথ সেন অবসর নেওয়ার পর কিছু দাগি অপরাধীকে নিয়ে 'গোলাপ কলোনি' গড়েছিলেন। শেষে ওখানেই খুন হলেন তিনি। এই খুনের রহস্য ভেদ করেন সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী-রূপী উত্তমকুমার।

ক্যান্সার চিকিৎসা সুলভে বোলপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২২ জুলাই ঃ এমনকি বাইরের জবাব দেওয়া ষাট শতাংশ রোগীর ভরসার আশ্রয়স্থল শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ড. কৌস্তভ মণ্ডল জানান, স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে এখানে ক্যান্সার চিকিৎসা হয়ে থাকে। সাকসেস রেট খুবই ভালো। এমনকি বাইরের জবাব দেওয়া ষাট শতাংশ রোগীর ভরসার আশ্রয় স্থল শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এমনকি ফোর্থ স্টেজের রোগীও কেমো থেরাপি নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কাটাচ্ছেন। এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে ওপিডি চার্জ পাঁচশত টাকা। তার সঙ্গে ফ্রি লাঞ্চ দেওয়া হয়। দীর্ঘ মেয়াদি এই চিকিৎসা স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এক জায়গাই এম আর ই, বায়োপ্সি থেকে সমস্ত আধুনিক চিকিৎসা হয়ে থাকে। বীরভূমের বোলপুরের মতো জায়গাই এই মারণ রোগে সুচিকিৎসা হওয়াই এলাকাবাসীরা খুবই খুশি। বীরভূম জেলায় দুটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল বর্তমান সরকারের আমলে একের পর এক জটিল দূরারোগ্য ব্যাধিও সফলতার সঙ্গে নিরাময় করতে সক্ষম। রিষড়ার বাসিন্দা রত্না অধিকারীর ব্রেস্ট ক্যান্সার। তিনি ব্যাঙ্গালোর সহ অনেক জায়গা ঘুরে কোন সুফল পাননি। শুধু অর্থনাশ আর হয়রানি হয়েছে। কাজের কাজ কিছু হয় নি। এখানে সুচিকিৎসায় সুস্থ। একইভাবে নানুর থানার অন্তর্গত পুরন্দরপুরের নেহেরা বিবি ভুগছিলেন এক কঠিন ব্যাধিতে। বর্ধমানে দীর্ঘদিন চিকিৎসা করিয়েছেন। নিজেকে সুস্থ রাখতে পাড়ি দিয়েছেন ভিন রাজ্য ব্যাঙ্গালোরে। কোনো লাভ হয় নি। জবাব দিয়েছিলেন ডাক্তার। শেষ পর্যন্ত আশা না ছেড়ে আসেন শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসার শেষে সুস্থ তিনি। শয্যাশায়ী হয়ে যাওয়া মানুষ সব কাজ করতে পারছেন। হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন পরিবারের সকলে। তারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন শান্তি নিকেতন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। ক্যানসারের চিকিৎসা হচ্ছে এখানে। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে কেমো থেরাপিও হচ্ছে। দুরারোগ্য ব্যাধির সঠিক চিকিৎসা হওয়াই খুশি এলাকাবাসী। পরিষেবা পাচ্ছেন তারাও।

রাস্তা যেন মরণফাঁদ, খানাখন্দে জল জমে ঘটছে দুর্ঘটনা, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২২ জুলাই ঃ রাস্তা যেন মরণফাঁদ। প্রতিদিনই ঘটছে ছোটবড় সব দুর্ঘটনা। খানাখন্দে ভর্তি ওই রাস্তায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে। বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় মানুষজন। পুরুলিয়ার বলরামপুর শহরের বেড়মা মোড় থেকে কালীতলা মোড় পর্যন্ত কয়েক কিমি রাস্তার অবস্থা সংস্কারের অভাবে একেবারেই বেহাল। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল-কলেজ, বাসস্ট্যান্ড, থানা, ব্লক অফিস, পঞ্চায়েত অফিস, হাটবাজার যাওয়ার মূল রাস্তা এটিই। অথচ, গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তার সংস্কার হয়নি বছরের পর বছর। আগে এই রাস্তা ৩২ নম্বর জাতীয় সড়কের মধ্যে ছিল। পরে এ রাস্তাটি বলরামপুর শহরের বাইপাস দিয়ে তৈরি করা হয়। বর্তমানে প্রায় চার কিমি রাস্তা পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু বলরামপুর শহরের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির সংস্কার না হওয়ায় বেহাল হয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এভাবেই পড়ে রয়েছে রাস্তাটি। রাস্তার উপরে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সেই গর্তে জল দাঁড়িয়ে তা আরও ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার ছোট বড় যানবাহন এই রাস্তায় যাতায়াত করে। প্রায় প্রতিদিনই ঘটে ছোটবড় দুর্ঘটনা। অভিযোগ, তবুও এই নিয়ে হুঁশ নেই সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের। বলরামপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বাণেশ্বর মাহাতোর অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ সড়কটি মেরামতির জন্য প্রায় আট কোটি টাকা-সহ সড়কটি পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করেছে। তবুও রাস্তাটির সংস্কারকাজ হয়নি। কাটমানির কারণেই সড়কটির নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। এজন্য দায়ী রাজ্য সরকার এবং পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষ। বলরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্লাবতী কুমার বলেন, পিডব্লুডি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে শীঘ্রই সড়কটি সংস্কারের ব্যাবস্থা করা হবে।

ডিজেল চুরি করতে এসে পুলিশের জালে তিন দুষ্কৃতি ও চালক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জুলাই ঃ ফের বড়সড়ো সাফল্য পেল মালদার গাজোল থানার পুলিশ। এবারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরি থেকে ডিজেল চুরি করতে এসে পুলিশের জালে তিন দুষ্কৃতি সহ এক গাড়িচালক আটক। এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে মালদার গাজোলে। জানা গেছে ধৃতরা হল বিশ্বনাথ মুর্মু , রমজান আলী, শেখ শামীম আলম এবং অনিল হাঁসদা। পুলিশ সূত্রে ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, সোমবার ভোররাত আনুমানিক তিনটা নাগাদ মালদার গাজোলের রাঙা ভিটা ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন এলাকায় বালুরঘাট মালদা জাতীয় সড়কের ধারে একটি লরি দাঁড় করে, গাড়ির চালক গাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সময়ে লরির পাশে একটি বোলেরো গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে চারজন দুষ্কৃতি নেমে পাইপের মাধ্যমে লরি থেকে তিনটি প্লাস্টিক জারে তেল চুরি করতে থাকে। ঠিক সেই সময় টহলদারি চালানোর সময়। সম্পন্ন ঘটনা কর্তব্যরত পুলিশের নজরে আসতেই চারজন দুষ্কৃতিকে হাতেনাতে পাকড়াও করে গাজোল থানার পুলিশ। চারজনের মধ্যে একজন গাড়ি চালক রয়েছে বলে খবর। বোলেরো গাড়িটি আটক করে গাজোলে থানার পুলিশ। যদিও লরি থেকে তেল চুরির ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সোমবার চারজনকে মালদা জেলা আদালতে পাঠায় গাজোল থানার পুলিশ। অন্যদিকে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছেন গাজোল থানার পুলিশ।

ময়নাগুড়িতে মদ্যপ স্বামীর হাত প্রহৃত স্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই ঃ মদ্যপ স্বামীকে নিয়ে বাড়িতে প্রতিনিয়ত অশান্তি। সোমবার এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন স্ত্রী। তার জেরেই পাথর দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ির ভোটপট্টি এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় স্ত্রী হাজির হন ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। শুশ্রুষা পাওয়ার পর স্বামীর বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ফুলন্তী রায়। তাঁর অভিযোগ, স্বামী কার্তিক রায় প্রতিদিন মদ খেয়ে এসে বাড়িতে অত্যাচার করে। তাদের একটি সাইকেল মেরামতির দোকান রয়েছে। স্ত্রীর বিরুদ্ধে সেখান থেকে টাকা নয়ছয় করার অভিযোগ তোলে মদ্যপ স্বামী। এদিকে, মদ খাওয়ার বিষয়টি নিয়ে সোমবার প্রতিবাদ করেন ফুলন্তী রায়। সেইসময় ক্ষিপ্ত হয় ও পাথর দিয়ে স্ত্রীর মাথা ফাটিয়ে দেয় অভিযুক্ত। ঘটনার পর থেকেই পলাতক রয়েছে সে।

মহিষাদল রাজ কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রে নিরাপত্তা দাবি পরীক্ষার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ জুলাই ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল রাজ কলেজের পরীক্ষাকেন্দ্রে নিরাপত্তার দাবি তুলে বিক্ষোভ দেখাল পরীক্ষার্থীরা। সোমবার থেকে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হলদিয়া ল'কলেজের বিভিন্ন সেমিস্টারের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তাদের সিট পড়েছে মহিষাদল রাজ কলেজে। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, অধ্যাপকদের বদলে ছাত্র সংসদের সদস্যরা পরীক্ষায় টহল দিচ্ছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে পরীক্ষার্থীদের তল্লাশির নামে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে ছাত্রীরা প্রতিবাদ করতেই মারধরের হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। ফলে ২টি বিষয়ের দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দুটি পর্ব মিলিয়ে প্রায় ৭০০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছেন। মহিষাদল রাজ কলেজের প্রিন্সিপাল বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেছে কি না, তা নজরে আসেনি। আমরা পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আবেদন করছি।

স্কুলে সাইন্স এক্সিবিশন পোগ্রাম, আনন্দে পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই ঃ করোনার পর আবার দীর্ঘ চার বছর পর স্কুলে সাইন্স এক্সিবিশন পোগ্রাম। উৎসাহে আনন্দে পড়ুয়ারা। নর্থ বেঙ্গল সাইন্স সেন্টারের উদ্যোগে বেলাকোবা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল সাইন্স এক্সিবিশন পোগ্রাম। সোমবার এবং মঙ্গলবার এই দুইদিনে ধরে স্কুলে এই অনুষ্ঠান চলবে। করোনা মহামারির আগে ২০১৯ সালে শেষ বারের মতো স্কুলে এই সাইন্স এক্সিবিশন পোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর দীর্ঘ চার বছর পর সাইন্স এক্সিবিশন হওয়ায় খুশীর পাশাপাশি উৎসাহী স্কুলের পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের বক্তব্য, বিজ্ঞান নিয়ে অনেক কিছু বই এর পাতায় পরি তবে প্যাট্রিকাল ভাবে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই সাইন্স এক্সিবিশন পোগ্রামের ফলে আমাদের সুবিধা হবে। মাঝেমধ্যে এইরকম পোগ্রাম ফের স্কুলে অনুষ্ঠিত হওয়ার দাবি জানিয়েছে পড়ুয়ারা। স্কুলে ছোটোদের পাশাপাশি বড়োরাও এই ধরনের পোগ্রামে যথেষ্ট উৎসাহী বলে মন্তব্য করেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কৌশিক ঘোষ। উৎসাহী পড়ুয়াদের প্যাট্রিকেলের পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ে লেকচার এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক শর্ট ফিল্মও দেখানো হবে বলে জানান সাইন্স কমিউনিকেটেড আধিকারিক দেবাশীষ মন্ডল। সব মিলিয়ে স্কুলে এই ধরনের পোগ্রামে উৎসাহী দেখা মিলল বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে।

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত, হরিপাল, হুগলি

দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি নং.
469/JGP/2024, 470/JGP/2024
তারিখ ১৯।০৭।২০২৪
482/JGP/2024, 483/JGP/2024
তারিখ ১৯।০৭।২০২৪

অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত 15 th CFC তহবিল হইতে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণের উদ্দেশ্য অনলাইন দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখঃ ৩১।০৭।২০২৪ ১২.০০টা পর্যন্ত।
Website: https://wbtenders.gov.in

স্বা/- প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

BAKHRAHAT GRAM PANCHAYAT
BISHNUPUR-II PANCHAYAT SAMITY
BAKHRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS
NIeT No. BKT/601/2024, dated 15.07.2024

The Prodhan, Bakhrahat Gram Panchayat invites e-tender for 7 (Seven)Nos. similar nature of works. Bid submission(online) starting from 23.07.2024 at 11.00 AM. Up to 30.07.2024 at 01.00 PM. Date for opening of Bid(Online) 01.08.2024 at 2.30 PM. For details please visit office of the undersigned or visit https:// wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
BAKRAHAT GRAM PANCHAYAT

USHITA TRADING & AGENCIES LTD.
CIN: L51109WB1983PLC035659
Regd. Office : 52, Weston Street, Kolkata-700012, WB Ph:(033)2211 9688
Email: ushitatrading1983@gmail.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Monday, the 14th Day of August, 2024 at 11:00 A.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2024.

For Ushita Trading & Agencies Ltd.
Sd/-
Santanu Bose
(Director)
DIN: 03316428
Place : Kolkata
Date : 22.07.2024

Office of The Joypur Gram Panchayat
At-Old Rajbati Road, Joypur :: PO-Garh Joypur:: PS-Joypur:: Dist- PURULIA
Notice Inviting Tender No. 02/JGP/ 2024-25/15 th CFC

For and on behalf of the Joypur Gram Panchayat, The Pradhan Joypur Gram Panchayat invites Tender for total 7 (Seven)Nos. different works. Date of Sale of Tender Form On any working day from 22/07/2024 to 29/07/2024 (from 11AM to 4PM) Last date of dropping On or before 29/07/2024 (up to 4 PM). Date of Opening of Tender of Sealed Tender Form 30/07/ 2024 (at 2 PM). For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Joypur Gram Panchayat

NOTICE INVITING TENDER

Memo No- 108/Maji/15 th CFC E-Tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhman The last date of tender dropping 30/7/2024 For more details, please visit the Panchayat office or go to www.wbtenders.gov.in

SHUBH LABH INVESTMENTS LIMITED
CIN: L65993WB1980PLC033083;
Regd. Office: Sincere Group, 1st Floor, 12 B. B. D. Bagh (East), Kolkata-700 001, WB Ph:(033)4020 2100
Website: shubhlabhinvestmentsltd.godaddysites.com
Email: subhlabhinvestments@gmail.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company will be held on Thursday, the 14st Day of August, 2024 at 11:00 A.M. to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2024.

For Shubh Labh Investments Ltd.
Sd/- Bhagwan Das Agarwal
(Director)
Place : Kolkata
Date : 22-07-2024
DIN: 00532041

Office of thePradhan
Rakhera –Bishpuria Gram Panchayat
Vill+ PO-Bishpuria, PS-Hura, Dist. Purulia,
e-mail id : rbishpuriagp@gmail.com
Notice of Inviting E-Tender

From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat office Published the following e-NIT on Dated-19/07/2024, e-NIT No-02/RBGP. More Details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradha
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

Office of the
Manguria Lalpur Gram Panchayat
Vill-Lalpur, PO-Daldali, Dist-Purulia(WB), Pin-723101
Notice Inviting E-Tender No. 01/MLGP/ 2024-25, Date-19.07.2024
Notice Inviting E-Tender No. 02/MLGP/ 2024-25, Date-19.07.2024

e-Tender is invited by the Pradhan, Manguria-Lalpur GP. Last date of application-23/07/2024 up to 3.00 PM. Date of droping-31/07/24 up to 3.00 PM. Date of Opening-31/07/24 at 4.00 PM. For details please visit www.wbetenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Manguria Lalpur Gram Panchayat

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, Dist.-Purulia(W.B)
Under Hura Dev. Block
E-Tender Notice
NIT Memo No:-WBPUR/LGP/HURA/ NIT(e)-4/24-25, Dt.-14/07/2024

Date & Time of Download/sale from 22/07/2024 6 pm. to 31/07/24, 12.00 pm. Date & Time of Bid submission from 22/07/2024 6 P.M. to 31/07/24, 12.00 PM. Date & Time of Bid Opening (Technical Papers):- 02/08/2024 (12.30 P.M). For detail visit website http:// wbtenders.gov.in.

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

Office of The Joypur Gram Panchayat
At-Old Rajbati Road, Joypur :: PO-Garh Joypur:: PS-Joypur:: Dist- PURULIA
Notice Inviting E-Tender No. 01(E)/ JGP/2024-25/15 th CFC

For and on behalf of the Joypur Gram Panchayat, The Pradhan Joypur Gram Panchayat invites Tender for total 5 (Five)Nos. different works. Date of publication(online): 22.07.2024 at 17.00 Hrs. Online submission of bid starting from 25.07.2024 up to 02.08.2024 at 12.00 Hrs. Time and Date for Opening Technical Bid(Online): 04.08.2024 at 12.00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Joypur Gram Panchayat

Office of the
DUILA GRAM PANCHAYET
P.O.-Duila, P.S.-Sankrail, Dist - Howrah
Tender
Nit No:-08/DGP/2024-2025 dated 23/07/2024
Nit No:-09/DGP/2024-2025 dated 23/07/2024
Nit No:-10/DGP/2024-2025 dated 23/07/2024

Prodhan Duila Gram Panchayet invites Online tender related to development work at Duila Gram Panchayat area. Last date & time limit of application to participate in tender 24/07/2024 up to 10:00 a.m Last date & time limit for receipt of tender up to 31/07/2024 10:00 a.m. For details visit office notice board and also www.wbtender.gov.in

SD/- SRABANI BAG
Pradhan Duila Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 06/2024-2025

The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from 22/07/2024 from 6.30 pm up to 30/07/2024 at 6.30 pm. Last date of submission of Bid (online) 30/07/2024 up to 4.30 pm. Date of opening of Tender on 02/08/2024 from 12.00 pm. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.

Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/আরডিএন/লোকো, তাং. ১৯.০৭.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক বাণিজ্যিক প্রচারের চুক্তিস্বত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং. ঃ এইচডব্লুএইচ-আরডিএন-লোকো-৪। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৮.২০২৪ তারিখ সকাল ১১ টায়। **এসইকিউ নং.; লট নং এবং বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসডি-৯৪-২৩-১** এবং ০৫ বছরের মেয়াদের জন্য ৫০ঃ৫০ সময়/পরিসর ভাগাভাগির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সমেত হাওড়া স্টেশনে (পিএফ-৯) ডিজিটাল প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন চার্ট বোর্ড কিয়স্কের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **এএ/২; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এলএলএইচ-ওএসডি-১১৯-২৪-১** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সমেত হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার ১-এর অধীনে (পরিশিষ্ট-১-এ প্রদত্ত বিশদ অনুসারে লিলুয়া, বেলুড়, বালি, ডানকুনি, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, রিষড়া এবং শ্রীরামপুর প্রভৃতি) স্টেশনগুলিতে বহুমুখী ভীম ইউপিআই কিউআর কোড ব্যবস্থার সুবিধা সমেত প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম বা যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা (পিআরএস) এবং অসংরক্ষিত টিকিট ব্যবস্থা (ইউটিএস)-র কাউন্টারগুলিতে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এএ/৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এসএইচই-ওএসডি-১২০-২৪-১** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সমেত হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার ১-এর অধীনে (পরিশিষ্ট-১-এ প্রদত্ত বিশদ অনুসারে শেওড়াফুলি, বৈদ্যবাটি, ভদ্রেশ্বর, মানকুণ্ডু, চন্দননগর, চুঁচুড়া এবং তারকেশ্বর প্রভৃতি) স্টেশনগুলিতে বহুমুখী ভীম ইউপিআই কিউআর কোড ব্যবস্থার সুবিধা সমেত প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম বা যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা (পিআরএস) এবং অসংরক্ষিত টিকিট ব্যবস্থা (ইউটিএস)-র কাউন্টারগুলিতে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এএ/৪; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিডিসি-ওএসডি-১২১-২৪-১** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সমেত হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার ১-এর অধীনে (পরিশিষ্ট-১-এ প্রদত্ত বিশদ অনুসারে ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম এবং কাটোয়া প্রভৃতি) স্টেশনগুলিতে বহুমুখী ভীম ইউপিআই কিউআর কোড ব্যবস্থার সুবিধা সমেত প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম বা যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা (পিআরএস) এবং অসংরক্ষিত টিকিট ব্যবস্থা (ইউটিএস)-র কাউন্টারগুলিতে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এএ/৫; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-ওএসডি- ১২২-২৪-১** এবং তিন (০৩) বছরের মেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের সুযোগ সমেত হাওড়া ডিভিসনে ক্লাস্টার ১-এর অধীনে (পরিশিষ্ট-১-এ প্রদত্ত বিশদ অনুসারে পাণ্ডুয়া, মেমারি, বর্ধমান, বোলপুর এবং রামপুরহাট প্রভৃতি) স্টেশনগুলিতে বহুমুখী ভীম ইউপিআই কিউআর কোড ব্যবস্থার সুবিধা সমেত প্যাসেঞ্জার রিজার্ভেশন সিস্টেম বা যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা (পিআরএস) এবং অসংরক্ষিত টিকিট ব্যবস্থা (ইউটিএস)-র কাউন্টারগুলিতে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস)-এর সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তিস্বত্ব বণ্টন। **এবি/১; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ওএসএন-১২৩-২৪-১** এবং ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং ১ থেকে ৭ এবং প্ল্যাটফর্ম নং ১৭ থেকে ২৩-এ এলইডি ফ্ল্যাঞ্জ-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। **এবি/২; এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-ওএসএন-২২-২২-১** এবং বেলানগর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। **এবি/৩; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-ডিএনএইচএল -ওএসএন -৩৫-২২-১** এবং ধনিয়াখালি হল্ট স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। **এবি/৪; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-ওএসএন-৩৮-২৩-১** এবং গুড়াপ স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। **এবি/৫; এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেসিওয়াই-ওএসএন-৫২-২২-১,** এবং কৈচর স্টেশনে বাণিজ্যিক প্রচারের স্বত্ব বণ্টনের চুক্তি। **এসি/১; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৫-২৩-১, এসি/২; এডিভিটি-লোকো- এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৬-২৩-১, এসি/৩; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ-৯৭-২৩-১, এসি/৪; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৮-২৩-১, এসি/৫; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-৯৯-২৩-১, এসি/৬; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০০-২৩-১, এসি/৭; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-১০১-২৩-১, এসি/৮; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০২-২৩-১, এসি/৯; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৪-২৩-১, এসি/১০; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৫-২৩-১, এসি/১১; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৬-২৩-১, এসি/১২; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৭-২৩-১,** ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে (হাওড়া ডিজেল শেড ডিপোতে) প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এইরূপ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ (ডব্লুএপি-৪)-এর বহির্গাত্রে (পিইউ পেন্টিং-এর মাধ্যমে) ব্র্যান্ডিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার স্বত্ব। **এসি/১৩; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৮-২৩-১, এসি/১৪; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১০৯-২৩-১, এসি/১৫; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১০-২৩-১, এসি/১৬; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১১-২৩-১, এসি/১৭; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১২-২৩-১, এসি/১৮; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৩-২৩-১, এসি/১৯; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৪-২৩-১, এসি/২০; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৫-২৩-১, এসি/২১; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৬-২৩-১, এসি/২২; এডিভিটি-লোকো-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-১১৭-২৩-১।** ০৩ বছরের মেয়াদের জন্য হাওড়া ডিভিসনে (বর্ধমান ডিজেল শেড ডিপো) প্রাথমিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় এইরূপ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ (ডব্লুএজি-৫)-এর বহির্গাত্রে (পিইউ পেন্টিং-এর মাধ্যমে) ব্র্যান্ডিং পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য বিজ্ঞাপনী প্রচার স্বত্ব।

HWH-178/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BAKHRAHAT GRAM PANCHAYAT
BISHNUPUR-II PANCHAYAT SAMITY
BAKHRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS
NIeT No. BKT/595/2024, dated 15.07.2024
NIeT No. BKT/600/2024, dated 15.07.2024

The Prodhan, Bakhrahat Gram Panchayat invites e-tender for 5(Five) Nos. similar nature of works. Bid submission(online) starting from 20.07.2024 at 10.00 AM. Up to 26.07.2024 at 01.00 PM. Date for opening of Bid(Online) 29.07.2024 at 11.50 AM. For details please visit office of the undersigned or visit https:// wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
BAKRAHAT GRAM PANCHAYAT

E-Tender Notice No-
03/JAM-1/5th FC, dt-19.07.2024,
04/JAM-1/5th FC, dt-19.07.2024,
05/JAM-1/5th FC, dt-19.07.2024,
06/JAM-1/5th FC, dt-19.07.2024

E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender from **20.07.2024 to 03.08.2024**. Date of opening **06.08.2024 at 11.00 AM** for further details. Visit the website **https:// wbtender.gov.in** or G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia (MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149
NOTICE INVITING E-TENDER No. GGP/PRLII/NIT(e)-03/2024-25

E-Tender is invited by the Prodhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 9(Nine) nos. similar nature of works. Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid(online) 25.07.2024 at 06:00 PM. Date of opening of Technical Proposal(online) 29.07.2024 at 11.00 AM. For details please visit office of the undersigned or visit website https:// wbtender.gov.in

Sd/- Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডি আরএ-১০৪-১০৫-২৪, তারিখ ১৯.০৭.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি)/আদ্রা, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রঃ নং; টেন্ডার নং ও তারিখ; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১০৪-২৪, তারিখ ১৯.০৭.২০২৪;** আদ্রা ডিভিশনে লাইডার সার্ভে প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্টেশন ইয়ার্ড ও সেকশনগুলির গ্র্যাডিয়েন্ট ভেরিফিকেশন; ১,৪৭,৯৩,১০০ টাকা। **(২) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-এডিআরএ-১০৫-২৪, তারিখ ১৯.০৭.২০২৪;** দঃপূঃ রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনে বক্স পুশিং পদ্ধতি দ্বারা চান্ডিল-আসানসোল এবং দামোদর-মহিশিলা সেকশনে আরসিসি বক্স এবং পাইপ পুশিং দ্বারা নন-স্ট্যান্ডার্ড পাইপ ও স্টোন স্ল্যাব ব্রিজের প্রতিস্থাপন; ২৩,১৩,১৬,৯৮১.১২ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** উভয়ের জন্য ১৪.০৮.২০২৪-এ দুপুর ৩টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** (PR-404)

Office of The Ladhurka Gram Panchayat
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com
NIT No. 01/LGP/2024-25(2 nd Call)
NIT No. 02/LGP/2024-25(2 nd Call)
NIT No. 03/LGP/2024-25

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different work(s). Last date of dropping of sealed Tender form on or before 31/07/2024 up to 12.00 PM. Date of Opening of Tender on 31/07/2024 at 1:00 PM. For details contact at GP Office.

Sd/- Pradhan
Ladhurka Gram Panchayat

কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা

সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারিত্ব আইন, ২০০৮ এর ১৩ ধারার উপ-ধারা (৩) এবং সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারি বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি ১৭-এর ক্ষেত্রে

সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারি আইন, ২০০৮, ধারা ১৩ (৩) এবং জেকেএস এস্টেটস এলএলপি-এর ক্ষেত্রে পি-৪ **ব্ল্যাক বার্ন লেন ৩য় তলায়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২**-এ এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এলএলপি সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারি আইন, ২০০৮ এর ধারা ১৩ (৩) এর অধীনে '**কলকাতা**' রাজ্য থেকে তার নিবন্ধিত অফিস পরিবর্তন করার অনুমতি চেয়ে কোম্পানির নিবন্ধকের কাছে একটি পিটিশন করার প্রস্তাব করেছে '**মহারাষ্ট্র**' রাজ্যে।

এলএলপি-এর নিবন্ধিত অফিসের প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে তার/তার আগ্রহের প্রকৃতি উল্লেখ করে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত তার/তার আপত্তি নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সরবরাহ করতে বা পাঠাতে পারে। এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানির কাছে একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত বিরোধিতার কারণগুলি উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় আবেদনকারী এলএলপির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

জেকেএস এস্টেটস্ এলএলপি
আবেদনকারীর নাম
স্বা/-
সুরেশ গোপিনাথ মাত্রে
দিগ্বিজয় সুরেশ গারজে

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **D.G. (Civil), KMC** invites online percentage rate tenders in two bid system for the following work :
(1) NIT No. : EEC/X/81/002/24-25/BUSTEE
Name of work : **Uttaran signage at entry point of each of the bustee location across the Kolkata in Ward No. 081, Br.-X;** Estimated Value : **₹ 1,42,218.08 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 2,850.00**; Time of completion : **60 days.**
(2) NIT No. : EEC/X/92/001/24-25/BUSTEE
Name of work : **Uttaran signage at entry point of each of the bustee location across the Kolkata in Ward No. 092, Br.-X;** Estimated Value : **₹ 1,03,431.51 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 2,100.00**; Time of completion : **60 days**; Bid submission start date : **23.07.2024 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; Last date and time of submission of bid : **01.08.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; Date and time of opening of bid : **03.08.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024 (From 5 pm) (For Sl. No. 1 & 2)**; The website **https://etender.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/107/01/24-25 (2nd Call)
Name of work : **Urgent repairing of paver block footpath near 225 Nabapally along R.B. Connector & different places etc. in Ward No. 107, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,97,885.35;** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **75 days.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/107/14/24-25
Name of work : **Renovation of road near C-35 Rajdanga Nabapally & different places etc. in Ward No. 107, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,98,470.18**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **90 days.**
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/107/73/23-24
Name of work : **Repairing & maintenance work of different KMC Offices under Borough-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,96,541.41;** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **75 days.**
(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/109/027/24-25
Name of work : **Restoration of road damaged by W/S Deptt. near Prem. No. 8, 121 Bikash Guha etc. in Ward No. 109, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,97,514.91;** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **120 days.**
(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/109/053/24-25
Name of work : **Maintenance of dilapidated road near Prem. No. D/1, C/7 etc. Jamuna Nagar in Ward No. 109, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,50,239.08;** Earnest Money : **₹ 5,100.00**; Period of completion : **115 days.**
(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/107/07/24-25
Name of work : **Repairing of passage including surface drainage system near EB-10 R.D. Main Road & different places etc. in Ward No. 107, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 3,89,338.64;** Earnest Money : **₹ 8,000.00**; Period of completion : **75 days.**
(7) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/107/13/24-25
Name of work : **Emergency repairing of C.Concrete Road near 226 Bosepukur Prantick Pally & different places etc. in Ward No. 107, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 4,97,153.03;** Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **60 days.**
(8) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/108/034/24-25
Name of work : **Maintenance of road by providing hot mix at Hossainpur, Madurdaha etc. in Ward No. 108, Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 3,02,497.11;** Earnest Money : **₹ 6,100.00**; Period of completion : **240 days.**
(9) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/102/04/24-25
Name of work : **Restoration of road, Damaged during laying of Water Supply pipe near Prem. No. 11 P.N. Dey Road, D/96 Baghajatin Colony etc. in Ward No. 102;** Estimated Cost : **₹ 1,57,476.45;** Earnest Money : **₹ 3,500.00**; Period of completion : **45 days.**
(10) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/102/05/24-25
Name of work : **Desilting of U/G drainage system at Chittaranjan Colony - 6, Chittaranjan Colony-4 etc. in Ward No. 102,Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 1,94,507.55;** Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **90 days.**
(11) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/102/06/24-25
Name of work : **Restoration of road, damaged during laying of Water Supply pipe near Prem. No. 3/87 C.R. Colony, 7 Ganesh Ghosh Lane etc. in Ward No. 102,Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,00,844.97;** Earnest Money : **₹ 4,100.00**; Period of completion : **45 days.**
(12) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/107/02/24-25
Name of work : **Urgent repairing of C.Concrete slab over S. Drain near 1582/1 R.D. Main Rd. & different places etc. in Ward No. 107,Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 1,89,480.90;** Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **75 days.**
(13) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/107/04/24-25
Name of work : **Desilting of surface drainage system Northern Flank of R.B. Connector etc. in Ward No. 107,Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 2,04,488.64;** Earnest Money : **₹ 4,100.00**; Period of completion : **60 days.**
(14) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-XII/107/11/24-25
Name of work : **Desilting of U/G drainage system near Panchynagram & different places etc. in Ward No. 107,Br.-XII;** Estimated Cost : **₹ 1,88,344.80;** Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Period of completion : **60 days**; Last date and time of submission of bid : **03.08.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 8), 06.08.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 9 to 14)**; Date and time of opening of bid : **05.08.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 8), 08.08.2024 - 1 pm (For Sl. No. 9 to 14)**; The bid forms and other details are available on and from **23.07.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 8), 26.07.2024 (5 pm) (For Sl. No. 9 to 14)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 14).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :
(1) NIT No. : X/089/006/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Repairing of sanitary latrine at 74, 8, Prince Rahimuddin Lane etc. (Slum Area) in Ward No. 089, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 2,11,850.69 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 4,300.00**; Period of completion : **60 days.**
(2) NIT No. : X/089/014/2024-2025/R
Name of work : **Maint. of paver block near Prem. Nos. 43, 21 D.P.S. Road etc. in Ward No. 089, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 2,90,928.44 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **90 days.**
(3) NIT No. : X/089/018/2024-2025/R
Name of work : **Maintenance of asphaltum road near 53 P.C. Mitra Lane, 136 S. Alam. Road etc. in Ward No. 089, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 2,93,999.02 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **120 days.**
(4) NIT No. : X/089/015/2024-2025/R
Name of work : **Rest. of Asph. & IPS Road Dist. by W/S Deptt. at 12, 10 P.A. Shah Road etc. in Ward No. 089, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 1,17,074.36 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 2,400.00**; Period of completion : **90 days.**
(5) NIT No. : X/099/004/2024-2025/BUSTEE
Name of work : **Maint. of sewerage net-work system near Prem. No. 1, 2, 3, 4, Vidyasagar Colony, 1, 2, Sree Colony etc. (Bustee) in Ward No. 099, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 2,99,693.17 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **180 days.**
(6) NIT No. : X/099/002/2024-2025/R
Name of work : **Cleaning of Pond near premises No. 2/134, 3/1, 3/9 (Iswar Pathsala) Vidyasagar Colony, 1/18 Sree Colony, 19V/1 DPP Rd., 36/1 BG Road etc. in Ward No. 099 & 100, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 1,08,983.55 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 2,200.00**; Period of completion : **45 days.**
(7) NIT No. : X/100/008/2024-2025/EH
Name of work : **Providing temporary measure to protect the banks from collapse at Northern & North-Eastern side of Ramgarh Lake in Ward No. 100, Br.-X;** Estimated Cost : **₹ 2,95,113.60 (Including GST and CESS);** Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **15 days**; Last date and time of submission of bid : **08.08.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7)**; Date and time of opening of bid : **10.08.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 7)**; The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 to 7)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

265/24-25

বিজ্ঞান - পরিবেশ

মঙ্গল গ্রহে খনিজ পদার্থ আছে কী নেই, জানতে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করছে এআই

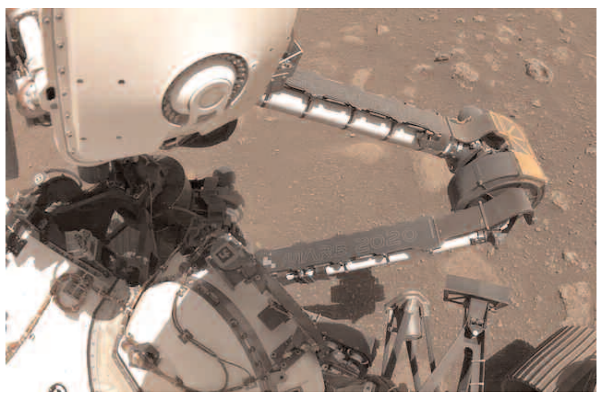

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি বর্তমানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। এবার পৃথিবীর গণ্ডি পেরিয়ে মঙ্গল গ্রহের শিলাতে খনিজ পদার্থ আছে কী নেই, তা জানতে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করছে এআই প্রযুক্তি। মঙ্গল বুকে গবেষণার জন্য ব্যবহৃত 'পারসিভারেন্স রোভার' এর সংগ্রহ করা পাথর পর্যালোচনা করে সেখানে খনিজের তথ্য সংগ্রহ করছে এআই।

শিলা গঠনের তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণের জন্য মঙ্গল বুকে প্রথমবারের মতো এআই ব্যবহার করছে পার্সিভিয়ারেন্স রোভার। মানুষের সহায়তা ছাড়াই এআই তাৎক্ষণিকভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে বেশ দক্ষও হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার গবেষক আবিগেইল অলউডেল বলেন, আমরা এআই ব্যবহার করছি। এআইয়ের মাধ্যমে রোভার স্বয়ংক্রিয়ভাবে খনিজ শনাক্ত করতে পারছে। ফলে মানুষের সহায়তার প্রয়োজন নেই। মঙ্গল গ্রহে এআইয়ের আরও ব্যবহারের কথা জানিয়েছে নাসা। মঙ্গল গ্রহে পার্সিভিয়ারেন্স রোভার থেকে প্রায় ২ হাজার ৩০০ মাইল দূরে আরেকটি রোভার ঘুরছে। কিউরিওসিটি রোভারেও এআই ব্যবহার করা হচ্ছে। এআই কিউরিওসিটি রোভারকে শিলার আকৃতি ও রঙের ওপর ভিত্তি লেজারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে শিলার রাসায়নিক গঠন সংগ্রহণ করছে। নাসার তথ্যমতে, 'এআই ব্যবহার করে পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ছাড়াই চলতে পারছে দুটি রোভার। রোভার দুটিকে এখনো শত শত আলাদা কমান্ড কয়েক ডজন প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী পৃথিবী থেকে প্রেরণ করে। ভবিষ্যতে এআইয়ের আরও বেশি ব্যবহার রোভার মিশন পরিচালনায় কম সময়ে বেশি কাজের সুযোগ তৈরি করবে। এ বিষয়ে গবেষক পিটার লসন বলেন, এআই ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা তথ্যের খড়ের স্তূপের মধ্যে সুই খুঁজে পাচ্ছেন। এআই আমাদের আরও দ্রুত তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করছে।'মঙ্গল গ্রহে খনিজ পদার্থের সন্ধানে এআই প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে বিজ্ঞানী ডেভিড থম্পসন বলেন, 'মঙ্গল গ্রহে এআই পরীক্ষা করার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা। সেখানে আমাদের প্রতিদিন নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে।' এআইনির্ভর বিভিন্ন প্রযুক্তি ভবিষ্যতে মঙ্গল গ্রহসহ অন্য গ্রহের তথ্য সংগ্রহে আরও সুবিধাজনক উপায় বের করবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা।

চাঁদের সি অব ট্রাঙ্কুয়ালিটি নামক স্থানে গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে

'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া', কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাই সত্য হলো আবার। পৃথিবী থেকে বহু দূরে থাকা গ্রহ-নক্ষত্রের খুঁটিনাটি তথ্য দীর্ঘদিন ধরেই জানার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। সেখানে পৃথিবীর খুব কাছে থাকা চাঁদের অনেক রহস্যই এখনো আমাদের অজানা রয়ে গেছে। সম্প্রতি ইতালির একদল বিজ্ঞানী চাঁদে একটি গুহার খোঁজ পেয়েছেন। এই গুহা ভবিষ্যতে মহাকাশচারীদের হোটেল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলেও ধারণা করছেন তাঁরা। ৫৫ বছর আগে চাঁদে যাওয়া অ্যাপোলো ১১ নভোযানের অবতরণ স্থলের ৪০০ কিলোমিটার দূরে সি অব ট্রাঙ্কুয়ালিটি নামক স্থানে গুহাটির সন্ধান পাওয়া গেছে। আকারে বেশ বড় হওয়ায় মহাকাশচারীরা সহজেই সেখানে থাকতে পারবেন। চাঁদে বড় গুহার খোঁজ পাওয়ার বিষয়ে ইতালির ট্রেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী লিওনার্দো কেরার ও লরেঞ্জো ব্রুজজোন জানিয়েছেন, চাঁদের বুকে থাকা গুহার তথ্য ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে অজানা রয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। নেচার অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে চাঁদে থাকা গুহা সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নাসার লুনার রিকনেসেন্স অরবিটারের রাডার ব্যবহার করে এই গুহার খোঁজ মিলেছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, রাডার থেকে পাওয়া ভূগর্ভস্থ গহ্বরের প্রাথমিক অংশের তথ্য জানা যাচ্ছে। এটি ৪০ থেকে ১০ হাজার মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

বিজ্ঞানীদের দাবি, চাঁদে শত শত গর্ত ও হাজার হাজার লাভা টিউব থাকতে পারে। আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা উদ্গিরণের পরে যে পথে লাভার স্রোত এগিয়ে যায়, সেখানে টিউব বা গুহার মতো পথ তৈরি হয়। এ ধরনের গুহা ও গর্ত মহাকাশ চারীদের জন্য প্রাকৃতিক আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে নভোচারীরা সহজেই মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর বিকিরণ ও মাইক্রোমেটিওরাইট স্ট্রাইক বা গ্রহাণুর আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন।

সবজি বাজারে উবে যাচ্ছে আলু, চিন্তায় বিক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ জানুয়ারিঃ সিঙ্গুরে মিললেও ডানকুনির সবজি বাজারে উবে যাচ্ছে আলু, চিন্তায় বিক্রেতারা। দোকান বন্ধ করে দেওয়ার মত অবস্থা বলে দাবি ডানকুনির সবজি বিক্রেতাদের। সোমবার থেকে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যাবসায়ী, সারা রাজ্যে প্রায় ৮০ হাজার ব্যবসায়ী এই কর্মবিরতি তে সামিল হয়েছেন। পাশপাশি প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির পাশে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের ৫০০ টি হিমঘর। মূলত কোনো নির্দেশিকা ছাড়াই ভিন রাজ্যে আলু যেতে পরোক্ষ ভাবে বাঁধা দিচ্ছে রাজ্য এই অভিযোগে কর্মবিরতি ডাক দিয়েছে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে কমতে শুরু করেছে আলুর যোগান সেখানে ডানকুনির সবজি বাজারেও উধাও হয়ে গেছে আলু। অন্যদিকে সিঙ্গুর রতন পুরে আলুর আরোত গুলি থেকে বিভিন্ন বাজারে পাঠানো হচ্ছে আলু। সিঙ্গুর ও হরিপালের বেশ কয়েকটি হিমঘর খোলা রাখা হয়েছে এবং আলু বের করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। সিঙ্গুর রতনপুর আলু ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদক প্রহ্লাদ মন্ডল জানিয়েছেন, প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি যে ইস্যুতে কর্মবিরতি ডেকেছে আমরা তাকে সমর্থন করি। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা ভেবে আমরা বাজার খোলা রেখেছি না হলে আলুর দাম আগুন হয়ে যাবে। সরকারের উচিত বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করা এবং যে ট্রাকগুলি আটকে আছে তাদের ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা ।

আলু ব্যবসায়ীদের ডাকা কর্মবিরতির জের সোমবার সকাল থেকে হিমঘর খোলা থাকলেও আলু বের হচ্ছে না হিমঘর থেকে। হিমঘর থেকে আলু বের না হলে বাজারে ব্যাপক হারে যোগান কমেছে সোমবার থেকে। হিমঘর থেকে শনিবার যে আলু বের করা হয়েছিল তা বাজারে প্রায় শেষের দিকে। অর্থাৎ সোমবার থেকে বেশির ভাগ বাজারে দেখা মিলছে না আলু , যেটুকু মজুদ আছে তার দাম হবে আকাশ ছোঁয়া।

রাজ্যে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন আলুর প্রয়োজন পড়ে খাওয়ার জন্য। সোমবার থেকে হিম ঘর থেকে আলু বের না হওয়ার কারণে বাজারে আলু যে অকাল বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাস্তার বেহাল অবস্থা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২২ জুলাইঃ কালনা ২ নম্বর ব্লকের পিন্ডিরা পঞ্চায়েতের পাথরঘাটা থেকে পাহারপুর পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার বেহাল অবস্থা। সোমবার দুপুর সাড়ে তিনটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার দাবিতে পঞ্চায়েতের সামনে পথ অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ। কালনার দুনম্বর ব্লকের পিন্ডিরা পঞ্চায়েতের সামনে ঘটা ঘটনার পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনার স্থলে কালনা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এর পরবর্তী সময়ে এলাকাবাসীরা পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেন। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে রাস্তার কোনো রকম উন্নতি নেই চলাচলের অযোগ্য। ওই রাস্তায় দিয়ে প্রসূতিদের নিয়ে যেতে কোনো যানবাহন যেতে চায় না হেল্‌থ সেন্টারে। বিয়ে হলে নিমন্ত্রিতরা খেতে আসতে পারে না রাস্তা খারাপের জন্য। আর বর্ষা পড়তেই সেই রাস্তার অবস্থা আরো বেহাল হয়েছে।

বাধাহীন রেল সংযোগ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে মিজোরাম, ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের অগ্রগতি ৯৩ শতাংশ

মালিগাঁও, ২২ জুলাই ঃ বিভিন্ন নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসসে। রেলমন্ত্রকের রাজধানী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের অধীনে উত্তর- পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যের রাজধানীকে সংযুক্ত করার জন্য নতুন রেলওয়ে লাইনের নির্মাণ কাজ চলছে। এই ধরনের একটি প্রকল্প হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ভৈরবী- সাইরাং নতুন রেল লাইন প্রকল্প, যা সম্পূর্ণ হওয়ার শেষ পর্যায়ে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে মিজোরামের মানুষের জন্য যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গেম চেঞ্জার প্রকল্প হবে। সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ অনুকূল এই রেলওয়ে পরিষেবাটি রাজ্যের প্রায় সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে এক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভৈরবী ও সাইরাঙের মধ্যে ৫১.৩৮ কিমি নতুন রেলওয়ে লাইনটি চারটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছে, এগুলি হলো যথাক্রমে ভৈরবী-হর্তকি, হর্তকি-কাওনপুই, কাওনপুই-মুয়ালখং এবং মুয়ালখং-সাইরাং। প্রকল্পটির অধীনে কাজের অগ্রগতি ইতিমধ্যে ৯৩ শতাংশ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কঠিন ভূখণ্ডে নির্মীয়মাণ ভৈরবী-সাইরাং রেলওয়ে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একাধিক টানেল এবং ব্রিজ। এই প্রকল্পে টানেলের মোট দৈর্ঘ হলো ১২৮৫৩ মিটার, যার মধ্যে ইতিমধ্যে ১২৮০৭ মিটার টানেলের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটিতে মোট ৫৫টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৯টি মাইনোর ব্রিজ রয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৪৭টি মেজর ব্রিজ এবং ৮৭টি মাইনোর ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রকল্পটির সবচেয়ে উঁচু পিয়ার অর্থাৎ সাইরাং স্টেশনে প্রবেশের সময় ১৯৬নং. ব্রিজের পিয়ার পি-৪ নির্মাণের কাজও সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই পিয়ারের উচ্চতা ১০৪ মিটার, যা কুতুব মিনারের তুলনায় ৪২ মিটার উঁচু। এছাড়াও প্রকল্পটিতে ৫টি রোড ওভার ব্রিজ এবং ৬টি রোড আন্ডার ব্রিজ রয়েছে। এর প্রকল্পের অধীনে রয়েছে চারটি স্টেশন যথাক্রমে হর্তকি, কাওনপুই, মুয়ালখং এবং সাইরাং। এই প্রকল্পটির কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও দীর্ঘকালীন বর্ষার জন্য খুব কম কাজের সময়, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব কঠিন ও পাহাড়ি ভূ-খণ্ড, নিম্নমানের প্রবেশযোগ্যতা, মিজোরামে নির্মাণ উপকরণ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাবের মতো একাধিক প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পটি দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতি পূরণে সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে।

নতুন এই রেল প্রকল্পটি মিজোরামের জনগণকে উন্নত সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করার পাশাপাশি অঞ্চলটিতে ক্ষুদ্র মাপের শিল্প বিকাশে সাহায্য করবে এবং রাজ্যের পর্যটন শিল্পকেও উৎসাহিত করবে। এই প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য পাহাড়ি রাজ্যটিতে যাত্রী ও বিভিন্ন উপকরণ তথা সামগ্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যয়ের হার যথেষ্ট হ্রাস করাটা নিশ্চিত করবে। মিজোরামের রাজধানী এবং অসমের নিকটবর্তী স্থানগুলির মধ্যে ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হবে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দেশের দূর দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা লাভ করবেন এবং অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর বাধাহীন সরবরাহ লাভ করবেন।

Name Change
I SUSHANTA BISWAS, S/O JATINDRA NATH BISWAS, R/O VILL & PO-SINDRANI,PS-BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSANTA BISWAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024,THAT SUSHANTA BISWAS AND SUSANTA BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I JALALUDDIN SEKH, S/O SOLEMAN SEKH, R/O JAFARPUR GHOSH PARA, FLAT NO A, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743513, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JALALUDDIN SHAIK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024, THAT JALALUDDIN SEKH AND JALALUDDIN SHAIK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KOILASH PANJA, S/O MANIK PANJA, R/O VILL BALUR BHARI, PO REWNA BHARI, HOOGHLY -712409, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAILASH PANJA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024, THAT KOILASH PANJA AND KAILASH PANJA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,SYED MOHAMMED AMZAD HOSSAIN, S/O LATE SYED MOHAMMAD MONSUR HUSSAIN, RESIDING AT VILL-BELPARA, P.O-DAKSHINDIHI,P.S-JANGIPARA, HOOGHLY, PIN-712706,WEST BENGAL ,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED MD AMZAD HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT NAME-SYED MOHAMMED AMZAD HOSSAIN AND SYED MD AMZAD HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,NAZIBA NAMRIN,W/O KAZI SANAUL KARIM, RESIDING AT VILL-AKUNI,P.O-AKUNI,P.S-CHANDITALA,DIST-HOOGHLY, PIN-712701,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYEDA NAZIBA NAMRIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024. THAT NAZIBA NAMRIN AND SYEDA NAZIBA NAMRIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, QARI MD ABUL HAYAT,SON OF ABDUL HALIM, RESIDING AT 79/1 PHEARS LANE, PO CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA - 700073,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABUL HAYAT,VIDE AN AFFIDAVIT NO 30,SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024.THAT QARI MD ABUL HAYAT AND MD ABUL HAYAT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,ALOKE RAY,SON OF LATE SASANKA SEKHAR ROY, RESIDING AT 93/A SITARAM GHOSH STREET, KOLKATA -700009,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ALOKE KUMAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT ALOKE RAY AND ALOKE KUMAR ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, POONAM SHAW,WIFE OF BIJAY KUMAR SHAW, RESIDING AT 5/2S PANDITIYA ROAD, KOLKATA -700029,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUNAM SHAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024. THAT POONAM SHAW AND PUNAM SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,PUNAM SHAW,WIFE OF AJAY KUMAR SHAW,RESIDING AT 5/2S PANDITIYA ROAD, KOLKATA -700029,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS POONAM SHAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT PUNAM SHAW AND POONAM SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Aruna Saha (পুরাতন নাম) স্বামী Anuranjan Saha, ঠিকানা- Kabi Nabin Sen Street, P.O.- Nimta, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700049, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 22.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Pratima Saha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pratima Saha (নতুন নাম) এবং Aruna Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Bipasha Banik (পুরাতন নাম) স্বামী Dipankar Banik, ঠিকানা- LALPUR GOENKA CB ROAD, PS-CHAKDAHA, NADIA-741222, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 22.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bipasha Banik Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bipasha Banik Das (নতুন নাম) এবং Bipasha Banik (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Janmanjoy Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Late Srikant Mondal ঠিকানা 159 Samar Sarani Krishnapur P.S.Baguiati Kolkata 700102 Ld. Judicial Magistrate 1st Class Alipur কোর্টের Affidavit দ্বারা Janmanjoy Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 14457 Dated 29/07/2017 Janmanjoy Mondal (নতুন নাম) & Janmanjoy Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I MANOJ KUMAR KHERIA, S/O KANAHAIYA LAL KHERIA, R/O GREEN WOOD PREMIUM, SHIBTALA, KAIKHALI, CHIRIAMORE, RAJARHAT, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANOJ KHERIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024, THAT MANOJ KUMAR KHERIA AND MANOJ KHERIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ARCHANA DEVI KHERIA, W/O MANOJ KHERIA, R/O GREEN WOOD PREMIUM, SHIBTALA, KAIKHALI, CHIRIAMORE, RAJARHAT, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARCHANA KHERIA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024, THAT ARCHANA DEVI KHERIA AND ARCHANA KHERIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SATHI GHOSH DAUGHTER OF ALOKE KUMAR GHOSH ON BEHALF OF MY MINOR SON SWARIT GHOSH RESIDENT OF 100, RAJENDRA PRASAD ROAD, NEAR JAGANNATH MANDIR, PO-DURGAPUR STEEL TOWN, PASCHIM BARDHAMAN 713205, WEST BENGAL, INDIA DECLARE THAT MY MINOR SON SWARIT SINGH SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWARIT GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE ON 22/07/2024. THAT SWARIT SINGH AND SWARIT GHOSH BORTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KUNAL DAMANI, S/O AJAY DAMANI, R/O 3D, RAY STREET,PO-L.R SARANI, PS-BHAWANIPORE, KOLKATA-700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUNAL AJAY DAMANI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT KUNAL DAMANI AND KUNAL AJAY DAMANI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MADAN KUMAR MANDAL,S/O LATE DHIRENDRANATH MANDAL, R/O AKSHAYNAGAR KALINAGAR KAKDWIP, SUNDARBAN-743347, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MADAN KUMAR MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024,THAT MADAN KUMAR MANDAL AND MADAN KUMAR MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BIMAL CHANDRA MISTRY,S/O LATE RAJANI KANTA MISTRY,R/O VILL &PO-MANIKTALA,PS-ASHOK NAGAR,NORTH 24 PARGANAS-743263,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIMAL KRISHNA MISTRY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 09/07/2024,THAT BIMAL CHANDRA MISTRY AND BIMAL KRISHNA MISTRY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NELARANI DAS, W/O LATE NIMAI KRIHNA DAS, R/O FULTALA, HABRA, NORTH 24 PARGANAS-743263,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LILA RANI DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARASAT ON 04/07/2024,THAT NELARANI DAS AND LILA RANI DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, RUKSHAR PARWEEEN, W/O MD AMIR ALAM, RESIDING AT PURANA STATION, MISTRI PARA, PO- KALLA C.H, PS- ASANSOL (NORTH) PASCHIM BARDHAMAN- 713340, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUKSHAR PARWEEN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024. THAT RUKSHAR PARWEEEN AND RUKSHAR PARWEEN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAMMAD REHAN, S/O MD YUSUF, R/O H-124. SHYAM LAL LANE, PO &PS-GARDEAEACH, KOLKATA-700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD REHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024, THAT MOHAMMAD REHAN AND MD REHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMAD YOUSUF, S/O MD YUNUSH, R/O H-124. SHYAM LAL LANE, PO & PS-GARDEAEACH, KOLKATA-700024,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD YUSUF,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024,THAT MOHAMMAD YOUSUF AND MD YUSUF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHD SHAHID, S/O SEKH HAIDER ALI, R/O VILL-METEKHAL UTTAR PARA, PO-BHAGABATIPUR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY-712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH SHAHID ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024, THAT MOHD SHAHID AND SEKH SHAHID ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHD HAIDER ALI, S/O SEKH ALI EKTEDA, R/O VILL-METEKHAL UTTAR PARA, PO-BHAGABATIPUR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY-712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH HAIDER ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024, THAT MOHD HAIDER ALIAND SEKH HAIDER ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি Chitto Ranjan Kirtonia, Chittaranjan Kirtonia, Chittaranjan Kirttaniya (পুরাতন নাম) পিতা Madhusudan Kirtaniya ঠিকানা Chhotochupria, Chupria, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Chittaranjan Kirtaniya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Chittaranjan Kirtaniya (নতুন নাম) ও Chitto Ranjan Kirtonia, Chittaranjan Kirtonia, Chittaranjan Kirttaniya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sudhanshu Kirtonia, Sudhanshu Kirttaniya (পুরাতন নাম) পিতা Chittaranjan Kirtaniya ঠিকানা Chhotochupria, Chupria, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sudhanshu Kirtaniya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sudhanshu Kirtaniya (নতুন নাম) ও Sudhanshu Kirtonia and Sudhanshu Kirttaniya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Chitta Ranjan Chakraborti, Chittaranjan Chakrabarti (পুরাতন নাম) পিতা Harendra Nath Chakraborti ঠিকানা 138 Rabindra Nagar, Chakdaha, Nadia, W.B Pin- 741222, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Chittaranjan Chakraborty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Chittaranjan Chakraborty (নতুন নাম) ও Chitta Ranjan Chakraborti, Chittaranjan Chakrabarti (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, (Old Name) MUNTAJ SK S/o- DUKHU SEKH, Residing at, Vill- Ustia, Post- Muktinagar, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MUNTAJ SK To MUNTAJ SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MUNTAJ SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MUNTAJ SEIKH and MUNTAJ SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) TOHIDUL SK S/o- MUNTAJ SEIKH, Residing at, Vill- Ustia, Post- Muktinagar, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from TOHIDUL SK To TOHIDUL SEIKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TOHIDUL SEIKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, TOHIDUL SEIKH and TOHIDUL SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) ANJAN KANTI GUPTA S/o- KANAKKANTI GUPTA, Residing at, Vill- Karbala road record room para, Post- Cossimbazar, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANJAN KANTI GUPTA To ANJAN GUPTA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANJAN GUPTA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, ANJAN GUPTA and ANJAN KANTI GUPTA both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) EMAMUL MURSALIM S/o- KUDDUS SEKH, Residing at, Vill- Gopalpur paschimpara, Post- Gopalpur, Ps- Nalhati, Dist- Birbhum, Pin- 731220, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from EMAMUL MURSALIM To GOLAM IMAMUL MURSALIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GOLAM IMAMUL MURSALIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, GOLAM IMAMUL MURSALIN and EMAMUL MURSALIM both are Same and one identical person.

Name Change
I ASHIT DAS, S/O NANI GOPAL DAS,R/O 136, 90 SUBHAS SARANI BIRATI, D4 DIAMOND TOWER, PO-BIRATI , PS-NIMTA, NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA-700051,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIT DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/07/2024,THAT ASHIT DAS AND ASIT DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,SAILEN GHOSH, SON OF BHIM GHOSH, RESIDING AT NO-1,SUKANTA PALLY, PO-ANULIA, RANAGHAT, NADIA-741255, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAILEN GHOSH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT SAILEN GHOSH AND SHAILEN GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I RITA DEVI,WIFE OF ASHOK SHAW, RESIDING AT 16/C,LOKENATH BOSE GARDEN LANE,KOLKATA-700046,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RITA DEBI SHAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT RITA DEVI AND RITA DEBI SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I MANOJ SHAW, SON OF ASHOK SHAW, RESIDING AT 16/C, LOKENATH BOSE GARDEN LANE, KOLKATA-700046, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONOJ KUMAR SHAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/07/2024.THAT MANOJ SHAW AND MONOJ KUMAR SHAW BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I TARAMANI DEVI KANDOI, W/O SANT LAL KANDOL, R/O CL-135, SECTOR -2, C . K MARKET , SALT LAKE, PO SECH BHAWAN , KOLKATA -700091, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TARAMANI KANDOI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/06/2024, THAT TARAMANI KANDOI AND TARAMANI DEVI KANDOI, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ANKITA AGARWALLA D/o. SHYAM SUNDAR AGARWALA W/o. AKASH AGARWAL residing at 298A BAGMARI ROAD, RAINTREE APARTMENT, FLAT 2C, P.O. KANKURGACHI, KOLKATA, WEST BENGAL-700054 have changed my name and shall henceforth be known as ANKITA AGARWALA as declared before the Notary Public / First Class Judicial Magistrate BUNIADPUR court, SOUTH DINAJPUR, WEST BENGAL vide affidavit no. 75AA 209707 dated 17.07.2014. ANKITA AGARWALLA and ANKITA AGARWALA both are same and identical person.

Name Change
I SHYAM SUNDAR AGARWALLA S/o. LATE SRI BHAGWAN AGARWALA residing at D B ROADPARA, P.O.+P.S. GANGARAMPUR, DISTRICT : DAKSHIN DINAJPUR, WEST BENGAL have changed my name and shall henceforth be known as SHYAM SUNDAR AGARWALA as declared before the Notary Public / First Class Judicial Magistrate BANK SHALL court, KOLKATA, WEST BENGAL vide affidavit no. 94AB 628233 dated 19.07.2024. SHYAM SUNDAR AGARWALLA and SHYAM SUNDAR AGARWALA both are same and identical person.

Name Change
I SULOCHANA AGARWALLA W/o. SHYAM SUNDAR AGARWALA residing at D B ROADPARA, P.O.+P.S. GANGARAMPUR, DISTRICT : DAKSHIN DINAJPUR, WEST BENGAL have changed my name and shall henceforth be known as SULOCHANA AGARWALA as declared before the Notary Public / First Class Judicial Magistrate BANK SHALL court, KOLKATA, WEST BENGAL vide affidavit no. 94AB 628232 dated 19.07.2024. SULOCHANA AGARWALLA and SULOCHANA AGARWALA both are same and identical person.

Name Change
I, NISHA KARMAKAR BHADRA(old name) W/O AMITABHA BHADRA resident of Kanalaya, Bidhan Road Byland Kalimandir, Siliguri, PO-Siliguri, Dist-Darjeeling, Pin-734001 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NISHA KARMAKAR, vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 22/07/2024. NISHA KARMAKAR BHADRA and NISHA KARMAKAR both are same and one identical person.

Name Change
I, SANTOSH KUMAR SINGH S/O FATEH BAHADUR SINGH resident of Duha, Duha, Bihar, Ballia, Uttar Pradesh, Pin-221717, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SANTOSH KUMAR SINGH instead of SANTOSH SINGH which is wrongly recorded in my son ABHINAV SINGH's birth certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 04/04/2024. SANTOSH KUMAR SINGH and SANTOSH SINGH both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Rohim Shaikh S/o. Dhanraddin Sekh R/o. Vill- Keoradanga, P.O.- Betberia, P.S.- Bishnupur, Dist.- 24 Pgs. (S), Pin- 743503, W.B shall henceforth be known as Rahim Box Sekh. I declare that Rahim Box Sekh and Md Rohim Shaikh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-07-2024.

Name Change
I, Md Suman Khan S/o. Hajarat Khan R/o. Vill- Patkelgachha, P.O.- Mashyampur, P.S.- Bagdah, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin- 743232, W.B shall henceforth be known as Suman Khan. I declare that Suman Khan and Md Suman Khan is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-07-2024.

Name Change
I, Asif Mondol S/o. Ashraf Mondal R/o. Nanikpur, Nandanpara, P.O.- Italgacha, P.S.- Dum Dum, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin- 700079, W.B shall henceforth be known as Asif Mondal. I declare that Asif Mondal and Asif Mondol is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-07-2024.

Name Change
I, Ashraf Mondol S/o. Madar Box Mondal R/o. Nanikpur, Nandanpara, P.O.- Italgacha, P.S.- Dum Dum, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin- 700079, W.B shall henceforth be known as Ashraf Mondal. I declare that Ashraf Mondal and Ashraf Mondol is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 15-07-2024.

Name Change
I, Ajoy Bhattacharjee S/o. Late Joydeb Bhattacharjee Residing at 16, Damayanti Nagar, Belgharia, Kolkata- 700056 shall henceforth be known as Ajoy Bhattacharyya as declared before the Ld. Judicial Magistrate (First Class) at Calcutta vide affidavit no. 2014 on 12th July, 2024 dated. Ajoy Bhattacharjee and Ajoy Bhattacharyya both as same and one identical person.

Name Change
I, Asis Bhattacharya S/o. Sudir Kumar Bhattacharjee R/o. H/3, Anandapuri, P.O. – Nona Chandanpukur, P.S.- Titagarh, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-700122 shall henceforth be known as Asis Bhattacharjee. I declare that Asis Bhattacharjee and Asis Bhattacharya is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-07-2024.

NAME CHANGE
I, Osman Shaik/Sekh Osman Ali, S/o: Late Naimuddin Shaik, R/o Vill- Tushkhali, P.O.- Tushkhali, P.S.- Sandeshkhali, Dist: North 24 Parganas, W.B.- 743446, shall henceforth be known as Osman Sekh as declared before 1st Class Judicial Magistrate, Basirhat Court vide affidavit no.11948 Dated 24.05.2024. Osman Shaik, Sekh Osman Ali & Osman Sekh is same and identical person.

অবৈধ সেগুন কাঠ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বক্সিরহাট, ২২ জুলাই ঃ অবৈধভাবে অসম থেকে বাংলায় কাঠ পাচারের পথে অসম বাংলা সীমান্তবর্তী জোড়াই মোর নাকা পয়েন্ট এলাকায় সেগুন কাঠ উদ্ধার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। থানা সূত্রে জানা যায় এদিন জোড়াই মোর নাকা পয়েন্ট এলাকায় একটি কন্টেইনার গাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে সেগুন কাঠ দেখতে পায় পুলিশ। পরবর্তীতে বনদপ্তর ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাঠগুলিকে উদ্ধার করে। এই বিষয়ে নাগুর হাট বিট অফিসার তপন নার্জিনারি জানান অসম বাংলা সীমান্তবর্তী জোড়াই মোর নাকা পয়েন্টে অসম থেকে বাংলায় প্রবেশের পথে সন্দেহজনকভাবে একটি কন্টেনার গাড়িকে আটক করে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। সেই গাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে বিপুল পরিমান সেগুন কাঠ উদ্ধার করে পুলিশ যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১৪ লক্ষ টাকা বলে যানা যায়। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাঠ ও কন্টেনার গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে বনদপ্তর।

আইসক্রিম কারখানার ফ্রিজ থেকে উদ্ধার কর্মীর নগ্ন দেহ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ জুলাই ঃ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় মালদার আইসক্রিম ফ্যাক্টরির ডিপ ফ্রিজের ভেতর থেকে উদ্ধার হল এক কর্মীর মৃতদেহ। মৃতের নাম মৃণালকান্তি বসু (৪৩)। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। গত ৬-৭ বছর ধরে পুরাতন মালদা শহরের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাচামারিতে একটি আইসক্রিম কারখানার গাড়ির চালক হিসেবে কাজ করছিলেন মৃণালকান্তি। কিন্তু সোমবার সকাল থেকেই তাঁর খোঁজ মিলছিল না। পরে দুপুর নাগাদ এক কর্মী কারখানার ফ্রিজ খুলতেই আঁতকে ওঠেন। ফ্রিজের ভেতরেই রাখা ছিল মৃণালকান্তির দেহ। এরপরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ওই ফ্রিজেই কাপড় চাপা দিয়ে রাখা ছিল তাঁর দেহ। ফ্রিজের ভেতর রেখে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে তদন্ত একদম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। পুলিশ এখনও মুখ খুলতে চায়নি। কারখানার কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

বাড়ি আর ফেরা হল না রঞ্জিত মন্ডলের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই ঃ আর পাঁচজন তৃণমূল কর্মীর মতো রঞ্জিত মণ্ডলও কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন। ২১ শে এর সভায় যোগ দেওয়ার লক্ষ্যেই শিলিগুড়ি থেকে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ি আর ফেরা হল না। বকখালি থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার হল। গোটা ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা অন্যান্য তৃণমূল কর্মীদের প্রতি অভিযোগের আঙুল তুলছেন পরিজনরা। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মৃত রঞ্জিত মন্ডল পেশায় মেকানিক। তিনি পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভক্তিনগর এলাকার বাসিন্দা। সেখানে প্রথম পক্ষের স্ত্রী সন্তান থাকেন। অন্যদিকে, শহীদ কলোনীতেও তার দ্বিতীয় সংসার রয়েছে বলেই খবর। পরিবার সূত্রে খবর, রঞ্জিত বছর পাঁচেক আগে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন INTTUC-র সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ২৩ সালে প্রথমবার ধর্মতলায় আয়োজিত শহীদ দিবসের বিশেষ সভায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এবারও সেই লক্ষ্যেই ১৯ তারিখ কলকাতা পৌঁছান। তার সঙ্গে জনা দশেক স্থানীয় তৃণমূল কর্মী ছিলেন। রবিবার তিনি ফেসবুকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন যাতে দেখা যায় মাঝ সমুদ্রে একটি বোট ভাসছে। পরিবারের তরফে জানা গেছে, বকখালিতে সমুদ্রে তলিয়ে রঞ্জিতের মৃত্যু হয়েছে। ফোন মারফত রবিবার বিকেলে ঘটনার খবর জানতেই মৃতের ছোট ছেলে শুভম মন্ডল কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রাথমিকভাবে খবর, আগামীকাল ময়নাতদন্ত শেষে মৃতদেহ শিলিগুড়িতে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হবে। মৃতের ছেলে শুভম এবং সুরজ জানান, তার বাবা বছর পাঁচেক আগে তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। সেখানেই কিছু দলীয় কর্মীদের সঙ্গে তার মনমালিন্য চলছিল। তাদের সঙ্গেই কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিলেন। যা নিয়ে আপত্তিও জানানো হয়েছিল পরিবারের তরফে। এই পরিস্থিতিতে তাদের বাবার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে অন্যান্য তৃণমূল কর্মীদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছেন শুভম এবং সুরজ। গোটা ঘটনায় পুলিশের হস্তক্ষেপ দাবি স্পষ্ট করেছেন তারা।

ঐতিহ্যবাহী জল্পেশ মন্দিরে শুরু শ্রাবণী মেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ জুলাই ঃ এসে গেল শ্রাবণ। এসে গেল জল্পেশবাবার পুজোর লগ্নও। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসে এ সময়ে জলপাইগুড়ি তিস্তা নদীতে পুণ্যস্নান করে জল্পেশ মন্দিরে যান। রাজ্যের পাশাপাশি অসম-সহ অন্যান্য জায়গা থেকেও ভক্ত সমাগম লক্ষ্য করা গেল এবার। ভক্তদের জন্য রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফে সমস্ত ব্যবস্থা। রয়েছে জেলা পুলিসের কড়া নিরাপত্তা-সহ সব রকমের সুযোগসুবিধা। সিসি ক্যামেরায় নজরদারির পাশাপাশি মোতায়েন থাকছে সাদা পোশাকের পুলিসও। এদিন শ্রাবণের প্রথম সোমবার ছিল। আর রবিবার থেকেই জল্পেশ মন্দিরে শুরু হয়েছে শ্রাবণী উৎসব। প্রতি বছরের মতো এবারও জল্পেশ শিবের জন্মমাস উপলক্ষ্যে শ্রাবণে শুরু হল এই উৎসব। এদিন ভুটান, নেপাল, উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন বাবার মাথায় জল ঢালতে। এক মাস জুড়ে চলে এই উৎসব এবং শ্রাবণী মেলা। এবারেও চলবে। এই মেলা ঘিরে প্রচুর দোকানপাট বসে এখানে। শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে জেলা পুলিসের পক্ষ থেকে এবার নিরাপত্তার উপর খুবই জোর দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তায় রাজ্য পুলিসের কর্মীরা ছাড়া থাকবেন সিভিক ভলেন্টিয়ার, সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। সাদা পোশাকের পুলিসও থাকছে এই মেলায়। প্রতিটি গেটেই লাগানো হয়েছে মেটাল ডিটেক্টর ও সিসিটিভি ক্যামেরা। করোনার ঠিক পরের কয়েক বছর ভক্তেরা জল্পেশ মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। এবার তাঁরা সেটা পারবেন। যদিও কিছু সরকারি নিয়মকানুন থাকছেই। মূল গেটে লাগানো হয়েছে স্বয়ংক্রিয় সেন্সর মেশিন। এই গেট দিয়ে ৫০ জন করে পুণ্যার্থীরা ভিতরের প্রবেশ করতে পারবেন। স্বয়ংক্রিয় মেশিন দ্বারাই গেটটি বন্ধ হয়ে যাবে। পুণ্যার্থীরা যাতে ভালো করে জল ঢালতে পারে এবং ভিড় এড়ানো যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা বলে জানান মন্দির কমিটির সম্পাদক। সেই সঙ্গে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকেও থাকবে তাদের নিজস্ব ভলান্টিয়ারের দল। মন্দিরে জল ঢালতে আসা পুণ্যার্থীদের একজন বলেন, এবারে জল ঢালতে পুণ্যার্থীদের কোনও রকম অসুবিধা হয়নি। সকলেই খুব সুন্দর ভাবে বাবার মাথায় জল ঢালতে পারছেন। তাঁরা খুশি এত বছর পরে সরাসরি বাবার মাথায় জল ঢালতে পারছেন বলে। পুলিস সূত্রে খবর, জল্পেশ মন্দির-লাগোয়া পুকুর চত্বরে মোতায়েন রয়েছে প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন সিভিল ডিফেন্সের কর্মী। সঙ্গে রয়েছে মহিলা ও পুরুষ পুলিস। কেউ যাতে নদীতে বা পুকুরে ডুবে না যান, থাকছে তার প্রতিরোধের বা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও। যাতে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সকলেই তার প্রতি সতর্ক নজর রেখেছেন তাঁরা।

শঙ্করপুরের উত্তাল সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন ৩ পর্যটক

দুরন্ত বার্তা, মন্দারমণি, ২২ জুলাই ঃ এবার শঙ্করপুরে সমুদ্রস্নানে বিপত্তি! শঙ্করপুরে সমুদ্রস্নানে নেমে তলিয়ে গেলেন ৩ জন। তার মধ্যে মৃত্যু ১ পর্যটকের। উদ্ধার করা হয়েছে বাকি ২ জনকে। তিনজন মিলেই স্নানে নেমেছিলেন। তিনজনেই তলিয়ে গিয়েছিলেন। ২ জনকে নুলিয়ারা উদ্ধার করেন। বাকি একজনকে পাওয়া যাচ্ছিল না। জোয়ারে ভেসে ওঠে তাঁর প্রাণহীন নিথর দেহ। যদিও মৃতের নাম, ঠিকানা এখনও জানা যায়নি। মন্দারমনি কোস্টাল থানার পুলিস দেহটি উদ্ধার করছে। পূর্ণিমার কোটালের কারণে এদিন সকাল থেকে উত্তাল ছিল সমুদ্র। যদিও সমুদ্র নামার ক্ষেত্রে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল না। তাই পর্যটকরা স্নান করতে নেমেছিলেন। আর স্নান করার সময়ই আচমকা বিপত্তি ঘটে। ঢেউয়ের টানে তিন পর্যটক সমুদ্রে তলিয়ে যেতে থাকেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন সকাল থেকে খুব বেশি-ই উত্তাল ছিল সমুদ্র। কিন্তু সমুদ্র নামার ক্ষেত্রের নিষেধাজ্ঞা না থাকায় অনেক পর্যটক-ই স্নান করতে নেমেছিলেন। এখন স্নান করার সময়ে আচমকাই তিনজন তলিয়ে যেতে থাকেন। দেখতে পেয়েই কয়েকজন নুলিয়া তাঁদের উদ্ধারে ঝাঁপান। ২ জনকে উদ্ধার করতে পারলেও একজন তলিয়ে যান। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলে। তারপর একসময় তাঁর দেহ সমুদ্রে ভেসে ওঠে। প্রসঙ্গত, মন্দারমণির পর এবার শঙ্করপুর। ৬ দিন আগেই মন্দারমণিতে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিলেন ৬ পর্যটক। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে পরে ২ জনের মৃত্যু হয়। বাকি একজনের এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। ৬ বন্ধু মিলে মন্দারমণিতে ঘুরতে এসেছিলেন। তার পরিণতি হয় মর্মান্তিক। উল্লেখ্য, আবহাওয়া দফতরের তরফে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে যে, পূর্ণিমার কোটালে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় তাই মাইকিং চলছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে ৪৫ থেকে ৫৫, কখনও ৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া থাকবে। সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস থাকবে ২.৪ থেকে ২.৬ মিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন বন্ধুর

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২২ জুলাই ঃ বাইকে করে ঘুরতে বেরিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন বন্ধুর। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েছে কোলাঘাটের বৈষ্ণবচক এলাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম, আকাশ পালোয় (১৭), সায়ন ভোক্তা (১৮) ও অতনু মণ্ডল (২২)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অতনু মণ্ডলের বাইকে করেই আকাশ ও সায়ন বাড়ি ফিরছিলেন। ভোর ৫টা নাগাদ কোলাঘাটের বড়দাবাড় এলাকার রাস্তা দিয়ে বাইক চালিয়ে আসার সময়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তাঁরা। প্রচণ্ড গতিতে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে সজোরে ধাক্কা মারে। তিনজন বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যায়। হেলমেট না থাকায় মাথা ফেটে যায় তাঁদের। রাস্তায় তিনজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাঁদের তমলুক তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যান। সেখানেই ডাক্তাররা তাঁদের তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। তিনজনের পরিবারকেই খবর দেয়। তাঁরা হাসপাতালে আসার পরে দেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। অতনু মণ্ডলের কাকা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, গত এক বছর আগেই ভাইপোর বিয়ে হয়েছে। বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় শ্বশুর বাড়িতে থাকছিল। এখানে এসে শুনলাম যে রাতে ও বাড়ি থেকে ঘুরতে বেরিয়েছিল। এমন কিছু হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি।

একাধিক আলু বোঝাই ট্রাক আটকাল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ২২ জুলাই ঃ রাজ্যে আলুর চাহিদা মেটানো না পর্যন্ত ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানী করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমানার ডুবুরডিহি চেকপোষ্টে একাধিক আলু বোঝাই ট্রাক আটকে দিল কুলটি থানার চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশ ও কুলটি ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান থেকে ঝাড়খণ্ড অভিমুখে একাধিক আলু বোঝাই ট্রাক আটকালো পুলিশ। এবং গাড়ি গুলো ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এরফলে বিপাকে পড়েছেন ট্রাক চালকেরা। তিনদিন ধরে বাংলা ঝাড়খন্ড সীমানা ডুবুর্ডি চেকপোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে আলুবোঝাই করে ট্রাক চালকরা বলে বলেন।

সেবক জাতীয় সড়কে ধস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই ঃ এবার সমতলে ভূমি ধস, সেবক হয়ে ডুয়ার্স যাবার পথ বন্ধ। চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সরানোর কাজ। যদিও অতি ভারী বৃষ্টির পর রবিবার থেকে সেবক সহ ডুয়ার্সের আকাশে উকি দিয়েছে সাদা মেঘ, তবে এরই মধ্যে সোমবার শিলিগুড়ি হয়ে সেবক পাহাড় ছুঁয়ে ডুয়ার্স, ভুটান সহ উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আচমকাই নেমে আসে ভূমি ধস। বন্ধ হয়ে যায় যানবাহন চলাচল, আটকে পরেন ভুটান পাহাড়ের কোলে অবস্থিত মহাকাল মন্দিরে শিব মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা পুণ্যার্থী সহ সিকিম এবং ডুয়ার্সের শিবিরে থাকা সেনা বাহিনীর বেশ কিছু গাড়ী। ধসের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে জে সি বি নিয়ে পৌঁছে যায় বি আর ও সহ অন্যান্য পাহাড়ী পথ রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থার কর্মীরা।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু চিতার

দুরন্ত বার্তা, বাগডোগরা, ২২ জুলাই ঃ বাগডোগরার ভুট্টাবাড়ি এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল চিতাবাঘের। ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা। জানা গেছে, এক চা বাগান থেকে অন্য চা বাগানে পারাপার করতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় ৫ বছর বয়সী পুরুষ চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান। এই বিষয়ে রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া জানান, গাড়ির ধাক্কাতেই চিতাবাঘটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। সোমবার চিতাবাঘটির ময়নাতদন্ত করা হবে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বাগডোগরা বনদফতর।

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 142/SEGP/2024 Date:- 18/07/2024

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful reputed and experience contractor in similar nature of work. The work(s) of CONSTRUCTION OF CC Drain and Road at 7 (Seven) different places. Date of Publishing 18/07/2024 at 5:00 pm. Date of Sale of Tender Form 19/07/2024 10:30 am to 26/07/2024 2:00 pm. Date of dropping of Sealed Tender Form 26/07/2024 (up to 2.30 pm). Date of Opening of Tender After 26/07 2024 at 04:00 pm. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

BANGALORE FORT FARMS LIMITED

Corporate Identification Number: L51101WB1966PLC226442;
Registered Office: 16A, Brabourne Road 6th Floor, Kolkata - 700001, West Bengal, India;
Contact Number: +91-90047-54433; **Website:** info@bangalorefortfarms.com; **Email ID:** www.bangalorefortfarms.com

Open Offer for acquisition of up to 12,47,844 Offer Shares representing 26.00% of the Voting Share Capital of Bangalore Fort Farms Limited at an offer price of ₹28.50/- per Offer Share, payable in cash, to the Public Shareholders of the Target Company, by M/s Genesis Trade Links Private Limited, Corporate Acquirer 1, along with the Individual Acquirers, Mr. Vikash Singh, Acquirer 2, and Mrs. Nitu Singh, Acquirer 3, (hereinafter collectively referred to as 'Acquirers') in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) And 4, and such other applicable provisions of The Securities And Exchange Board Of India (Substantial Acquisition Of Shares And Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent amendments thereto.

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer ('**Manager**'), on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('**Post-Offer Public Announcement**').

This Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the: a) Public Announcement dated Wednesday, March 13, 2024 ('**Public Announcement**'), (b) Detailed Public Statement dated Tuesday March 19, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirers on Wednesday, March 20, 2024, in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Mumbai Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition), and Duranto Barata (Bengali Daily) (Kolkata Edition) ('**Newspapers**') ('**Detailed Public Statement**'), (c) Draft Letter of Offer dated Thursday, March 28, 2024 ('**Draft Letter of Offer**'), (d) Letter of Offer dated Thursday, June 20, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ('**Letter of Offer**'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Wednesday, June 26, 2024 and published in the Newspapers on Thursday, June 27, 2024 ('**Recommendations of the Independent Directors of the Target Company**'), and (f) Pre-Offer Public Announcement which was approved on Thursday, June 27, 2024, and published in the Newspapers on Friday, June 28, 2024 ('**Pre-Offer Public Announcement**').

The Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors of the Target Company, Pre-Offer Public Announcement, and this Post-Offer Public Announcement are hereinafter collectively referred to as '**Offer Documents**' issued by the Manager on behalf of the Acquirers.

The capitalized terms used but not defined in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to such terms in the Offer Documents.

1.	**Name of the Target Company**	Bangalore Fort Farms Limited, incorporated on October 24, 1966, under the provisions of Companies Act 1956, bearing Corporate Identification Number 'L51101WB1966PLC226442', having its registered office located at 16A, Brabourne Road, 6th Floor, Kolkata, West Bengal, 700001, India.
2.	**Name of the Acquirers and PACs**	Genesis Trade-Links Private Limited, a Private Limited Company incorporated on Monday, August 22, 2005, under the provisions of Companies Act, 1956, bearing Corporate Identification Number 'U51909WB2005PTC104820', having its registered office located at Hasting Chambers 2nd Floor Room No 15 7C Kiran Shankar Roy Road, Kolkata -700001, West Bengal, India, Acquirer 1.
		Mr. Vikash Singh, an Indian resident bearing Permanent account Number 'ALQPS5001E' under the Income Tax Act, 1961 resident at 63B Kansari Para Road, Bhawanipore S.O., Kolkata-700025, West Bengal, India, Acquirer 2.
		Mrs. Nitu Singh, an Indian resident bearing Permanent account Number 'BVRPS6669E' under the Income Tax Act, 1961 resident at 63B Kansari Para Road, Bhawanipore S.O., Kolkata-700025, West Bengal, India, Acquirer 3.
		There are no persons acting in concert with the Acquirers for the purpose of this Offer.
3.	**Name of Manager to the Offer**	Swaraj Shares and Securities Private Limited
4.	**Name of Registrar to the Offer**	Integrated Registry Management Services Private Limited
5.	**Offer Details**	
5.1	Date of Opening of the Offer	Monday, July 01, 2024
5.2	Date of Closing of the Offer	Friday, July 12, 2024
6.	**Date of Payment of Consideration**	The schedule date for settlement is Monday, July 29, 2024. However, since, there has been no tendering by the Public Shareholders for the said Open Offer, payment of consideration is not required.

7.	**Details of the Acquisition**		
	Particulars	**Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this Offer)**	**Actuals**
7.1	Offer Price	₹28.50/-	₹28.50/-
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	12,47,844	Nil
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	12,47,844	Not Applicable
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹3,55,63,554.00/-	Not Applicable
7.5	**Shareholding of the Acquirer before the Share Purchase Agreement/ Public Announcement**		
a)	Number of Equity Shares	Nil	Nil
b)	% of fully diluted Equity Share capital	Not Applicable	Not Applicable
7.6	**Sale Shares proposed to be acquired by way of Share Purchase Agreement**		
a)	Number of Equity Shares	15,95,693	15,95,693
b)	% of fully diluted Equity Share capital	33.25%	33.25%
7.7	**Equity Shares acquired by way of Offer**		
a)	Number of Equity Shares	12,47,844	Nil
b)	% of fully diluted Equity Share capital	26.00%	Not Applicable
7.8	**Equity Shares acquired after the Detailed Public Statement**		
a)	Number of Equity Shares acquired	Nil	Nil
b)	Price of the Equity Shares acquired	Not Applicable	Not Applicable
c)	% of Equity Shares acquired	Not Applicable	Not Applicable
7.9	**Post-Offer shareholding of the Acquirer**		
a)	Number of Equity Shares	28,43,537	15,95,693
b)	% of fully diluted Equity Share capital	59.25%	33.25%

7.10	**Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders (other than the Acquirer)**				
	Particulars	**Pre-Offer**	**Post-Offer**	**Pre-Offer**	**Post-Offer**
a)	Number of Equity Shares	32,03,707	19,55,863	32,03,707	32,03,707
b)	% of fully diluted Equity Share capital	66.75%	40.75%	66.75%	66.75%

8. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Post-Offer Public Announcement and for their obligations specified under SEBI (SAST) Regulations.
9. The Acquirers will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulation 22 (1), of the SEBI (SAST) Regulations, and will make an application for reclassification of themselves as the promoters of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ('**SEBI (LODR) Regulations**').
10. A copy of this Post-Offer Public Announcement will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, BSE Limited at www.bseindia.com and the registered office of the Target Company.
11. The capitalized terms used in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer, unless otherwise specified.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER
SWARAJ
SHARES & SECURITIES PVT LTD
Swaraj Shares and Securities Private Limited
Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621
Principal Place of Business: Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India
Contact Person: Pankita Patel/ Tanmoy Banerjee
Contact Number: +91-22-69649999
Email Address: takeover@swarajshares.com
Investor grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com
SEBI Registration Number: INM00012980
Validity: Permanent

On behalf of all the Acquirers
Sd/-
Mr. Vikash Singh
Acquirer

Date: Monday, July 22, 2024
Place: Mumbai

দিল্লিগামী দুরন্ত এক্সপ্রেসে ধোঁয়া, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২২ জুলাই ঃ গোলযোগ দেখা দিল দিল্লিগামী দুরন্ত এক্সপ্রেসে। সোমবার সকালে আসানসোল ডিভিশনের রাজবাঁধ স্টেশন পার করার সময় ট্রেনটির ইঞ্জিনের পিছনের বগি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। বিষয়টি নজরে আসতেই সকাল ১০.১৪ মিনিট নাগাদ ট্রেনটিকে থামিয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। রক্ষণাবেক্ষণের পর ১০টা ৩৬ মিনিট নাগাদ দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি। আসানসোল ডিভিশনের রেলের জনসংযোগ আধিকারিকের দাবি, ব্রেক বাইন্ডিংয়ের কারণেই এই ঘটনা ঘটেছিল। তবে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। কোনও যাত্রীর সমস্যা হয়নি বলেও জানানো হয়েছে।

কৃভকো সারের নিলাম

নং.: সি/১০৫/এপি/ইউসি-ইউডি/পিটি.XI, তারিখ: ১৫-০৭-২০২৪; ফালাকাটা গুডসে পড়ে থাকা আলাদা-আলাদা এবং দাবিহীন কৃভকো সারের ডিসিএম/আলিপুরদুয়ার জং. দ্বারা ৩০-০৭-২০২৪ তারিখে ১১:০০ টায় সর্বজনীন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য ফালাকাটা স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার বা ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার আলিপুরদুয়ারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Office of the Councillors of the
KHIRPAI MUNICIPALITY
At Post- Khirpai, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721232

Memo 371/KM/24 **Quotation Notice** **Dated- 22/07/2024**

Sealed Quotation are hereby invited from reliable, resourceful & bonafied Suppliers for "SL No-01supply and installation of 2 nos M-Power module for mobile starter suitable for 12.5 HP pump, SL NO 02- Submerssible pumping machinery and SL NO-03-1 no CIDF valve for drinking water supply within Khirpai Municipality area in the district of Paschim Medinipur". The quotation is to be submitted to the Sub Assistant Engineer of this Municipality in a letterhead pad of the supplier quoting the rate of individual item. The last date of submission of the quotation has been fixed up to 4 P.M on 05/08/24. For more details follow the notice board of Khirpai Municipality.

Sd- Chairman
Khirpai Municipality

Office of the Pradhan
JHARALTAGRAM-II GRAM PANCHAYAT

Notice e-tender are hereby invited from the Pradhan, Jharaltagram-II Gram Panchayat under Dhupguri Block for the vide e-NIT-003 JHARALTAGRAM-II GP/2024-25 Vide Memo No-212/Jhar- II/2024 Dated-15/07/2024, Last Date of bid submission 26/07/2024 up to 18.55 hrs. All details may be had from this office notice board and in website http://wbtenders.gov.in

Sd/- Sona Bala Roy
Pradhan
Jharaltagram-II GP

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

Controlling Officer / EWS invites e-Tender for the mentioned works :–

1. NIT No.: **KMC/ET/23/MS/12/SM/24-25**
Name of the work: **Dismantling, services fitting fixing and allied works (periodically) of Heavy Duty shaping Machine & pipe parting Machine by engagement of experience technician at Machine Shop.** Estimated Cost : **QUOTATION** . Earnest Money: **2% of quoted amount.**

2. NIT No.: **KMC/ET/20/NS/02/PROC/24-25**
Name of the work: **Manufacturing & Supply of Spare parts for repairing and maintenance works of hydraulic dumper and other allied works at EWS.** Estimated Cost : **QUOTATION** . Earnest Money: **2% of quoted amount.**

3. NIT No.: **KMC/ET/14/SMS/01/SHD/24-25**
Name of the work: **Arrangement of Shed just opposite to sheet Metal Shop under E.W.S.** Estimated Cost: ₹ **2,97,796.00**. Earnest Money: ₹**6,000.00**.

4. NIT No.: **KMC/ET/24/NS/03/ELCUT/24-25**
Name of the work: **Cutting, Stacking and storing of raw materials of Machine Shop and Carpentry Shops for Production of Various Essential Products and other allied Works under EWS.** Estimated Cost: **QUOTATION**. Earnest Money: **2% of quoted amount.**

5. NIT No.: **KMC/ET/18/MS/09/MSGT/24-25**
Name of the work: **Dismantling, Repairing, Fitting, Fixing Withproper Alignment, Painting and other Allied Works of the Entrance Gates of M Shop under EWS.** Estimated Cost: ₹ **2,29,583.00**. Earnest Money: ₹**5,000.00**.

6. NIT No.: **KMC/EWS/ELEC/15/2024-25**
Name of the work: **Repairing & Servicing of Welding Transformer at Various Shop under EWS Department.** Estimated Cost : **QUOTATION** . Earnest Money: **2% of quoted amount.**

7. NIT No.: **KMC/EWS/ELEC/16/2024-25**
Name of the work: **Improvement of Illumination System of Black Smith Shop under EWS.** Estimated Cost: ₹ **2,99,041.00**. Earnest Money: ₹**6,000.00**.

8. NIT No.: **KMC/EWS/ELEC/13/2024-25**
Name of the work: **Installation of Lighting Protection System at Office Building under EWS Department.** Estimated Cost: ₹ **2,97,393.00**. Earnest Money: ₹**6,000.00**.

9. NIT No.: **KMC/EWS/ELEC/12/2024-25**
Name of the work: **Supply of different Materials for the Repairing of Electrical Fan, Motor and Allied Works at Electric Shop under EWS.** Estimated Cost : **QUOTATION** . Earnest Money: **2% of quoted amount**. Last Date and Time of Submission of Bid (online): **30.07.2024 (03.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 9). The Bid forms and other details are available on and from: **22.07.2024 (5.30 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4), **23.07.2024 (5.30 p.m.)** (for Sl. No. 5 to 9). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 9).

The **D.G./(S&D)/KMC** invites tender online percentage wise rate in two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/BDPS/S-3/24-25 (1st Call)**
Name of the work: **Complete renovation of the strainer cleaning platform of Beltala Strainer of Horizontal Pump units at BDPS.** Estimated Cost : ₹ **4,97,421.00**. Earnest Money: ₹**10,000.00**. Period of Completion: **15 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **31.07.2024 at 12.00 noon.** The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024 at 5.00 p.m.**

2. NIT No.: **KMC/BDPS/MH-01/24-25 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing of Pump Unit No.-3 including NRV and delivery valve at Jodhpur Park Drainage Pumping Station under BDPS.** Estimated Cost : **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹**7,000.00**. Period of Completion: **20 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **31.07.2024 upto 5.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024; 5.00 p.m.**

3. NIT No.: **KMC/MMPS/WPIL/MCCBPNL/2024 (1st Call)**
Name of the work: **Procurement, supply, Installation & Commissioning of 415V, 1250A, 4-Pole MCCB for Power supply of New 275KW S/D Panel with other allied works at MMPS under BDPS.** Estimated Cost: **QUOTATION**. Earnest Money: ₹**10,000.00**. Period of Completion: **10 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **06.08.2024 – 05.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **27.07.2024 (5.00 p.m.)**

4. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/CEN/VI/24-25/02 (1st Call)**
Name of the work: **Restoration of Damaged Manholes, Gulllypits including construction of Gullypit and Catchpit at Gorachand Road, CIT Road, AJC Bose Road, Ripon Street etc. under BR.-VI.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS)**:** ₹ **3,56,502.65**. Earnest Money: ₹**7,200.00**. Period of Completion: **30 days.** Bid submission start date (online): **23.07.2024 at 1.00 p.m.** Last Date and Time of Submission of Bid (online) : **31.07.2024 at 1.00 p.m.** Date of Opening of Technical Bid: **02.08.2024 at 1.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024 at 1.00 p.m.**

5. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/NOR/DPS/24-25/06 (1st Call)**
Name of the work: **Through Repairing and Roof Treatment of Pump House at 47, South Tangra Road under Sewer Cleansing Central Division.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS)**:** ₹ **2,13,335.87.** Earnest Money: ₹**4,300.00**. Period of Completion: **30 days.** Bid submission start date (online): **23.07.2024 at 1.00 p.m.** Last Date and Time of Submission of Bid (online): **31.07.2024 at 1.00 p.m.** Date of Opening of Technical Bid: **02.08.2024 at 1.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024 at 1.00 p.m.**

6. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-09/24-25 (1st Call)**
Name of the work: **Repairing, heat varnishing of stator along with replacement of mechanical seal & 3 Nos. Bearing of 200 kw, 415V submersible pump unit No. A at KDPS under BDPS.** Estimated Cost**: Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹**10,700.00**. Period of Completion: **10 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **31.07.2024 at 1.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024 at 5.00 p.m.**

7. NIT No.: **KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-01/24-25 (1st Call)**
Name of the work: **Thorough sevicing, overhauling & testing of 500 KVA, 6KV/415V Oil cooled outdoor transformer including 2 Panel HT VCB and other allied works at Gokhale Road DPS under BDPS (S&D).** Estimated Cost**: Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹**8,400.00**. Period of Completion: **7 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **31.07.2024 at 1.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024 at 5.00 p.m.** Last Date and Time of Submission of Bid: **31.07.2024 at 1.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024 at 5.00 p.m.** The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 7).

The **Dy. C.E.(E)/S&D/KMC** invites tender online items wise rate in two bid system for the following work :
NIT No.: **KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-04/24-25 (1st Call)**
Name of the work: **Heat vernishing, repairing of stator and replacement of defective slip ring and bearing of 45.2 HP, 33.7 KW, 3PH, Slipring Motor of pump unit D at CLPS under BDPS.** Estimated Cost**: Rate to be quoted.** Earnest Money: ₹**5,700.00**. Period of Completion: **7 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **31.07.2024 at 1.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024 at 5.00 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E(SWM-I), KMC** invites tender online percentage rate in two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/SWM-I/CS/OLD/13/24-25**
Name of the work: **Development of Adjacent area and related ancillary works in Naktala Compactor Station under Borough-X.** Estimate Amount: ₹ **2,39,965.00**. Earnest Money: ₹**6,000.00**. Completion Time: **10 days.**

2. NIT No.: **KMC/SWM-I/CS/OLD/14/24-25**
Name of the work:**Through repairing & maintenance of Gobinda Auddy Road and Gopal Doctor Road Compactor Station under Borough-IX.** Estimate Amount: ₹ **2,68,224.00**. Earnest Money: ₹**6,000.00**. Completion Time: **15 days.**

3. NIT No.: **KMC/SWM-I/CS/OLD/15/24-25**
Name of the work:**Through repairing & maintenance of Shutters of Compactor Stations under Borough-XI, XII, XIII, XIV, XV & XVI.** Estimate Amount: ₹ **2,88,981.00**. Earnest Money: ₹**6,000.00**. Completion Time: **15 days.**

4. NIT No.: **KMC/SWM-I/CS/OLD/16/24-25**
Name of the work:**Through repairing & maintenance of Rowdon Street, Bosepukur Sitala Mandir, Atul Sur Road, Deys Medical and 72A, Tiljala Road Compactor Station under Borough-VII.** Estimate Amount: ₹ **4,83,673.00**. Earnest Money: ₹**10,000.00**. Completion Time: **21 days.** Last Date and Time of Bid Submission(online): **03.08.2024 (01.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The Bid forms and other details are available on and from: **23.07.2024 (01.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 4).

Dy. Ch. Eng.(M)(SWM-II), KMC invites tender online item rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **SWM-II/DIST-IV/06/24-25**
Name of the work: **Supply and delivery of spare parts for Leyland BS IV 1619 vehicle under Dist-IV Garage/SWM-II.** Estimated Amount: ₹ **1,99,390.00**. Earnest Money: ₹**4,000.00**. Period of Completion: **180 days.** Last Date and Time of Submission of bid: **03.08.2024 upto 01.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **20.07.2024 (04.30 p.m).**

2. NIT No.: **SWM-II/DIST-IV/17/24-25**
Name of the work: **Repairing of Engine with changing of all damaged spare parts, servicing of common rail, fitting fixing of EGR Gas out and Exhaust Pipe of Silencer Box of Leyland 1619 BS IV Vehicle No. WB03D 1784 under Dist-IV Garage/SWM-II.** Estimated Amount: ₹ **1,22,708.00**. Earnest Money: ₹**2,500.00**. Period of Completion: **7 days.** Last Date and Time of Submission of bid: **31.07.2024 upto 01.00 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from: **20.07.2024 (02.00 p.m).** The website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

263/24-25

কোহলি-রোহিতের মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি আছে গম্ভীর

মুম্বই, ২২ জুলাইঃ সূর্যকুমার যাদব কেন হলেন ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন? এ প্রশ্ন যে ভারতের নতুন হেড কোচের কাছে আসবে তা জানাই ছিল। হলও তাই। সোমবার সকাল ১০টায় কোচ হিসেবে প্রথম বার নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের সঙ্গে প্রেস কনফারেন্স করলেন গৌতম গম্ভীর। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, শ্রীলঙ্কা সফরে হার্দিক পান্ডিয়ার জায়গায় কেন সূর্যকে টি-২০ অধিনায়ক করা হল। হার্দিককে কি জানিয়ে নেতৃত্বের ব্যাটন স্কাইকে দেওয়া হয়েছে? এই প্রশ্নে গম্ভীর-আগরকররা কী বলেছেন, রইল বিস্তারিত। যোগ্য সদস্য হিসেবে স্কাইকে ভারতের নতুন টি-২০ নেতা বানানো হয়েছে বলেছেন নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর। তাঁর কথায়, ''সূর্যকুমার যাদব এই দায়িত্বের জন্য যোগ্য। ও একজন সেরা প্লেয়ার। হার্দিক পান্ডিয়া এখনও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার। ওকে আমরা দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবেই দেখি। তবে ফিটনেসও ওর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। আর ফিটনেস নিয়ে ওর একটু সমস্যা রয়েছে।'' হার্দিককে কি জানিয়ে স্কাইকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে? এই প্রসঙ্গে অজিত বলেন, ''হাতে আমাদের ২ বছর রয়েছে। আর দু'বছর অনেকটা সময়। আমরা একটু আলাদা ভাবে দেখতে চাইছি। তাই আমরা এমন কাউকে চাইছিলাম যাকে আমরা সব সময় পাব। আর সূর্যর মধ্যে একজন সফল ক্যাপ্টেন হওয়ার সব কোয়ালিটি রয়েছে। বিশ্বকাপে আমরা হার্দিককে দেখেছি। ব্যাট-বলে ও ভালো পারফর্ম করেছিল। সেটাই টিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা টিমের সকল প্লেয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি। কারও দায়িত্ব বদলে গেলে, তাঁকে সেটা জানানো হয়। আর হার্দিক তো দল থেকে বাদ পড়েনি। এখনও এই টিমেরই সদস্য।'' ভারতের নতুন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর বলেন, ''আমার দৃষ্টিভঙ্গি ভীষণ সহজ। প্লেয়ারদের স্বাধীনতা দিতে হবে। আমি তাতে বিশ্বাসী। সেরা সম্পর্ক বিশ্বাস থেকে গড়ে ওঠে। আমি সব সময় প্লেয়ারদের পাশে থাকব। একটা ড্রেসিংরুমে খুশি থাকলে, জয়ও আসবে। ড্রেসিংরুমকে নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টাও করব। আমি একটা অনেক সফল দলের দায়িত্ব নিতে চলেছি।'' গম্ভীর টিম

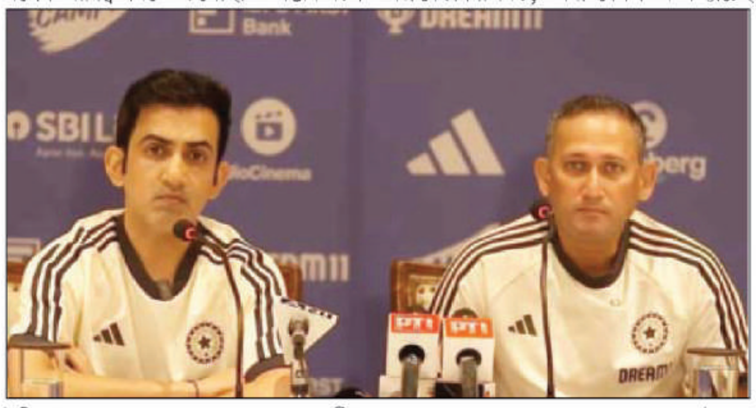

ইন্ডিয়ার কোচ হওয়ার পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মনে প্রশ্ন উঠছিল, টিমে রোহিত-বিরাটের ভূমিকা কী হবে? এই প্রসঙ্গে প্রেস কনফারেন্সে সেই প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেন, ''বড় মঞ্চে ওরা কী তুলে ধরতে পারে, তা প্রমাণ করেছে। সে টি-২০ বিশ্বকাপ হোক বা ওডিআই বিশ্বকাপে। একটা জিনিস আমি বলতে পারি, এই দু'জনের মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি রয়েছে। সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে। বড় অস্ট্রেলিয়া সফর রয়েছে। ওরা নিশ্চিত ভাবে তার জন্য তৈরি থাকবে। আর যদি ওরা ফিটনেস ধরে রাখতে পারে, তা হলে ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপেও খেলতে পারে। এটার সঠিক কোনও উত্তর দেওয়া যায় না। ওরা দলের সাফল্যে কতটা অবদান রাখতে পারছে সেটাই দেখা হবে। দল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওরা এখনও বিশ্বমানের প্লেয়ার। যে কোনও দলই ওদের যতদিন সম্ভব খেলাতে চাইবে।'' এর আগে গৌতম জানিয়েছিলেন, তিনি চান যে ক্রিকেটাররা ফিট, তাঁরা যেন তিন ফর্ম্যাটেই খেলেন। এ বার প্রেস কনফারেন্সে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে গম্ভীর বললেন, ''আমাদের দায়িত্ব জসপ্রীত বুমরার মতো ক্রিকেটারের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে শুধু ওর জন্যই নয়, সকল জোরে বোলারদের জন্যই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ। রোহিত ও বিরাট এখন আর টি-২০ ক্রিকেট খেলবে না, তাই বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোর জন্য ওদের উপলব্ধ থাকতে হবে। যদি একজন ব্যাটার ভালো ক্রিকেট খেলতে পারে, ভালো ফর্মে থাকে, তা হলে তাঁকে সব ম্যাচ খেলতে হবে।'' শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই স্কোয়াডে কেন নেই সঞ্জু স্যামসন? এ প্রশ্ন ক'দিন ধরেই ঘোরাফেরা করছিল। সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়কে না নেওয়া প্রসঙ্গে অজিত আগরকরকে প্রশ্ন করা হয়। তাতেই রিঙ্কু সিংয়ের প্রসঙ্গ টানেন আগরকর। কী বলেছেন তিনি? সঞ্জু, অভিষেক, ঋতুরাজের সুযোগ না পাওয়া প্রসঙ্গে আগরকর বলেন, ''আমাদের জন্য মাত্র ১৫জন ক্রিকেটারকে বেছে নেওয়া খুব কঠিন কাজ। যে ক্রিকেটারদের বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁরা সকলেই যোগ্য। ১৫ জনের মধ্যে সকলকে ফিট করানো কঠিন। যত বেশি সম্ভব বিকল্প রাখা যায় তার চেষ্টা করা হয়েছে। এই যে রিঙ্কু সিং টি-২০ বিশ্বকাপে সুযোগ পেল না, তাতে তো ওর কোনও দোষ ছিল না।'' এই কথা থেকে অজিত আগরকর বোঝাতে চেয়েছেন, কম্বিনেশনের কথা ভেবে অনেক সময় ছন্দে থাকা ক্রিকেটারকেও বাদ দিতে হয়। যেমন, টি-২০ বিশ্বকাপের সময় রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে হয়েছিল। ক্রিকেট মহল ভেবেছিল রিঙ্কুকেই ফিনিশার হিসেবে টিমে নেওয়া হবে। কিন্তু তাঁকে টেক্কা দেন শিবম দুবে। এবং দলে জায়গা পান। আর রিঙ্কু অবশ্য রিজার্ভ প্লেয়ার হিসেবে বিশ্বকাপে সফর করেছিলেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে অবশ্য সঞ্জু স্যামসন রয়েছেন। তিনি আবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের ৩ ম্যাচের যে ওডিআই সিরিজ হবে, সেই টিমে নেই। আর ঋতুরাজ গায়কোয়াড় ও অভিষেক শর্মা লঙ্কা সফরের কোনও সিরিজেই সুযোগ পাননি। তাঁরা দু'জন কয়েকদিন আগে হওয়া জিম্বাবোয়ে সিরিজে ভালো খেলেছিলেন। কিন্তু তারপরও শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তাঁদের নির্বাচন কমিটি বেছে নিতে পারেনি।

'আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি'

সমর্থকদের আশ্বস্ত করলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ আসন্ন মরশুমের আগে গত বছরগুলোর থেকে দল আরও শক্তিশালী করেছে ইস্টবেঙ্গল এফসি। ২০২৩ সালে লাল-হলুদ ডুরান্ড কাপ ফাইনালে যায় এবং ২০২৪ সালে কলিঙ্গ সুপার কাপ জেতে। শুধু তাই নয়, এই সাফল্যের সঙ্গে ৯ বছর পর এশিয়ার স্তরে সুযোগ করে নিয়েছে। ফলে এই মরশুমে দল গঠনে কোনও ত্রুটি রাখতে চাইছে না ম্যানেজমেন্ট। এবার ডুরান্ড কাপের আগে পুরো দলকে সামনে আনল ইস্টবেঙ্গল। ২৯ জুলাই ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ডুরান্ড কাপ অভিযান শুরু করবে লাল হলুদ। পুরো দল এখনও তৈরি না হলেও মরশুম শুরুর আগে দলকে সামনে আনল। অনুষ্ঠানে ছিলেন কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত ও ইমামি গ্রুপের ডিরেক্টর আদিত্য আগরওয়াল ও মণীশ গোয়েঙ্কা। এদিন অনুষ্ঠানে লাল হলুদ দল গঠন নিয়ে আদিত্য আগরওয়াল ও মণীশ গোয়েঙ্কা বলেন, ''আমরা যখন ২০২২ সালে ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগকারী হিসেবে আসি তখন আমরা কথা দিয়েছিলাম ক্লাব ও সমর্থককে যে আমরা কোনও চেষ্টা বাকি রাখব না দলের হারানোর গৌরব ফেরানোর জন্য। সুপার কাপ জয় আমাদের কঠিন পরিশ্রমের একটা ফল, আসন্ন মরশুমটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এএফসি স্তরের জন্য। লম্বা মরশুমকে মাথায় রেখে, আমরা এমন একটা দল তৈরি করেছি যারা একাধিক ট্রফি জিততে পারে। একই সময়ে আমরা তরুণ প্রতিভাদের তুলে আনতে কাজ করছি যারা আগামীতে ভারতীয় ফুটবলের সাফল্যে কাজ করবে।'' আসন্ন মরশুমে জন্য লাল-হলুদ সই করিয়েছে গত আইএসএলে সোনার বুটজয়ী দিমিত্রিয়াস দিয়ামান্তাকোস, আইএসএলে সবথেকে বেশি অ্যাসিস্ট করা মাদিহ তালাল, ডুরান্ড কাপে সোনার বুট জেতা ডেভিড লালহানসাঙ্গা, অনূর্ধ্ব ২৩ জাতীয় দলের ফুল ব্যাক মার্ক জোথানপুলাকে। এছাড়াও ফেরানো হয়েছে

দেবজিৎ মজুমদারকে। প্রভাত লাকরা ও জিকসন সিং দলে নতুন সংযোজন। নতুন প্লেয়ার নেওয়ার পাশাপাশি লাল-হলুদ চুক্তি বাড়িয়েছে ক্লেইটন সিলভা, সাউল ক্রেস্পো, হিজাজি মাহের, নিশু কুমার ও মহম্মদ রাকিপের সঙ্গে। দলের সঙ্গে পরিচয় করানোর পর কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত জানান, এই মরশুমের জন্য দলের অধিনায়ক হবেন ক্লেইটন সিলভা, নওরেম মহেশ সিং, সাউল ক্রেস্পো ও শৌভিক চক্রবর্তীকে। কলিঙ্গ সুপার কাপ জিতে ইস্টবেঙ্গল এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর প্রিলিমিনারি স্তরে যোগ্যতা অর্জন করেছে। যেখানে লাল-হলুদের অভিযান শুরু হবে ১৪ আগস্ট কলকাতায় এফসি অলটিন আয়ারের বিরুদ্ধে। দল নিয়ে পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে কার্লোস কুয়াদ্রাত বলেন, ''লম্বা সময় পর এশিয়ায় খেলা আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার। এই অনুপ্রেরণা দলের মান বাড়াতে সাহায্য করেছে। আমি সমর্থকদের আশ্বস্ত করতে চাই দল সঠিক পথে এগোচ্ছে। আমাদের দলে কিছু দারুণ মানের তরুণ প্লেয়ার আছে যারা কলকাতা লিগ এবং ডেভেলপমেন্ট লিগ খেলছে।''

অলিম্পিক্স শুরুর চার দিন আগে অবসরের ইঙ্গিত নাদালের

প্যারিস, ২২ জুলাইঃ দিন কয়েক আগে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেনে নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। আসন্ন অলিম্পিক্সে কার্লোস আলকারাজের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডাবলস খেলবেন। তাও রাফায়েল নাদালের কথায় অবসরের ইঙ্গিত। সুইডেনে বাস্তাদ ওপেনের ফাইনালে হারের পর এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অলিম্পিক্স শুরুর চার দিন আগে তাঁর কথায় শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। চোট-আঘাতে জর্জরিত নাদাল টেনিস সরঞ্জাম তুলে রাখার কথা ভাবছেন বেশ কিছু দিন ধরে। মন না চাইলেও শরীর আর সায় দিচ্ছে না। একটা একটা করে প্রতিযোগিতায় নাম দিচ্ছেন। আবার সরে দাঁড়াচ্ছেন। গত কয়েক মাস ধরে এ ভাবেই যতটা পারছেন লম্বা করার চেষ্টা করছেন নিজের টেনিসজীবন। এক সময় কোর্টে অপ্রতিরোধ্য নাদাল বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারছেন, আর সম্ভব নয়। থামতেই হবে। কবে? সিদ্ধান্ত নেননি এখনও। সুইডেনে হারের পর নাদাল বলেছেন, ''আমার দল এবং পরিবারের সদস্যদের ধন্যবাদ জানানোর ভাষা জানা নেই। সব কিছুই সম্ভব হয়েছে ওদের জন্য। বিশেষ করে শেষ কয়েক বছর পরিস্থিতি সহজ ছিল না। খুব খারাপ সময়েও প্রতি দিন ওদের পাশে পেয়েছি। আপনাদেরও ধন্যবাদ। জানি না আবার এখানে খেলতে আসতে পারব কি না। মনে হয় না। এ বারও খুব উপভোগ করলাম। দারুণ অভিজ্ঞতা হল।''

টিম থেকে বাদ নাকি বিশ্রামে? জাডেজাকে নিয়ে গুঞ্জন থামালেন আগরকর

মুম্বই, ২২ জুলাইঃ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো টি-২০ বিশ্বকাপের পর কুড়ি-বিশের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাডেজা। ভারতীয় অলরাউন্ডার জানিয়েছিলেন, ওডিআই, টেস্ট খেলা তিনি চালিয়ে যাবেন। অবশ্য শ্রীলঙ্কা সফরে যাচ্ছেন না তিনি। এই সফরে তিনটি টি-২০ ও ৩টি ওডিআই ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই ওডিআই স্কোয়াডে জাডেজার নাম নেই। যা দেখে অনেকেই ভ্রু কুঁচকেছিলেন। তা হলে কি দল থেকে বাদ পড়লেন জাডেজা? এই প্রশ্নও উঠছিল। বিশেষ করে এই প্রশ্ন জোরাল হয়েছিল, কারণ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারেতর ওডিআই স্কোয়াডে বিরাট ও রোহিতের নাম রয়েছে। তা হলে কেন জাড্ডু নেই এই সিরিজে? ভারতের জার্সিতে কী শেষ ওডিআই ম্যাচ খেলে নিলেন জাডেজা? অনেকেই এ কথা ভাবছিলেন। শ্রীলঙ্কা সফরে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এমনটাও শোনা যাচ্ছিল। এ বার শ্রীলঙ্কা যাওয়ার আগে ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর এক প্রেস কনফারেন্স করেছেন। তাতে আগরকর পরিষ্কার করেন, জাডেজাকে দল থেকে বাদ নয়, বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর বলেন, ''এই ছোট্ট তিন ম্যাচের সিরিজে অক্ষর ও জাডেজাকে একসঙ্গে নেওয়ার কোনও মানে হয় না। কারণ ২ জনকে একসঙ্গে কোনও ম্যাচে খেলানো যাবে না। বিশ্বকাপে ও দারুণ খেলেছে। ওকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। কম্বিনেশনের কথা মাথায় রেখে ওকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।'' তা হলে রবীন্দ্র জাডেজাকে এ বার কোন ফর্ম্যাটে খেলতে দেখা যাবে? আগরকর বলেন, ''সামনে বড় টেস্ট সিরিজ আসছে। সেখানে ওকে ভালো পারফর্ম করতে হবে। তাই এই বিরতিতে ও সম্পূর্ণ তরতাজা হয়ে উঠতে পারবে। তবে এখনও ও এই (ওডিআই) ফর্ম্যাটের সদস্য। আমাদের জন্য ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও।'' অজিত আগরকরের পাশাপাশি গৌতম গম্ভীরও বলেন, ''শ্রীলঙ্কা সফরের পর আমাদের ১০টি টেস্ট ম্যাচ রয়েছে। আমি আশাবাদী সেই ১০টা টেস্ট ম্যাচে আমরা ভালো পারফর্ম করব। ওই ১০টা টেস্টের জন্য যাঁরা অনেকে এই সিরিজে নেই, যেমন রবীন্দ্র জাডেজা। আমি মনে করি, ওই টেস্ট ম্যাচগুলোর জন্য জাডেজা গুরুত্বপূর্ণ।''

শীর্ষে ভারত, বড় লাফ ইংল্যান্ডের

দুবাই, ২২ জুলাইঃ প্রথম টেস্টে ইনিংস এবং ১১৪ রানে জয়ের পর দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৪১ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। পর পর দু'টেস্টে জয়ের সুফল পেলেন বেন স্টোকসেরা। টেস্ট বিশ্বকাপের পয়েন্ট তালিকায় এক লাফে তিন ধাপ এগোলেন তাঁরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে ইংল্যান্ড। সিরিজ শুরুর আগে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় সব শেষ নবম স্থানে ছিল ইংল্যান্ড। ক্রেগ ব্রেথওয়েটদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড উঠে এসেছে পয়েন্ট তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে। স্টোকসদের পয়েন্ট শতাংশ ৩১.২৫। অন্য দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নেমে গিয়েছে সকলের নিচে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পয়েন্ট শতাংশ ২২.২২। এই দু'দেশের মাঝে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা (পয়েন্ট শতাংশ ২৫) এবং বাংলাদেশ (পয়েন্ট শতাংশ ২৫)। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। রোহিত শর্মাদের পয়েন্ট শতাংশ ৬৮.৫২। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট শতাংশ ৬২.৫০। তৃতীয় স্থানে রয়েছে নিউ জিল্যান্ড। তাদের পয়েন্ট শতাংশ ৫০। চতুর্থ স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কারও পয়েন্ট শতাংশ ৫০। পঞ্চম স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। বাবর আজমদের পয়েন্ট শতাংশ ৩৬.৬৬।

মেসির বিরুদ্ধে খেলা বিশ্বকাপার জেমি ম্যাক্লারেনকে সই করাল মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ জুলাইঃ গত কয়েকদিন ধরে তাঁর বাগান শিবিরে আসার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। সোমবার দুপুরে হল সব জল্পনার অবসান। ৫ বারের সোনার বুট জয়ী অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপর জেমি ম্যাক্লারেনকে সই করাল মোহনবাগান। লিওনেল মেসির বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে খেলা অজি তারকা ৪ বছরের চুক্তিতে সই করলেন সবুজ-মেরুনে। এ বার জেসন কামিন্স, দিমিত্রি পেত্রাতোসদের সঙ্গে ম্যাক্লারেনের মাঠে নামার পালা। ২৮ জুলাই কলকাতায় আসছেন জেমি। দলের বাকিদের সঙ্গে ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে প্রাক-মরসুম অনুশীলনে নেমে পড়বেন জেমিও। বাগান শিবিরে এ বার অজি ত্রয়ীতে থাকবে বিশেষ নজর। দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স ও জেমি ম্যাক্লারেন তিন জন অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে শেষ তিন বিশ্বকাপে সে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এ বার তাঁদের এক ক্লাবের হয়ে খেলার পালা। মোহনবাগানের

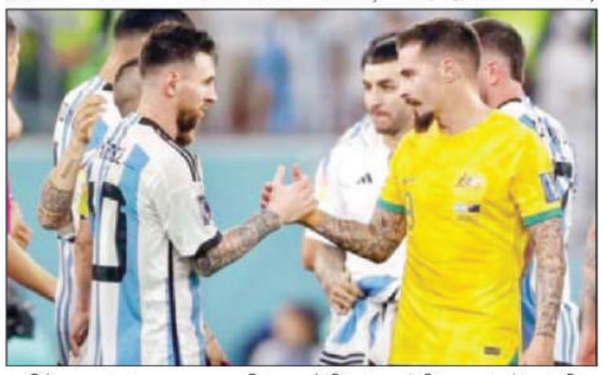

জার্সিতে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন জেমি। তাঁর কথায়, ''ইয়ান ইউম যখন আইএসএলে খেলতেন, তখন আমি অস্ট্রেলিয়ার এক স্পোর্টস চ্যানেলে ভারতের ফুটবল ম্যাচগুলো দেখতাম। বেশ কয়েকজন বিশ্ব বিখ্যাত ফুটবলারকে খেলতেও দেখেছি। মোহনবাগানে আমার যোগ দেওয়ার নেপথ্যে রয়েছে, এই ক্লাবের ঐতিহ্য, ইতিহাস ও ট্রফি জেতার ইচ্ছাশক্তি। যা আমার মানসিকতার সঙ্গে মেলে।'' সেখানেই থেমে থাকেননি অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার। তিনি বলেন, ''অস্ট্রেলিয়ায় আমি অনেক কিছু পেয়েছি। অনেক সম্মান অর্জন করেছি। দেশের বাইরে তাই আমি এমন একটা দলের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিলাম, যে টিমের ফুটবলার ও স্টাফরা ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রমাণ করেছে। মোহনবাগান টিমটার প্রতি সমর্থকদের আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভালোবাসা আমাকে এই ক্লাবের প্রতি টেনেছে।'' অস্ট্রেলিয়ার এ লিগের ইতিহাসে জেমি ম্যাক্লারেন সর্বাধিক ১৫৪টি গোল করেছেন। ৫ বার গোল্ডেন বুটও জিতেছেন তিনি। মোহনবাগানে যোগ দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, কলকাতা ডার্বিতে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। তিনি বলেন, ''কলকাতা ডার্বির সঙ্গে আমি ভালো মতোই পরিচিত। আমি এই ম্যাচ এর আগেও দেখেছি। একটা স্টেডিয়ামে ৬০ হাজার দর্শকের সামনে খেলা প্রতি প্লেয়ারের স্বপ্ন। আমি জানি মোহনবাগানের সমর্থকদের কাছে ডার্বির আবেগ ও মাহাত্ম্য আলাদা।''

অলিম্পিক্স শুরুর চার দিন আগে অবসর ঘোষণা শ্রীজেশের! প্যারিসে ভারতীয় হকির দুর্গ সামলাবেন কে?

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাইঃ আগামী ২৬ জুলাই থেকে শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক্স। ভারতীয় হকি দলের প্রথম খেলা ২৭ জুলাই নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তার ঠিক পাঁচ দিন আগে অবসর ঘোষণা করলেন ভারতীয় হকি দলের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ। আর আন্তর্জাতিক হকিতে দেখা যাবে না শ্রীজেশকে। ভারতীয় দলের দুর্গ রক্ষা করতে আর দাঁড়াবেন না গোলপোস্টের নিচে। তাঁর অবসরের ঘোষণায় অবশ্য প্যারিস অলিম্পিক্সে সমস্যায় পড়বেন না হরমনপ্রীত সিংহেরা। নিজের চতুর্থ অলিম্পিক্স খেলে শ্রীজেশ তুলে রাখবেন হকি স্টিক। সোমবার সমাজমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন তিনি। শ্রীজেশ লিখেছেন, ''আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। প্যারিস অলিম্পিক্স খেলে হকিজীবন শেষ করতে চাই। জিভি রাজা স্পোর্টস স্কুল থেকে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই যাত্রা পথের অনেক স্মৃতি রয়েছে। আমার জীবন গড়ে দিয়েছে। পথে প্রতিটি পদক্ষেপে স্বপ্ন দেখেছি। কাছের মানুষদের সব সময় পাশে পেয়েছি।''

প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের বয়স্ক ও কনিষ্ঠ অ্যালথিট কারা জানেন?

প্যারিস, ২২ জুলাইঃ একজন কিংবদন্তি। অপর জন তাঁর সামনে পুঁচকে। না কোনও তুলনা নয়। প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ ও বয়স্ক অ্যাথলিটদের বিষয়ে জানাব। আর কয়েক দিন পর শুরু হতে চলা প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের ১১৭জন অ্যাথলিট অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে ৪৭জন মহিলা এবং ৭০জন পুরুষ অ্যাথলিট। জানেন, প্যারিসে ভারতের সবচেয়ে বয়স্ক ও কনিষ্ঠ অ্যাথলিট কারা? বিস্তারিত রইল এই প্রতিবেদনে। প্রথমে পরিচয় দিই প্যারিস অলিম্পিকে পারফর্ম করবেন ভারতের কোন কনিষ্ঠ অ্যাথলিট।

তিনি ১৪ বছরের সাঁতারু ধিনিদি দেশিংহু। প্যারিসে সবচেয়ে কনিষ্ঠ ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবে বেঙ্গালুরুর মেয়ে আর কয়েকদিন পর ইতিহাস গড়বেন। অলিম্পিক গেমস্ ট্রেপারটাইট কমিশন-এর ইউনিভার্সিটি কোটা থেকে প্যারিসে খেলার টিকিট পেয়েছেন ধিনিদি দেশিংহু। তিনি প্যারিসে ২০০ মহিলাদের সাঁতারে ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল বিভাগে নামবেন। প্যারিস অলিম্পিকে ধিনিদির পাশাপাশি সাঁতারে অ্যাকশনে দেখা যাবে শ্রীহরি নটরাজকে। আর প্যারিস অলিম্পিকে পারফর্ম করতে চলা সবচেয়ে বয়স্ক অ্যাথলিট কে? ৪৪ বছর বয়সী ভারতীয় কিংবদন্তি টেনিস তারকা রোহন বোপান্না। এই নিয়ে তৃতীয় বার অলিম্পিকে নামতে চলেছেন বোপান্না। প্রথম বার তিনি মহেশ ভূপতির সঙ্গে ২০১২ সালের অলিম্পিকে নেমেছিলেন। সে বার তাঁরা পুরুষদের ডাবলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছিলেন। এরপর রোহন বোপান্না ও লিয়েন্ডার পেজ ২০১৬ সালের অলিম্পিকে পারফর্ম করেন। সে বার তাঁরা পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে যান। মিক্সড ডাবলসে সানিয়ার সঙ্গে জুটিতে পদকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন বোপান্না। কিন্তু শেষ অবধি চেক রিপাবলিকের টেনিস জুটির কাছে স্ট্রেট সেটে হেরে যান। এ বার দেখার প্যারিস থেকে রোহন দেশকে পদক এনে দিতে পারেন কিনা।

বিচ্ছেদের পর বিদেশে গিয়ে কী করছেন হার্দিক প্রাক্তন নাতাশা?

মুম্বই, ২২ জুলাইঃ বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে কয়েকদিন আগেই চোখের জলে ভাসতে দেখা গিয়েছিল ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়াকে। আর তার কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার চোখের কোল ভরল তাঁর ভক্তদের। হার্দিক পান্ডিয়া ও নাতাশা স্তানকোভিচের পথ চলা থামে ১৮ জুলাই। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, দীর্ঘ চার বছরের পথচলা ইতি। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁদের সম্পর্কের নানা মুহূর্ত বারবার উঠে আসছে বিভিন্ন পোস্টে। কখনও নাতাশার সঙ্গে মিষ্টি মুহূর্ত কখনও আবার সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানো। বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে এবার সেই সন্তানই কাছ ছাড়া। মা নাতাশার সঙ্গে ইতিমধ্যে দেশ ছেড়েছে হার্দিক পুত্র, সামনে নেই বাবা। মাই যেন এখন সবটা জুড়ে। যদিও ছেলের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ থাকবে বলেই জুটি জানিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। জীবনে নেই এখন হার্দিক। সংসার থেকে বেরিয়ে এখন কী করছেন বিদেশের মাটিতে নাতাশা? এবার নিজেই শেয়ার করলেন একগুচ্ছ ছবি। কখনও তিনি শপিং-এ ব্যস্ত, কখনও আবার তিনি ছেলের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। তেমনই নানা মুহূর্ত সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নাতাশা। যা দেখে আবারও আবেগঘন হার্দিক

ভক্তরা। অনেকেই মেনে নিতে পারেননি এই জুটির সিদ্ধান্ত। মন ভেঙেছে ভক্তদের। গুঞ্জন ছিল বহুদিন থেকেই, ১৮ জুলাই সোশ্যাল মিডিয়ায় সবটা খোলসা করেন ক্রিকেটার। ইনস্টাগ্রামে একটি বিবৃতিতে হার্দিক সবটাই খোলসা করে লিখেছিলেন, 'চার বছর একসঙ্গে থাকার পর আমি ও নাতাশা (স্তানকোভিচ) আলাদা হচ্ছি। আমরা আমাদের সেরাটা দিয়েছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার। পারিনি। তাই যা হয়েছে সেটাই আমাদের জন্য ভাল। আমাদের জন্য এটি ছিল একটি কঠিন সিদ্ধান্ত। পরিবার বাড়তেই যে সম্মান, ভালবাসা নিয়ে বেড়ে উঠছিলাম সেই সব মাথায় রেখে এই কাজ মোটেও সহজ ছিল না।'

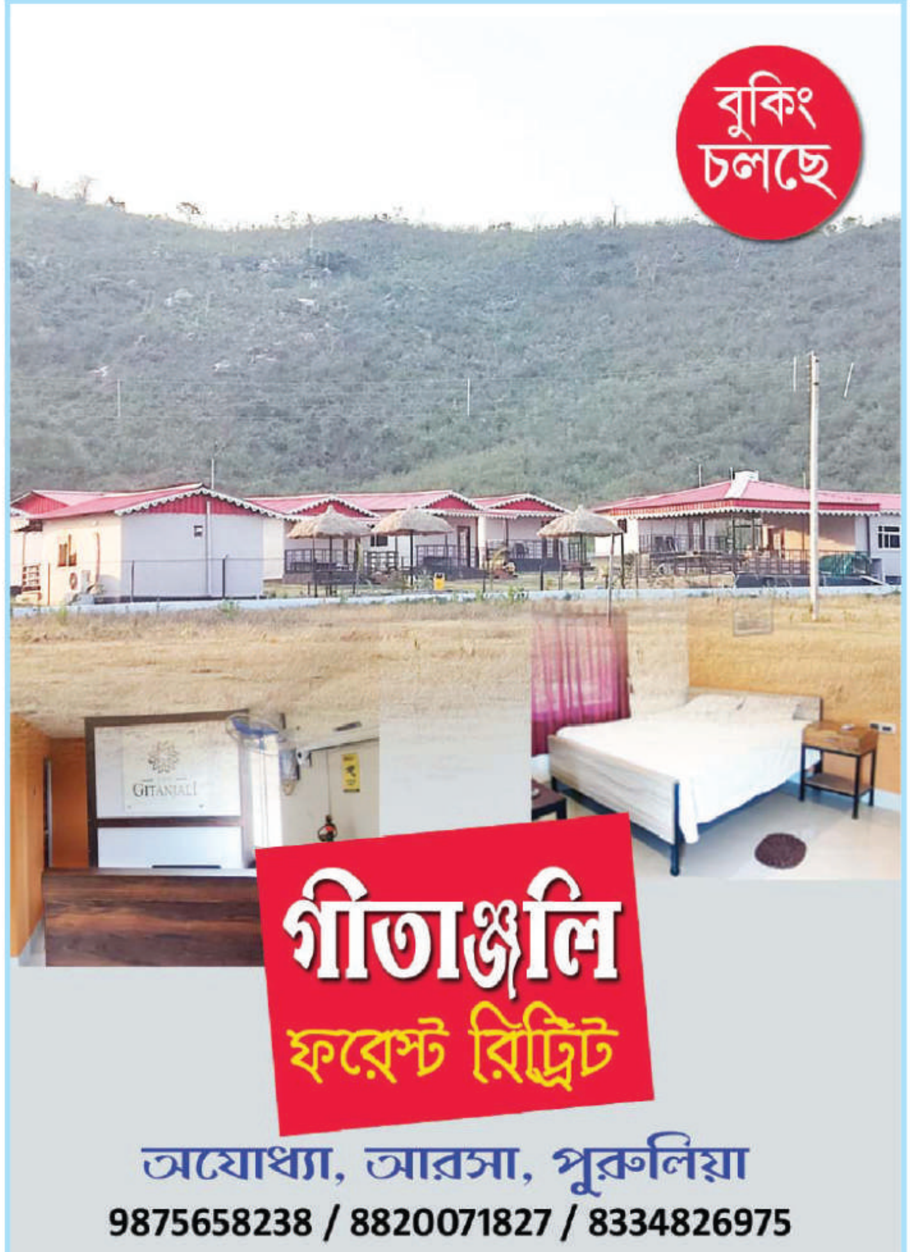

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com